Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০০৯

Contents

মাসিক
আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ জুলাই ২০০৯ ইং ১০ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২

✡ **দরসে কুরআনঃ**

❑ এলাহী গযব নাযিলের বিধি, কারণ ও করণীয় ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

✡ **প্রবন্ধঃ**

❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(১০ম কিস্তি)* ১২
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

❑ আমরা হক পাব কোথায়? ২৩
-মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

❑ সংকটের আবর্তে মানবজাতি ২৭
-ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস্

❑ ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জনের আবশ্যকতা ৩০
-নূরুল ইসলাম

❑ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ৩২
-আব্দুল ওয়াদূদ

❑ আর কতদূর! ৩৬
-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

✡ **নবীনদের পাতা ঃ** ৩৯
মি'রাজ : প্রাসঙ্গিক আলোচনা
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

✡ **কবিতাঃ** ৪২
♦ দো'আ ♦ নেশা ♦ আইলার আতঙ্ক

✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪

✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬

✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭

✡ **জনমত কলাম** ৪৯

✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

আইলার আঘাত : এলাহী কষাঘাত : আমাদের করণীয়

২৫শে মে'০৯ দুপুর ২-টা ও তার পরের ঘটনা। দূর থেকে দেখা গেল নদী ফুঁসে উঠে পাহাড়ের মত উঁচু ধবধবে সাদা পানির স্রোত। ধেয়ে আসছে দ্রুত। দূর থেকে বাঁধে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য উপভোগ করছে অনেকে। ভাবতেই পারেনি যে, এতদূর থেকে পানি এত দ্রুত কাছে আসবে। কিন্তু ভুল ভাঙলো কিছু পরেই। পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ালো সবাই। বাড়ী এসে দেখা গেল ছেলে-বৌ সব যে যার মত চলে গেছে। বাড়ী-ঘর গবাদি-পশু হাঁস-মুরগী সব ফেলে জান নিয়ে ছুটলো সবাই। কিন্তু না। আইলা ধরে ফেলল অনেককে। চোখের পলকে বাপ-বেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনদিন পরে বাপকে পাওয়া গেল প্রায় তিন মাইল দূরে একটা উপড়ানো গাছের ডাল-পালার মধ্যে। বিকৃত দেহ চেনা গেল তার কোমরে বাঁধা গামছা দেখে। ঘেরের মাছ বিক্রির ৩৫ হাযার টাকা ঘরে বালিশের নীচে আছে। কিন্তু রাস্তা থেকে ঘরে গিয়ে টাকা গুলো আনার ফুরছত পায়নি। গত বছরে ৬০ হাযার টাকায় কেনা ৪টি গরু মাত্র ২৬ হাযার টাকায় বেঁচে দিল বাধ্য হয়ে সুযোগ সন্ধানী এক ধনীর কাছে পশুখাদ্যের অভাবে। অগণিত লাশ ট্রাকে ও লঞ্চে ভরে নিয়ে গেল সেনাবাহিনী চোখের সামনে দিয়ে, যাদের পরিচয় আর কেউ কখনো জানবে না। এগুলি হ'ল সাতক্ষীরা শ্যামনগরের দুর্গত এলাকার কিছু ঘটনা। এরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটে গেছে দক্ষিণাঞ্চলে মুহূর্তের মধ্যে অবিশ্বাস্য গতিতে। যার সঠিক ইতিহাস কখনোই লিখিত হবে কি-না সন্দেহ। অথচ মাত্র এক সপ্তাহ পরে গিয়ে ঐ নদী পার হ'লাম নৌকা দিয়ে। পানি নেমে গেছে তীর থেকে কয়েক গজ নীচে। কতই না শান্ত-শিষ্ট। চিন্তাই করা যায় না যে, এই নদী এক সপ্তাহ পূর্বে ফুঁসে উঠে সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে কি তাণ্ডব না ঘটিয়ে গেছে তীরবর্তী মানব বসতিগুলোর উপর দিয়ে।

পানি অবলা। বাতাস কথা বলে না। ওরা রাগে না, কাঁদে না, হাসে না। ওরা প্রাণহীন, অনুভূতিহীন। তাহ'লে কিভাবে ওরা ফুঁসে উঠলো? কিভাবে ওরা মানুষগুলোকে তাড়া করল? তাদের হত্যা করল ও বাঁধ-ভেড়ী ভেঙ্গে রাস্ত

ঘাট বাড়ী-ঘর একাকার করে আবার শান্ত হয়ে নিজ স্থানে ফিরে এল? কর্ম আমরা দেখলাম। অথচ কর্তা নেই। কথা শুনছি অথচ কথক নেই। লেখা পড়ছি অথচ লেখক নেই। ধোঁয়া দেখছি অথচ আগুন নেই। এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে কি? আমরা আইলার রুদ্ররূপ দেখলাম। কিন্তু এর সৃষ্টিকর্তা ও হুকুমদাতা কেউ নেই, এরূপ কথা বিশ্বাস করা যাবে কি? মূর্খরা বলে, এটা প্রকৃতির খেয়ালিপনা মাত্র। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী যারা তারা বিশ্বাস করেন যে, এসবের পিছনে আছেন এক মহাশক্তিধর প্রজ্ঞাময় সত্তা, যিনি **আল্লাহ**। যার হুকুমেই এ পৃথিবী ও সমস্ত মাখলূক্বাতের সৃষ্টি হয়েছে। যার একক নির্দেশেই চলে সবকিছু। অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার জন্য স্নেহময় পিতা যেমন অনেক সময় কঠোর হন, দয়াময় আল্লাহ তেমনি অবাধ্য বান্দাদের সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মাঝে-মধ্যে আযাব প্রেরণ করে থাকেন। আর তখনই তাঁর হুকুমে শান্ত নদী হঠাৎ ফুঁসে ওঠে। মৃদুমন্দ বায়ু হঠাৎ ঘুর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। নিথর সাগর হঠাৎ উত্তাল হয়ে জলোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। মুষ্টিমেয় পাপীর লাগামহীন পাপকর্মের জন্য হাযারো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরাধী ও নিরপরাধ সবধরনের মানুষ এতে আক্রান্ত হয়। পাপীদের শাস্তি দেখে অন্য পাপীরা সাবধান হয়। ফলে পৃথিবী আপাততঃ শান্ত হয়। মুমিন যারা মারা পড়ে, তারা শহীদের মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয় *(মালেক, আবু, তির)*। অন্যেরা পাপীদের উপদেশের বস্তু হয় এবং আল্লাহ্র করুণার পাত্র হয়।

'আইলা' নিয়ে গেছে সবকিছু। অনেকের ভিটে-মাটি নেই। খাবার পানি নেই, খাদ্য নেই। ঘেরের মাছ সব ভেসে গেছে। তীব্র লোনা পানিতে গাছ-পালা মরে যাচ্ছে। অমাবশ্যা-পুর্ণিমার গোনে পানি উঠানামা করছে। ভীত সবাই। আগামী অক্টোবর পর্যন্ত এভাবেই থাকবে। এমতাবস্থায় আমরা যারা বেঁচে আছি ও সুস্থ আছি, আমাদের কর্তব্য কী? **আমাদের প্রথম কর্তব্য হ'ল** নিজ নিজ পাপ থেকে তওবা করা ও অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। **দ্বিতীয় কর্তব্য হ'ল**, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যাওয়া ও তাদের দুর্দশা লাঘবে সাধ্যমত চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন *(আবু, তির)*। তিনি বলেন, আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে *(মুসলিম)*। 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দেবেন *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি মুসলিম নয়, যে পেট ভরে খায় ও তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে' *(বায়হাক্বী)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন প্রকারের লোক জান্নাতী। তন্মধ্যে এক- ঐ শাসক যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, দানশীল এবং যাকে সৎকাজের যোগ্যতা দান করা হয়েছে। দুই- ঐ ব্যক্তি, যিনি দয়ালু এবং নিকট ও দূরের সকল মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়' *(মুসলিম)*। 'আল্লাহ বলেন, হে বনু আদম! তুমি (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর। আমি তোমার জন্য ব্যয় করব। আর যদি ব্যয় করতে গিয়ে গণনা কর (অর্থাৎ কৃপণতা কর), তাহ'লে আমিও (তোমাকে অনুগ্রহ করতে) হিসাব করব' *(বুঃ মুঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, গবাদি-পশু সহ (ক্ষতিকর নয় এমন) প্রত্যেক প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য তোমাদের অশেষ পুরস্কার রয়েছে *(বুঃ মুঃ)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দয়াশীল বান্দাদের উপরে দয়া করে থাকেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*।

উল্লেখ্য যে, যারা স্রেফ মানবিক তাকীদে দান করে থাকেন, তাদের এ দয়া ও দান দুনিয়া ও আখেরাতে ফলবলহীন। দুনিয়াতে ফলহীন এজন্য যে, তার এ তাকীদ হয় ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুত তা কোন একটি স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা পরকালীন স্বার্থে দান করে থাকেন, তাদের দান হয় দুনিয়া ও আখেরাতে বরকতমণ্ডিত। ঐ দানের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ এমনকি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ছওয়াব দিয়ে থাকেন *(বাক্বারাহ ২/২৬১)*। ফলে তার পরকালীন তাকীদ হয় স্থায়ী। যার কখনোই কমতি হয় না। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

এলাহী গযব নাযিলের বিধি, কারণ ও করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ-

অনুবাদ: ‘স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন। এর দ্বারা আল্লাহ তাদের কিছু কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা (সরল পথে) ফিরে আসে’ *(রূম ৩০/৪১)*।

সূরা রূম মাক্কী সূরা। আলোচ্য আয়াতটিও মক্কাতে নাযিল হয়েছে। বর্ণনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন ঐ সময়েই কেবল সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছিল। যেজন্য কুরআন নাযিল করে মানুষকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বিষয়টি মূলতঃ তা নয়। বরং এর দ্বারা মানব চরিত্রের একটা স্থায়ী প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবত: ফাসাদ প্রবণ। আবার সে আনুগত্য প্রবণ। সুযোগ পেলে তার অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দেয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। আবার চাপের মুখে সে শান্ত ও অনুগত হয়। এই চাপ দু’ধরনের হয়। এক- নৈতিক ও ধর্মীয় চাপ। যা তাকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দেয়। দুই- সামাজিক ও বৈষয়িক চাপ, যা তাকে বাহ্যিকভাবে অনুগত করে। ইসলামী শরী‘আত তার অনুসারীদেরকে ভিতর ও বাহির উভয় দিকে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সমাজ বিপর্যয়মুক্ত থাকে।

আলোচ্য আয়াতে ফাসাদকেই আল্লাহ্র গযব হিসাবে বুঝানো হয়েছে এবং এর কারণ হিসাবে মানুষের কৃতকর্মকে দায়ী করা হয়েছে। এর মধ্যে এলাহী গযব নাযিলের একটা সাধারণ বিধি বেরিয়ে এসেছে। আর তা হ’ল ‘মানুষের কৃতকর্ম’। আবুল ‘আলিয়াহ বলেন, পৃথিবীতে যে কেউ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, সে বিশ্বে ফাসাদ সৃষ্টি করে। কেননা আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণ নির্ভর করে আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর (ইবনু কাছীর)। এজন্যেই হাদীছে এসেছে, إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ، ‘পৃথিবীতে আল্লাহ্র একটি দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত হওয়া চল্লিশ রাত্রি বৃষ্টি হওয়ার চাইতে উত্তম’।[১৩১] এর কারণ এই যে, দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত হ’লে দুষ্টদের অধিকাংশ বা অনেকাংশ পাপাচার থেকে বিরত হয়ে যায়। তাতে আসমান ও যমীনে বরকত বৃদ্ধি পায়। অনেকের ধারণা পৃথিবীতে পাপ করলে কেবল পৃথিবীতেই প্রভাব পড়ে, আকাশে নয়। একথা যে ঠিক নয়, তার বাস্তব প্রমাণ হ’ল সাম্প্রতিক ‘বার্ড ফ্লু’ (পাখির জ্বর), ‘সোয়াইন ফ্লু’ (শূকর জ্বর), ‘এইড্স’ মহামারি (সমকামিতার দণ্ড), অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, আবহাওয়ার তারতম্য, বিভিন্ন ভাইরাস জনিত জ্বর ও পীড়া- সবকিছুই মূলতঃ পৃথিবীতে মানুষের কৃতকর্মের ফল, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় আমাদের অলক্ষ্যে। আজকাল ব্যক্তি দুর্নীতির চাইতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি বেশী হচ্ছে। ফলে তার প্রতিক্রিয়াও হচ্ছে ব্যাপক। ১৯৪৫ সালে জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে আমেরিকার আণবিক বোমা হামলার খেসারত আজও মানবজাতিকে দিতে হচ্ছে। এইসব রাষ্ট্রগুলি সেদিনের চাইতে বহুগুণ শক্তিশালী আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার ভাণ্ডার নিয়ে তাক করে আছে তাদের কল্পিত প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে, যা পরিণামে সারা পৃথিবীর ধ্বংসের কারণ হবে।

ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর সারা পৃথিবীতে বরকত নেমে আসবে বলে ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। তার কারণ তো একটাই যে, তাঁরা ইসলামী শরী‘আত জারি করবেন। শিরক ও বিদ‘আত উৎখাত করবেন। দাজ্জাল ও ইয়াজূজ-মাজূজ খতম করবেন, সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সারা পৃথিবীতে শান্তির আবহ সৃষ্টি হবে। এ কারণেই হাদীছে এসেছে, العبدُ الفاجرُ اذا مات يَستريح منه العبادُ والبلادُ و الشجرُ والدوابُّ. ‘যখন একজন পাপাচারী মারা যায়, তখন মানুষ, জনপদ, গাছ-পালা ও পশু-পক্ষী সবাই স্বস্তিলাভ করে’।[১৩২]

Every action has a reaction. ‘প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে’। পৃথিবীতে মানুষ যখন কোন সুন্দর কথা বলে বা সুন্দর কাজ করে, তার যেমন সুন্দর প্রতিক্রিয়া হয়। তেমনি কোন মন্দ কথা বললে বা মন্দ কাজ করলে তার মন্দ প্রতিক্রিয়া হয়। তবে এগুলির বাস্তবায়ন ও স্থায়ীত্বের জন্য আল্লাহ্র হুকুম প্রয়োজন হয়। পিতা-মাতার সামনে সন্তান কোন অন্যায় করলে পিতা-মাতা দুঃখিত হন। কিন্তু প্রতিশোধ নেন না। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে তারা মাঝে-মধ্যে কঠোর হন। এমনকি নিজ মাদকাসক্ত সন্তানকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। অনুরূপভাবে বান্দা কোন অন্যায় করলে আল্লাহ নাখোশ হন। কিন্তু অধিকাংশ সময় ক্ষমা করে দেন ও প্রতিশোধ নেন না। কিন্তু অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকলে তিনি মাঝে-মধ্যে শাস্তি নামিয়ে দেন, যাকে আমরা ‘আল্লাহ্র গযব’ বলে থাকি। আল্লাহ্র সেই গযব হয় অতীব কঠোর, যাকে ঠেকানোর ক্ষমতা বান্দার থাকে না। বর্তমানে পৃথিবী

১৩১. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৮৮ ‘দণ্ডবিধি সমূহ’ অধ্যায়।*

১৩২. *বুখারী ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায় হা/৬৫১২; মুসলিম ‘জানায়েয’ অধ্যায়।*

ব্যাপী সর্বত্র নানাবিধ গযব ঘন ঘন নাযিল হচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে পৃথিবী চূড়ান্ত ধ্বংসের পূর্ব লক্ষণ বা ক্বিয়ামতের পূর্ব নিদর্শন সমূহের অংশ বিশেষ।

বিধি সমূহ :

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পৃথিবীতে এলাহী গযব নাযিলের বিধি হ'ল প্রধানতঃ দু'টি। **এক-** বান্দার অন্যায় কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান। **দুই-** প্রতিটি অন্যায় কর্মের সাথে সাথে প্রতিশোধ না নিয়ে বান্দাকে তওবা করার অবকাশ দান ও তওবা না করলে শাস্তি প্রদান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ– 'তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন' *(শূরা ৪২/৩০)*।

এছাড়াও **আরেকটি বিধি** রয়েছে, সেটি হ'ল প্রথমে ছোট ছোট আযাব পাঠিয়ে বান্দাকে হুঁশিয়ার করা। অতঃপর বড় শাস্তি নাযিল করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– 'গুরু দণ্ডের পূর্বে অবশ্যই আমরা তাদেরকে লঘুদণ্ডের আস্বাদন ভোগ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*। যেমন মূসার দাওয়াত কবুল না করায় হঠকারী ফেরাঊনের কওমের উপর বিশ বছরে পরপর ৭-এর অধিক গযব নাযিল হয়। কিন্তু ফেরাঊন ও তার সভাসদ মণ্ডলী এগুলিকে স্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে উড়িয়ে দেয়। অতঃপর বিরাট জনসমাবেশ ডেকে ফেরাঊন বলে, وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ– 'আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ ভিন্ন অন্য পথ দেখাই না' *(মুমিন ৪০/২৯)*। আর 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা' (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*। ফেরাঊন নিজেকে মানুষের সৃষ্টিকর্তা দাবী করেনি। বরং 'পালনকর্তা' বলেছিল। কারণ সে রাজা হিসাবে জনগণের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করত ও তাদের লালন-পালন করত। তার উপরেও যে কোন পালনকর্তা আছেন, যিনি আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, পানি দিয়ে, শস্য ও ফলাদি দিয়ে সৃষ্টিকে লালন করছেন, সে অদৃশ্য জ্ঞান ফেরাঊনের ছিল না। মূসার দেওয়া সে অহি-র জ্ঞান ও বিধান সে গ্রহণ করেনি। কেননা তাতে তার স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাহত হয়। ফলে সে অহংকার দেখায় ও তাতেই আল্লাহ্র গযব ত্বরান্বিত হয়। তার চূড়ান্ত অহংকারের শাস্তি আল্লাহ চূড়ান্তভাবেই দেন এবং তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ সদলবলে সাগরে ডুবিয়ে মারেন। *(ইউনুস ১০/৯০)*। মযলূম মূসা ও হাযার হাযার নির্যাতিত বনু ইস্রাঈল নিজেরা নাজাত পায় ও যালেম ফেরাঊনের এই করুন মৃত্যুর দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করে *(বাক্বারাহ ২/৫০)*। এই মহামুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ মূসা ও তার কওম সেদিন ১০ই মুহাররম থেকে প্রতি বছর আশূরার নফল ছিয়াম শুরু করেন, যা আজও চালু আছে। তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামের শাস্তিই হ'ল সবচেয়ে বড় শাস্তি। যার কোন তুলনা নেই। কাফির-মুনাফিকদের চূড়ান্ত আবাসস্থল হ'ল সেটাই *(নিসা ৪/১৪০)*।

উদ্দেশ্য :

উপরে বর্ণিত তিনটি বিধির প্রত্যেকটিরই মহৎ উদ্দেশ্য হ'ল অবাধ্য মানুষকে বাধ্যতায় ফিরিয়ে আনা এবং পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করা। গযব নাযিলের পূর্বেই কি আমরা অবাধ্যতা পরিত্যাগ করতে পারি না?

সৎ লোকদের উপর বিপদাপদ :

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, পৃথিবীতে নবী-রাসূল ও সৎ লোকদের উপর যেসব বালা-মুছীবত আসে, সেগুলি কি আল্লাহ্র গযব হিসাবে গণ্য হবে? যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়,

أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً ؟ قال: الأنبياءُ ثمَّ الأمثلُ فالأمثلُ، يُبتَلى الرَّجلُ على حسب دينيه فإن كانَ صُلباً في دينيه اشتدَّ بلاءُه، وإن كانَ في دينيه رِقَّةٌ هُوِّنَ عليه، فمازال كذلك حتى يمشيَ على الأرضِ ما لَهُ ذنبٌ رواه الترمذي

وفي رواية ابن ماجه: وماعليه من خطيئة–

'মানব সমাজে সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত কারা? জবাবে তিনি বলেন, নবীগণ। অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তী নেককার ব্যক্তিগণ। অতঃপর তাদের নিকটবর্তীগণ। মানুষ তার দ্বীন অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তাহ'লে তার বিপদাপদ কঠিন হয়। আর যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শিথিল হয়, তাহ'লে তার বিপদাপদ সহজ হয়। এভাবেই চলতে থাকে। এক সময় সে পৃথিবীতে বিচরণ করে এমনভাবে যে, তার কোন গোনাহ থাকে না'।[১৩৩]

বাহ্যতঃ হাদীছটিকে কুরআনের বিপরীত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা সৎ লোকের বিপদাপদ দেওয়ার কারণ তাদের গোনাহ নয়, বরং উদ্দেশ্য হ'ল তাদের পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষা সমূহ নিয়েছেন। অবশেষে সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁকে আল্লাহ বিশ্বনেতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। ইহুদী-নাছারা-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 'পিতা' হিসাবে তিনি সারা পৃথিবীতে বরিত ও নন্দিত।

---

১৩৩. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ দারেমী; মিশকাত হা/১৫৬২ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।*

অথচ তাঁকে নির্যাতনকারী রাজা নমরূদ সর্বত্র ধিকৃত ও নিন্দিত। এমনকি নমরূদ বা ফেরাঊন বা আবু জাহলের নামে সন্তানের নাম রাখতেও কোন পিতা-মাতা রাযী হবেন কি-না সন্দেহ। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুমিনগণের উপরে মুছীবত প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। এর দ্বারা তাদের গোনাহের কাফফারা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمٍّ ولا حَزَنٍ ولا أَذًى ولا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إلا كَفَّرَ اللهُ بها من خَطَايَاهُ– 'মুসলিম বান্দার কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা এমনকি কোন কাঁটা বিধলেও (যদি সে ছবর করে ও আল্লাহ্র উপরে খুশী থাকে), তাহ'লে তার কারণে আল্লাহ তার গোনাহ সমূহ মাফ করে দেন'।[১৩৪] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, مَن يُّرِدِ اللهُ به خَيْرًا يُصِبْ منه– 'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন'। =*(বুখারী, রিয়ায হা/৩৯)*। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى نفسه و ماله و ولده حتى يلقىَ اللهَ تعالى وما عليه من خطيئة– 'মুমিন পুরুষ বা নারীর জীবন, সন্তান ও মালের উপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার (আমলনামায়) কোন পাপ থাকে না'।[১৩৫] অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের ফলে মুমিন বান্দা পাপমুক্ত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান এবং আল্লাহ্র কাছে মহা পুরস্কার লাভে ধন্য হন।

গযবের এলাহী বিবরণ ও প্রতিকার :

আলোচ্য আয়াতে সর্বত্র ফাসাদ ও গযব নাযিলের যে বক্তব্য এসেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আল্লাহ অন্য আয়াতে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ–

'আর আমরা তোমাদের পরীক্ষা নেব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ হ'ল ধৈর্যশীলদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫)*। অত্র আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় হ'ল গযবের কয়েকটি দিক। এছাড়াও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের গযব আসতে পারে। যেমন সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, বিশ্বমন্দা, খাদ্যে ও ফসলে বরকত নষ্ট হওয়া, ভূগর্ভে পানি দূষিত হওয়া, আকাশে বায়ু দূষণ হওয়া, নানাবিধ অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা ইত্যাদি। আর এইসব ব্যাপকভিত্তিক গযবের প্রধান কারণ হ'ল মানুষের পাপাচার ও কৃতকর্ম। আর এগুলো থেকে বাঁচার পথ হ'ল মানুষকে অন্যায় প্রতিরোধে এগিয়ে আসা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن الناسَ اذا رأوا منكرًا فلم يُغَيِّروه يوشِكُ أن يَّعُمَّهم اللهُ بعقابه– 'মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অতঃপর তারা তা প্রতিরোধ করেনা, তখন সত্বর আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপক গযবের দ্বারা পাকড়াও করেন'।[১৩৬] কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, ব্যাপক ভিত্তিক অন্যায় ও সামাজিক অনাচার প্রধানতঃ সমাজের নেতাদের পক্ষ থেকে হয়। যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। আর সেজন্য নেমে আসে ব্যাপক বিধ্বংসী এলাহী গযব সমূহ। ফলে হতাহত হয় সকল ধরনের মানুষ। তাই সকলের উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত কয়েকটি জাতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত জাতিসমূহ

মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, নেতৃবৃন্দ এবং ধনিক শ্রেণী যখন শক্তি মদমত্ত হয়ে অহংকারে চুর হয়েছে, দুনিয়ায় ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই যুগে যুগে আল্লাহ্র গযব নেমে এসেছে এবং বড় বড় শক্তিশালী জাতি চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানুষের আগমনকাল থেকে এযাবত আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি জাতির কথা কুরআনের মাধ্যমে জগদ্বাসী জানতে পেরেছে। তারা হ'ল কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, লূত্ব, আহলে মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে *(তওবাহ ৯/৭০)*। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত্ব-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

উপরোক্ত ছয়টি জাতির ধ্বংসের কারণ ও ধরণগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

(১) কওমে নূহ : এদের ধ্বংসের কারণ ছিল 'শিরক'। তারাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা করে। ওয়াদ, সুআ', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব ও নাছর নামক পাঁচজন নেককার মৃত মানুষের অসীলায় এরা আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচারে নিমজ্জিত হয়েছিল। এদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর জীবন পেয়েছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হন ও তাদের সমাজ

১৩৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/৩৭।*
১৩৫. *তিরমিযী, মালেক, মিশকাত হা/১৫৬৭।*
১৩৬. *ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫১৪২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'ন্যায়ের আদেশ' অনুচ্ছেদ।*

নেতাদের নিগ্রহের শিকার হন। অবশেষে তাঁর বদদো'আয় পুরা কওম দীর্ঘস্থায়ী প্লাবণে ডুবে ধ্বংস হয়। কেবল ৪০+৪০=৮০ জন ঈমানদার নারী ও পুরুষ আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর কিশতীতে ঠাঁই পায়। বর্তমান পৃথিবীর সকল মানুষ তাদেরই উত্তরসুরী। প্লাবনের পর ইরাকের 'মূছেল' নামক স্থানে তারা বসতি স্থাপন করেন।

(২) **কওমে 'আদ :** এরা ছিল নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ এবং নূহ-পুত্র সামের বংশধর। জর্ডন থেকে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত এদের বসবাস ছিল। এরা ছিল বিশালদেহী ও দারুন শক্তিশালী ও দুর্ধষ জাতি। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অবশেষে উদ্ধত ও হঠকারী হয়ে যায় এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের কাছে তাদের মধ্য হ'তে হূদ-কে নবী করে পাঠানো হয়। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন ও শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখান। তাতে তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলে, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟ 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে'? *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। শিরক ছাড়াও তাদের মধ্যে প্রধান তিনটি পাপের কথা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।- (১) তারা অযথা উঁচু স্থান সমূহে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শন সমূহ নির্মাণ করত *(শো'আরা ২৬/১২৮)*। যা স্রেফ অপচয় ব্যতীত কিছুই ছিল না। (২) তারা অহেতুক মযবূত প্রাসাদ সমূহ তৈরী করত আর ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে *(ঐ, ১২৯)*। (৩) তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন করত *(ঐ, ১৩০)*।

গযবের বিবরণ : পরপর তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। ফলে তাদের বাগ-বাগিচা ও ফসলাদি সব জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে যায়। অবশেষে তারা আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। ফলে মেঘ আসে। কিন্তু তা ছিল গযবের কালো মেঘ। হঠাৎ বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে ও প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। শক্তিশালী ঐসব অহংকারী মানুষগুলিকে ঝড়ে উপরে উঠিয়ে সজোরে মাটিতে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলা হয়। এইভাবে আট দিন ও সাত রাত্রি ব্যাপী ধ্বংসলীলা চালিয়ে *(ক্বামার ৫৪/২০; হা-ক্বাহ ৬৯/৬-৮)* শক্তিশালী 'আদ জাতিকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়।

(৩) **কওমে ছামূদ :** 'আদ জাতির ধ্বংসের অন্যূন পাঁচশত বছর পরে তাদেরই অন্যতম শাখা ছামূদ জাতির উপর গযব নেমে আসে। এদের প্রধান শহরের নাম ছিল হিজ্র, যা শাম বা সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এরাও 'আদ জাতির ন্যায় শক্তিশালী ছিল ও বৈষয়িক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। পার্থিব বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের অহংকারে মত্ত হয়ে তারা 'আদ জাতির মত আচরণ শুরু করে দেয়। শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। পথভ্রষ্ট এই জাতিকে হেদায়াতের জন্য তাদের ভাই ছালেহ (আঃ)-কে তাদের কাছে নবী করে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তার প্রতি উদ্ধত আচরণ করে। তারা আল্লাহ প্রেরিত উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্র গযবকে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা তাদের নবী ছালেহ (আঃ)-কে রাতের বেলা সপরিবারে হত্যার চক্রান্ত করে এবং এ ব্যাপারে নয়টি দলের নয়জন নেতা নেতৃত্ব দেয় *(নমল ২৭/৪৮-৪৯)*। অবশেষে নবী তার ঈমানদার সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্র হুকুমে এলাকা ত্যাগ করেন এবং যথারীতি গযব নেমে আসে।

গযবের বিবরণ : আল্লাহ বলেন, 'আমরা তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা শুকনো খড়কুটোর মত হয়ে গেল' *(ক্বামার ৫৪/৩১)*। 'ভীষণ একটি ভূমিকম্পে এবং বিকট এক গর্জনে সবাই যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হ'ল *(আ'রাফ ৭/৭৮)* এবং এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল যেন তারা কোনদিন সেখানে বসবাস করেনি' *(হূদ ১১/৬৭-৬৮)*। মূলতঃ উদ্ধত ও পথভ্রষ্ট নয় জন নেতার কারণেই এই কওম আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়।

(৪) **কওমে লূত্ব :** চাচা ইবরাহীমের সাথে লূত্ব জন্মভূমি ইরাকের বাবেল শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে চলে আসেন। অতঃপর সেখান থেকে অনতিদূরে জর্ডন ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলের অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক লূত্ব (আঃ)-কে সেখানে নবী করে পাঠান। সাদূম সহ সেখানে সমৃদ্ধ পাঁচটি শহর ছিল। কুরআনে এগুলিকে একত্রে 'মু'তাফিকাত' বা উল্টানো জনপদসমূহ বলে অভিহিত করা হয়েছে *(তওবাহ ৯/৭০; হাক্বক্বাহ ৬৯/৯)*। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উঠে এরা আল্লাহকে ভুলে যায় এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। রাহাজানি সহ নানাবিধ দুষ্কর্ম এদের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। এমনকি এরা প্রকাশ্য মজলিসে পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে লিপ্ত হয়। যা ইতিপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। লূত্ব (আঃ) তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তারা আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়।

গযবের বিবরণ : আল্লাহ্র হুকুমে লূত্ব (আঃ) স্বীয় ঈমানদার সাথীদের নিয়ে কিছু রাত থাকতেই গৃহত্যাগ করেন। অতঃপর ছুবহে ছাদিকের সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে গযব কার্যকর হয়। যা তাদের শহরগুলিকে সোজা উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে কংকর-প্রস্তর বর্ষণ করলাম'।

'যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংস স্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়' *(হূদ ১১/৮২-৮৩)*।

উক্ত ধ্বংস স্থলটি বাহরে মাইয়েত বা বাহরে লূত্ব অর্থাৎ মৃত সাগর বা লূত্ব সাগর নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডন নদীর মধ্যবর্তী বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। সর্বশেষ হিসাব মতে যার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিঃমিঃ (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃমিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় সিকি মাইল)। বর্তমানে এইড্স আক্রান্ত বিশ্বের নাফরমান রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা ও বিলাসী ধনিক শ্রেণী এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কী?

(৫) **আহলে মাদইয়ান :** মাদইয়ান হ'ল লূত্ব সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর মো'আন-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। শিরক ও কুফরী ছাড়াও এখানকার অধিবাসীরা ওযন ও মাপে কম দিত। রাহাজানি ও লুটপাট করত। তারা অন্যায়ভাবে জনগণের মাল ভক্ষণ করত। কওমে লূত্ব-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে হযরত শো'আয়েব (আঃ) এদের প্রতি প্রেরিত হন। পরে ইনি হযরত মূসার শ্বশুর হন। শু'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের জবাবে কওমের নেতারা বলল, 'আপনার ছালাত কি আপনাকে একথা শিখায় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যেসবের পূজা করে আসছে আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই? আর আমাদের ধন-সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? *(হূদ ১১/৮৭)*।

এভাবে তারা ইবাদাত ও মু'আমালাতকে পরস্পরের প্রভাবমুক্ত ভেবেছিল। আর এজন্য তারা আর্থিক বিষয়ে হালাল-হারামের বিধান মানতে রাযী ছিল না। তারা তাদের যিদ ও হঠকারিতায় অনড় রইল এবং আল্লাহ্র গযব প্রত্যক্ষ করার হুমকি দিল। অবশেষে তাদের উপর গযব ত্বরান্বিত হ'ল।

গযবের বিবরণ : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপর প্রথম সাতদিন প্রচণ্ড গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে তিষ্টাতে না পেরে তারা জঙ্গলের দিকে যায়। আল্লাহ সেখানে একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। লোকেরা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সেখানে গিয়ে জমা হয়। অতঃপর হঠাৎ আকাশ থেকে ভীষণ নিনাদ আসে এবং নীচের দিকে ভূমিকম্প শুরু হয়। ওদিকে মেঘমালা থেকে শুরু হয় অগ্নিবৃষ্টি। অতঃপর আল্লাহদ্রোহীরা সব একত্রে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আমাদের আদেশ এসে গেল, তখন আমরা শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করি। আর বিকট নিনাদ এসে যালেমদের পাকড়াও করল। অতঃপর তারা তাদের জনপদে উপুড় হয়ে পড়ে রইল'। 'যেন তারা সেখানে কখনোই ইতিপূর্বে বসবাস করেনি...' *(হূদ ১১/৯৪-৯৫)*।

(৬) **কওমে ফেরাঊন :** ফেরাঊন ছিল তৎকালীন মিসরের রাজাদের উপাধি। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অনেক পরে এরা ক্ষমতায় আসে এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়। ইউসুফ-এর সময় কেন'আন থেকে মিসরে হিজরতকারী সম্মানিত বনু ইস্রাঈলগণকে এরা সেবক ও দাস শ্রেণীতে পরিণত করে। ফেরাঊন সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্বিবতীদের হাতে রেখে সংখ্যালঘিষ্ঠ বনু ইসরাঈলদের উপর যুলুমের চূড়ান্ত করে। মযলূম স্বজাতি বনু ইস্রাঈলদের উদ্ধার এবং ফেরাঊন ও তার কওমের হেদায়াতের জন্য মূসাকে আল্লাহ সেখানে নবী করে পাঠান। ফেরাঊন ও তার উদ্ধত মন্ত্রীরা মূসা ও হারূণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী মূসা বিশ বছর মিসরে অতিবাহিত করেন এবং মিসরবাসীকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু ফেরাঊনের ঔদ্ধত্য ও অহংকারে কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটায় তার কওমের উপর নানাবিধ এলাহী গযব একে একে আসতে থাকে। যেমন, (১) দুর্ভিক্ষ (২) প্লাবণ (৩) পঙ্গপাল (৪) উকুন (৫) ব্যাঙ (৬) রক্ত (৭) প্লেগ মহামারি ইত্যাদি। প্রতিটি গযব আসার পরে ফেরাঊনের লোকজন মূসার কাছে গিয়ে ক্ষমা চায় ও দো'আ করতে বলে। পরে গযব উঠে গেলে দু'এক বছরের মধ্যে আবার অবাধ্যতা শুরু করে। ফলে আবার গযব আসে। ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীরা গযব সমূহকে মূসার জাদু কিংবা স্রেফ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মনে করত। তাই এগুলোকে তারা কোনরূপ তোয়াক্কা করত না। ফলে তাদের যুলুম অব্যাহত থাকে। অবশেষে নেমে আসে চূড়ান্ত শাস্তি এবং ফেরাঊন ও তার সৈন্যদল একসাথে সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত বিগত যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়টি জাতির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি মৌলিক পাপ ছিল শিরক ও কুফরী। আরেকটি ছিল প্রাচুর্য ও হঠকারিতা। বাকী পাপগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দো'আ অনুযায়ী তাঁর উম্মত একসাথে আল্লাহ্র গযবে ডুবে ধ্বংস হবে না বা একসাথে সবাই দুর্ভিক্ষে মরবে না।[১৩৭] তাঁর আগমনের পর ইসলাম কবুল করুক বা না করুক

১৩৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৫১ 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৫৪; আহমাদ হা/১৫৭৪।*

পৃথিবীর সকল মানুষ, জিন ও সৃষ্টিজগত তাঁর উম্মত।[১৩৮] অতএব তাঁর দো'আর বরকতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ এইরূপ ব্যাপক গযব থেকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গযব আসবে। যাতে অন্যেরা হুঁশিয়ার হয় এবং আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে। যদিও শাসক শ্রেণীর অধিকাংশ ফেরাঊনী চরিত্রের অধিকারী হয়। আর সেকারণে বিশ্বে একটার পর একটা এলাহী গযব আসতেই থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে যালেম শক্তিগুলির রাষ্ট্রীয় যুলুম সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্র গযবও চারিদিকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এক্ষণে আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এলাহী গযবসমূহ নাযিলের প্রধান প্রধান কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করব। যাতে মানুষ সেগুলো থেকে বিরত হয়।-

গযব নাযিলের প্রধান কারণ সমূহ

১. শিরক ও কুফরী :

এটিই হ'ল প্রধানতম কারণ। পৃথিবীর শাসক কুল এখন জনগণের নামে নিজেদেরকে সার্বভৌমত্বের মালিক বলে দাবী করছে এবং শাসন, বিচার ও আইন বিভাগের সর্বত্র আল্লাহ্র মালিকানায় নিজেদেরকে শরীক বানাচ্ছে। এভাবে তারা স্বাধীন মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে। নিজেদের মনগড়া আইনের মাধ্যমে তারা আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করছে। বস্তুতঃ 'আল্লাহ মানুষের সব গুনাহ মাফ করেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। এমনকি 'আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। প্রধানতঃ এইসব দুষ্টমতি রাষ্ট্র নেতাদের কারণেই পৃথিবীতে সর্বব্যাপী গযব ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. বিদ'আত সৃষ্টি করা :

ইহুদী-নাছারা আলেম ও দরবেশগণ তাদের ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি করার কারণেই আল্লাহ্র নিকটে 'অভিশপ্ত' ও 'পথভ্রষ্ট' বলে অভিহিত হয়েছে।[১৩৯] এমনকি এদের একটি দল আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞাকে হীলা-বাহানা করে সিদ্ধ করায় আল্লাহ্র হুকুমে তারা বানর-শূকরে পরিণত হয় *(বাক্বারাহ ২/৬৫)*। আরেকটি দল সংসার ত্যাগের ('রাহবানিয়াত') বিদ'আত সৃষ্টি করে *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। যা আজও তাদের মধ্যে আছে। যেকারণ তাদের পোপ-পাদ্রীরা চিরকুমার থাকেন। তাদের ন্যায় মুসলিম ধর্মনেতাদের অনেকে ইসলামকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়েছেন। তারা নিজেদের বানোয়াট ধর্মীয় প্রথাসমূহ সমাজে চালু করেছেন এবং 'বিদ'আতে হাসানাহ' নাম দিয়ে হীলা-বাহানা করে চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মের নামে হঠকারি এইসব লোকগুলির উপরে আল্লাহ দারুন নাখোশ হন এবং এদের তওবার দরজা বন্ধ করে দেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ احْتَجَرَ التوبةَ عن صاحبِ كلِّ بدعةٍ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা রোধ করে থাকেন'।[১৪০] এজন্যেই দেখা যায়, চোর-গুণ্ডারা তওবা করলেও কোন বিদ'আতী তওবা করে না। কারণ সে ধারণা করে যে, সে নেকীর কাজ করছে। বস্তুতঃ এদের কারণেই দুনিয়াতে আল্লাহ্র গযব দ্রুত নেমে আসে।

৩. ফাসেক রাষ্ট্রনেতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তোমরা ক্বিয়ামতের অপেক্ষায় থাক' *(বুখারী)*। তিনি বলেন, আল্লাহ যাদেরকে জনগণের উপরে নেতৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর সে তাদের কল্যাণে যত্নবান হয় না, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খেয়ানতকারী নেতার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দেন *(বুখারী, মুসলিম)*। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'ল প্রজাসাধারণের উপর যুলুমকারী শাসক'।[১৪১] বস্তুতঃ রাষ্ট্রনেতাদের যুলুমের কারণেই সারা পৃথিবী আজ আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছে। যদিও তারা ফেরাঊনের মত মুখে সর্বদা জনগণকে বলে যে, 'আমরা কেবলই তোমাদেরকে মঙ্গলের পথ দেখাই' *(গাফের/মুমিন ৪০/২৯)*।

৪. বিলাসী ধনিক শ্রেণী :

আল্লাহ বলেন, 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিলাসী ধনিক শ্রেণীকে প্ররোচিত করি। ফলে তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনপদের উপর আমাদের আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৬)*। অর্থাৎ ধনিক শ্রেণীর অধঃপতন সমাজের অধঃপতন ডেকে আনে।

৫. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার পরে তোমরা বহু শাসককে দেখবে তারা অপসন্দনীয় কাজ করবে। এমতাবস্থায় তোমরা তাদের হক বুঝে দিয়ো এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নিয়ো *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এমতাবস্থায় তোমরা ধৈর্য ধারণ কর *(বুখারী, মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে তাদের অন্যায় কাজকে ইনকার করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। যে তাদের কাজকে

---

১৩৮. *সাবা ৩৪/২৮; মুক্বাদ্দামা দারেমী হা/৪৬; বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৭-৪৮ 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

১৩৯. *তিরমিযী, আহমাদ, সনদ হাসান, কুরতুবী হা/২৪০।*

১৪০. *ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬২০।*

১৪১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬-৮৮; 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*

অপসন্দ করবে, সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে খুশী হবে ও তার অনুসারী হবে, ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাদের অন্যায় কাজকে তুমি অপসন্দ করো। কিন্তু আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না'।[১৪২]

বস্তুতঃ বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ রাষ্ট্র একেকটি অগ্নিগর্ভ জনপদে পরিণত হয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা বিষময় ফল হিসাবে এইসব দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাকেই বড় বীরত্ব মনে করে। ফলে আনুগত্যের বরকত সমাজ থেকে উঠে যায়। এতে সমাজে কেবল বিশৃংখলাই অবশিষ্ট থাকে। যাতে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন ও গযব ত্বরান্বিত হয়।

৬. সূদ ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা :

'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তিনি বলেন, সূদকে আল্লাহ সংকুচিত করেন ও ছাদাক্বাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন *(ঐ, ২৭৬)*। অর্থাৎ সূদী মাল-সম্পদকে আল্লাহ ধ্বংস করেন ও তাতে বরকত নষ্ট করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের অর্থ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার পরিনাম হ'ল নিঃস্বতা'।[১৪৩] বর্তমানে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদের বিশ্বমন্দা এর বাস্তব প্রমাণ নয় কি? আল্লাহ বলেন, 'যারা সোনা-রূপা জমা করে ও তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে তুমি মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ দাও'। 'যেদিন জাহান্নামের আগুনে তাদের মালসমূহ উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দিয়ে তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে ও বলা হবে- এগুলো তাই যা তোমরা (দুনিয়াতে) নিজেদের জন্য সঞ্চয় করেছিলে। এক্ষণে তোমরা তোমাদের সঞ্চয়কৃত মালের স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবাহ ৯/৩৪-৩৫)*।

বস্তুতঃ লাগামহীন ব্যক্তি মালিকানার ফলে সমাজের কিছু লোকের হাতে সম্পদ স্তূপীকৃত হয় ও বাকীরা নিঃস্ব হয়। যাকে বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বলা হয়। তার বিপরীতে ব্যক্তি মালিকানাহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ফলে রাষ্ট্রের কাছে সকল সম্পদ জমা হয় ও পুরা সমাজ নিঃস্ব হয়। যাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বলা হয়। দু'টিই মানুষের স্বভাববিরোধী ও চরমপন্থী অর্থনীতি হওয়ায় বিশ্ববাসী কোনটাই মেনে নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম সমাজে অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার কায়েম করতে চায়। আর তা হ'ল মানুষের নিজস্ব মেধা, সততা ও যোগ্যতার তারতম্যের কারণে অর্থনীতিতেও স্তরভেদ থাকবে। সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তা লাগামহীন হবে না। ইসলামের বিধান দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে। এর ফলে সমাজের সর্বত্র অর্থের প্রবাহ থাকবে। দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচল করবে। ওমরের সময় মাত্র ১০ বছরে আরব ভূখণ্ড থেকে দারিদ্র্য বিদায় নিয়েছিল এই অর্থনীতির বরকতে। আজও তা সম্ভব। কিন্তু তা না থাকায় এবং আল্লাহ্র বিধান পরিত্যক্ত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী আল্লাহ্র গযব একটার পর একটা ক্রমাগত ভাবে নাযিল হচ্ছে।

৭. অন্যায় বিচার ব্যবস্থা :

আল্লাহ বলেন, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ 'যুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত, হে জ্ঞানীগণ!' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى،

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে পাপী না করে এ ব্যাপারে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই আল্লাহ ভীরুতার নিকটবর্তী ... *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

বস্তুতঃ নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা, দলীয় আনুগত্য ও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। অথচ বিচারককে যাবতীয় অনুরাগ ও বিরাগের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়। যা একমাত্র আল্লাহভীতি ব্যতীত সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ মানবীয় আইনে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। যা অনেক সময় সমাজে অপরাধ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অথচ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধান সমূহ পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্র গযব সমূহ ত্বরান্বিত হয়েছে।

৮. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বন্ধ হওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায়ের নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তোমাদের উপর নিজের পক্ষ হ'তে আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে মুক্তির জন্য দো'আ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না'।[১৪৪] তিনি বলেন, মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখবে, অথচ তা প্রতিরোধের চেষ্টা

১৪২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৮, ৭০-৭২, 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়।*
১৪৩. *ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮২৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ।*
১৪৪. *তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫১৪০।*

করবে না, সত্বর তাদের উপর ব্যাপকভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেমে আসবে'।[১৪৫]

বস্তুতঃ মুসলমানের উত্থান ঘটানো হয়েছে উক্ত কাজের জন্য এবং এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি (خير امة) বলেছেন *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। কিন্তু মুসলমান আজকাল তাদের এ দায়িত্ব যেন ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্র গযব ব্যাপকতা লাভ করছে।

৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রাহেম' (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা) 'রহমান' হ'তে নিঃসৃত *(বুখারী)*। 'উহা আল্লাহ্র আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে মিলাবে, আল্লাহও তাকে নিজের সাথে মিলাবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। তিনি বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১৪৬] তিনি বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আল্লাহ, আমি রহমান। রেহেমকে আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে আমার নাম হ'তে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত করবে, আমি তার সাথে আমার রহমতের সম্পর্ক যুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব' *(আবুদাঊদ)*। তিনি বলেন, বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, দ্রুত আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকটবর্তী হ'লেন মা, অতঃপর পিতা, অতঃপর তুলনামূলকভাবে অন্যেরা *(তিরমিযী, আবুদাঊদ)*। তিনি বলেন, পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, হাকেম)*।

দুর্ভাগ্য, বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা আজকাল আমাদের পারিবারিক জীবনকে ভঙ্গুর করে ফেলেছে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক এখন স্বার্থদুষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজে দ্রুত আল্লাহ্র ক্রোধ নেমে এসেছে।

১০. বিভিন্ন বদ স্বভাবের কারণে আল্লাহ্র গযব নেমে আসা:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যখন কোন সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে, তখন সেখানে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। যেমন (১) যেনা-ব্যভিচার ও বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেলে সেখানে মহামারি ও মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায় (২) মাপ ও ওযনে কম দিলে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সে সমাজে কঠিন দারিদ্র্য ও সরকারি যুলুম ব্যাপক হয় (৩) যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে আসমান থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। পশু-পক্ষী না থাকলে মোটেই বৃষ্টিপাত হতো না (৪) যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাদের উপর তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যায় (৫) যখন নেতারা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসন করে না এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান সমূহ গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পরে লড়াই লাগিয়ে দেন'।[১৪৭] (৬) 'যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে খিয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ব্যাপক হয়, আল্লাহ তখন তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢেলে দেন'।[১৪৮]

১১. পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের প্রধান আলামত সমূহ নিম্নরূপ:

(১) ইল্ম উঠে যাবে (২) মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে (৩) যেনা-ব্যভিচার বেড়ে যাবে (৪) নামে ও বেনামীতে মদ্যপান ব্যাপক হবে (৫) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ অভিভাবক হবে (যুদ্ধ-বিগ্রহে পুরুষের ব্যাপক হারে নিহত হওয়ার কারণে স্বামীহারা, পিতৃহারা, পুত্রহারা, মা-বোন, খালা-ফুফু, দাদী-নানী প্রমুখ মহিলারা এভাবে জমা হবেন)।[১৪৯] (৬) আমানত ধ্বংস হবে (৭) সর্বত্র অযোগ্য ব্যক্তির হাতে নেতৃত্ব (ও দায়িত্ব) অর্পণ করা হবে *(বুখারী)*। (৮) ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না' *(মুসলিম)*। 'পৃথিবী তার গর্ভস্থ সকল খনিজ সম্পদ উগরে দেবে এবং মালামালের সয়লাব বয়ে যাবে, তখন টাকার জন্য মানুষ খুনকারী এবং চোর ও আত্মীয়তা ছিন্নকারী লোকেরা এসে দুঃখ করে বলবে, হায় এই টাকার জন্য আমরা এত অন্যায় করেছি? অতঃপর তারা ঐ মাল-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যাবে' *(মুসলিম)*। (৯) দুনিয়ায় ফিৎনা-ফাসাদ ও বিপদ-মুছীবত এত বৃদ্ধি পাবে যে, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে কবরে গড়াগড়ি দিয়ে বলবে, হায়! এই স্থানে যদি আমি হ'তাম! *(মুসলিম)*। (১০) আরব ভূমি চারণভূমি ও নদ-নদীতে পরিবর্তিত হবে। মদীনার ইমারত সমূহ শহরের সীমানা পেরিয়ে যাবে (যার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে)। (১১) ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তলদেশ হ'তে স্বর্ণের পাহাড় বেড়িয়ে আসবে (অর্থাৎ আরব ভূমির তলদেশ থেকে পেট্রোল ইত্যাদি তরল সোনা বের হবে। যা ইতিমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে)। অতঃপর তা ভোগ করার জন্য লোকেরা খুনাখুনি করবে। যাতে শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে (অর্থাৎ অগণিত মানুষ হতাহত

---

১৪৫. *ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪২।*

১৪৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২০-২২; হা/৪৯৩০, ৩২, ২৯, ২৭ 'সৎকাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।*

১৪৭. *হাকেম; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১০৬-১০৭।*

১৪৮. *মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ।*

১৪৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭ 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ।*

হবে)। প্রত্যেকে ভাববে আমি বেঁচে যাব (ও সকল সম্পদ একাই ভোগ করব। বর্তমানে আমেরিকা ইরাকে সে কাজই করে যাচ্ছে।[১৫০]

এতদ্ব্যতীত তিরমিযী বর্ণিত হাদীছে ১৫টি মন্দ স্বভাবের কথা এসেছে, যার কারণে আল্লাহ্র গযব সমূহ একটার পর একটা আসতে থাকবে সূতা ছেঁড়া তাসবীহ দানার ন্যায়। তবে হাদীছটি যঈফ।[১৫১] অবশ্য উপরে বর্ণিত ছহীহ হাদীছগুলিতে উক্ত ১৫টি স্বভাবের প্রায় সবগুলি সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে এসে গেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীছগুলি এসেছে বিশ্বনবীর যবান থেকে বিশ্ব সমাজকে লক্ষ্য করে। কেবল মুসলিমদের জন্য বা মুসলিম এলাকার জন্য নয়। বিশ্বের যে প্রান্তে যারাই উক্ত পাপ সমূহ করবে, তাদেরকেই আল্লাহ্র গযবের শিকার হ'তে হবে। গযবের ধরনের পরিবর্তন হবে, যখন যেটা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রতলের ভূমিকম্প (সুনামি), লণ্ডনে ম্যাগকাউ, আমেরিকার হ্যারিকেন কাটরিনা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল, মেক্সিকোর ভূমিকম্প, অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, চীনের খনি ধ্বস ও দাবানল, বাংলাদেশে সিডর ও আইলা, বার্মায় নার্গিস, বিশ্বব্যাপী এইড্স মহামারি, সাম্প্রতিক বার্ড ফ্লু ও সোয়াইন ফ্লু, ভূগর্ভের পানিতে আর্সেনিক দূষণ, আকাশে বায়ু দূষণ, নদীতে পানি দূষণ, আরব ভূমিতে বালু দূষণ, ফসলে বরকত নষ্ট হওয়া, মাছ-মাংস ও শস্য-ফলাদির স্বাদ ও ফলন কমে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ গযব, যেসবের ধরণ পৃথক হ'লেও কারণ একটাই। আর তা হ'ল মানুষের কৃতকর্ম। যে বিষয়ে আল্লাহ পূর্বেই বান্দাকে সাবধান করে দিয়েছেন। যদি বান্দা অন্যায় করতেই থাকে, তাহ'লে গযব আসতেই থাকবে। গুটিকয়েক দুষ্ট মানুষের অপকর্মের জন্য সারা বিশ্বের মানুষ গযবে পতিত হচ্ছে। অতএব সচেতন মানুষের উচিত দুষ্টদের রুখে দাঁড়ানো। নইলে আল্লাহ্র সৃষ্ট সুন্দর ধরণী মানুষের হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

করণীয় :

(১) ছবর করা : কোন জনপদে আল্লাহ্র গযব নাযিল হ'লে প্রথম কর্তব্য হ'ল ছবর করা এবং এটাকে আল্লাহ্র পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـــا إِلَيْهِ رَاجِعونَ– 'তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীল বান্দাদের'। 'যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর নিকটে ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

১৫০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭-৪০; ৫৪৪৪-৪৫।*
১৫১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫০ 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

(২) বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা: আল্লাহ বলেন, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ 'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/২)*।

(৩) স্ব স্ব পাপকর্ম থেকে তওবা করা: যেমন আল্লাহ বলেন, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'আর তোমরা সকলে (তওবা করে) ফিরে এসো আল্লাহ্র দিকে হে বিশ্বাসীগণ! যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(নূর ২৪/৩১)*। তিনি বলেন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ–

'(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। এই সময় যাবতীয় পাপচিন্তা থেকেও তওবা করা উচিত। কেননা আল্লাহ গোপন পাপচিন্তারও হিসাব নিবেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৪)*। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মুমিন বান্দাকে ডেকে তার গোপন পাপগুলি সব একে একে স্মরণ করিয়ে দিবেন। কিন্তু তা সকলের সামনে প্রকাশ করবেন না। তাকে মাফ করে দিবেন।[১৫২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন বান্দা যদি কোন পাপ করার সংকল্প করে এবং তা বাস্তবে করে, তাহ'লে তার একটি পাপ হয়। কিন্তু যদি সেটা বাস্তবায়ন না করে, তাহ'লে আল্লাহ নিজের কাছে তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লেখেন'।[১৫৩]

(৪) বিপদগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের সেবায় এগিয়ে যাওয়া:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[১৫৪] তিনি বলেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের উপরে রহম করে না'।[১৫৫] তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করে দিবেন'।[১৫৬] তিনি বলেন, তোমরা যমীনবাসীর উপর রহম কর, আসমান বাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর রহম করবেন'।[১৫৭] আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর ক্রোধ থেকে রক্ষা করুন।- আমীন!!

১৫২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫১ 'হিসাব, ক্বিছাছ ও মীযান' অনুচ্ছেদ।*
১৫৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫।*
১৫৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়।*
১৫৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৭।*
১৫৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫৮।*
১৫৭. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯।*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১০ম কিস্তি)

কারাগারের জীবনঃ

বালাখানা থেকে জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক করুণ অভিজ্ঞতা শুরু হ'ল ইউসুফের জীবনে। মনোকষ্ট ও দৈহিক কষ্ট, সাথে সাথে স্নেহান্ধ ফুফু ও সন্তানহারা পাগলপরা বৃদ্ধ পিতাকে কেন'আনে ফেলে আসার মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে ইউসুফের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কেন'আনে ভাইয়েরা শত্রু, মিসরে যুলায়খা শত্রু। নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই। অতএব জেলখানাকেই আপাতত: জীবনসাথী করে নিলেন এবং নিজেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করে কয়েদী সাথীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইউসুফকে আল্লাহ স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন *(ইউসুফ ১২/৬)*। দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও তাঁর জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়।

জেলখানার সাথীদের নিকটে ইউসুফের দাওয়াত:

ইউসুফ কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্য পান করাতো এবং অপরজন বাদশাহ্র বাবুর্চি ছিল। ইবনু কাছীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লেখেন যে, তারা উভয়েই বাদশাহ্র খাদ্যে বিষ মিশানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে আসে। তখনও মামলার তদন্ত চলছিল এবং চূড়ান্ত রায় বাকী ছিল। তারা জেলে এসে ইউসুফের সততা, বিশ্বস্ততা, ইবাদতগুযারী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়।

বন্ধুত্বের এই সুযোগকে ইউসুফ তাওহীদের দাওয়াতে কাজে লাগান। তাতে প্রতীতি জন্মে যে, সম্ভবতঃ কারাগারেই ইউসুফকে 'নবুঅত' দান করা হয়। ইউসুফের কারা সঙ্গীদ্বয় এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ আল্লাহ দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيْلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ- قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ-

'ইউসুফের সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি। আর তা থেকে পাখি খেয়ে নিচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। কেননা আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল গণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি' *(৩৬)*। 'ইউসুফ বলল, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দান করা হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন। আমি ঐসব লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে' *(৩৭)*। 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না' *(ইউসুফ ১২/৩৬-৩৮)*।

অতঃপর তিনি সাথীদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বলেন,

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? 'তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৩৯-৪০)*। এভাবে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি স্বীয় কারা সঙ্গীদ্বয়ের প্রশ্নের জওয়াব দিতে শুরু করলেন।-

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ- وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ-

'হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি (ঘিলু) আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে'। 'অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে (অর্থাৎ বাদশাহ্র কাছে) আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে আমাকে মুক্তি দেয়)। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে তিনের অধিক বছর কারাগারে থাকতে হ'ল' *(ইউসুফ ১২/৪১-৪২)*।

ইউসুফের দাওয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

(১) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আবশ্যক। যাতে শ্রোতার মনে কোনরূপ দ্বৈত চিন্তা ঘর না করে। ইউসুফ তাঁর দাওয়াতের শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না' *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(২) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের অভিজাত বংশের পরিচয় তুলে ধরা মোটেই অসমীচীন নয়। এতে শ্রোতার মনে দাওয়াতের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইউসুফ (আঃ) সেকারণ নিজের নবী বংশের পরিচয় শুরুতেই তুলে ধরেছেন' *(ইউসুফ ১২/৩৮)*।

(৩) শ্রোতার সম্মুখে নিজের কোন বাস্তব কৃতিত্ব তুলে ধরাও আবশ্যক হয়। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে নিজের আরেকটি মু'জেযার কথা বর্ণনা করেন যে, কয়েদীদের খানা আসার আগেই আমি তার প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও আসার সঠিক সময় বলে দিতে পারি *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(৪) নিজেকে কোনরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তা বলে পেশ করা যাবে না। সেকারণ ইউসুফ সাথে সাথে বলে দিয়েছিলেন যে, ' এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন' *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(৫) প্রশ্নের জওয়াব দানের পূর্বে প্রশ্নকারীর মন-মানসিকতাকে আল্লাহমুখী করে নেওয়া আবশ্যক। সেকারণ ইউসুফ তাঁর মুশরিক কারাসঙ্গীদের জওয়াব দানের পূর্বে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন *(১২/৩৯)*।

(৬) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতার মস্তিষ্ক যাচাই করে দাওয়াত দেওয়া একটি উত্তম পদ্ধতি। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী একক উপাস্য ভাল'? *(ইউসুফ ১২/৩৯)*।

(৭) শিরকের অসারতা হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে মুশরিককে প্রথমেই লা-জওয়াব করে দেওয়া আবশ্যক। সেকারণ ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কিছু নামের পূজা কর মাত্র। এদের পূজা করার জন্য আল্লাহ কোন আদেশ প্রেরণ করেননি' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(৮) তাওহীদের মূল কথা সংক্ষেপে বা এক কথায় পেশ করা আবশ্যক, যাতে শ্রোতার মগয সহজে সেটা ধারণ করতে পারে। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) সোজাসুজি এক কথায় বলে দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কারু কোন বিধান নেই... এবং এটাই সরল পথ' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(৯) বিপদ হ'তে মুক্তি কামনা করা ও সেজন্য চেষ্টা করা আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছেন এবং নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যে কারাগারে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হচ্ছে, সে বিষয়টি বাদশাহ্র কাছে তুলে ধরার জন্য মুক্তিকামী কারা সাথীকে বলে দিলেন *(ইউসুফ ১২/৪২)*।

(১০) বান্দা চেষ্টা করার মালিক। কিন্তু অবশেষে তাক্বদীর জয়লাভ করে। সেকারণ ইউসুফের মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বন্ধু বাদশাহ্র কাছে তার কথা বলতে ভুলে গেল এবং কয়েক বছর তাকে কয়েদখানায় থাকতে হ'ল। কুরআনে بضع سنين শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে *(ইউসুফ ১২/৪২)*। যা দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানো হয়। তাফসীরবিদগণ তাঁর কারাজীবনের মেয়াদ সাত বছর বলেছেন। এভাবে অবশেষে তাক্বদীর বিজয়ী হ'ল।

বাদশাহ্র স্বপ্ন ও কারাগার থেকে ইউসুফের ব্যাখ্যা দানঃ

মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং এটিই ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ইউসুফের কারামুক্তির অসীলা। অতঃপর বাদশাহ তার সভাসদগণকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কেউ জবাব দিতে পারল না। অবশেষে তারা বাদশাহকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, এগুলি 'কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন' (أضغاث أحلام) মাত্র। এগুলির কোন বাস্তবতা নেই। কিন্তু বাদশাহ তাতে স্বস্তি পান না। এমন সময় কারামুক্ত সেই খাদেম বাদশাহ্র কাছে তার কারাসঙ্গী ও বন্ধু ইউসুফের কথা বলল। তখন বাদশাহ

ইউসুফের কাছে স্বপ্ন ব্যাখ্যা জানার জন্য উক্ত খাদেমকে কারাগারে পাঠালেন। সে স্বপ্নব্যাখ্যা শুনে এসে বাদশাহকে সব বৃত্তান্ত বলল। উক্ত বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ- قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ-

'বাদশাহ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে সভাসদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক'। 'তারা বলল, এটি কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন মাত্র। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই' *(ইউসুফ ১২/৪৩-৪৪)*।

'তখন দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হ'ল এবং বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব, আপনারা আমাকে (জেলখানায়) পাঠিয়ে দিন'। 'অতঃপর সে জেলখানায় পৌঁছে বলল, ইউসুফ হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! (বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছেন যে,) সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলি শুষ্ক। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তা জানাতে পারি' *(ইউসুফ ১২/৪৫-৪৬)*। জবাবে ইউসুফ বলল,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ-

'তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকী ফসল শিষ সমেত রেখে দিবে' *(৪৭)*। 'এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তখন তোমরা খাবে ইতিপূর্বে যা রেখে দিয়েছিলে, তবে কিছু পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা (বীজ বা সঞ্চয় হিসাবে) তুলে রাখবে' *(৪৮)*। 'এরপরে আসবে এক বছর, যাতে লোকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন তারা (আঙ্গুরের) রস নিঙড়াবে (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ফসল হবে)' *(ইউসুফ ১২/৪৭-৪৯)*।

ঐ খাদেমটি ফিরে এসে স্বপ্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করলে বাদশাহ তাকে বললেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ-

'তুমি পুনরায় কারাগারে ফিরে যাও এবং তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এস। অতঃপর যখন বাদশাহ্র দূত তার কাছে পৌঁছলো, তখন ইউসুফ তাকে বলল, তুমি তোমার মনিবের (অর্থাৎ বাদশাহ্র) কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, নগরীর সেই মহিলাদের খবর কি? যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন' *(ইউসুফ ১২/৫০)*।

বাদশাহ্র দূতকে ফেরৎ দানের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) দীর্ঘ কারাভোগের দুঃসহ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে ইউসুফ (আঃ) নিশ্চয়ই মুক্তির জন্য উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের পক্ষ থেকে মুক্তির নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দূতকে ফেরত দিলেন। এর কারণ এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কারামুক্তির চাইতে তার উপরে আপতিত অপবাদ মুক্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইউসুফ (আঃ) সেকারণেই ঘটনার মূলে যারা ছিল, তাদের অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন।

(২) তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, জেল থেকে বের হওয়ার আগেই বাদশাহ বা গৃহস্বামী 'আযীযে মিছর' তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত কি-না সেটা জেনে নেওয়া এবং ঐ মহিলাদের মুখ দিয়ে তার নির্দোষিতার বিষয়টি প্রকাশিত হওয়া।

(৩) ইউসুফ তার বক্তব্যে 'মহিলাদের' কথা বলেছেন। আযীয পত্নী যুলায়খার কথা নির্দিষ্টভাবে বলেননি। অথচ সেই-ই ছিল ঘটনার মূল। এটার কারণ ছিল এই যে, (ক) ঐ মহিলাগণ সবাই যুলায়খার কু-প্রস্তাবের সমর্থক হওয়ায় তারা সবাই একই পর্যায়ে চলে এসেছিল (খ) তাছাড়া আরেকটি কারণ ছিল- সৌজন্যবোধ। কেননা নির্দিষ্টভাবে তার নাম নিলে আযীযের মর্যাদায় আঘাত আসত। এতদ্ব্যতীত আযীয ছিলেন ইউসুফের আশ্রয়দাতা ও লালন-পালনকারী। তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের আধিক্য ইউসুফকে আযীয-পত্নীর নাম নিতে দ্বিধান্বিত করেছে। ইউসুফ (আঃ)-এর এবম্বিধ উন্নত আচরণের মধ্যে যেকোন মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

(৪) ইউসুফ চেয়েছিলেন এ সত্য প্রমাণ করে দিতে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মন্দপ্রবণতা থাকলেও তা নেককার মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণে। যদি আমি সেই অনুগ্রহ না পেতাম, তাহ'লে হয়ত

আমিও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। অতএব আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ লাভে সদা সচেষ্ট থাকাই বান্দার সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। বস্তুতঃ এইরূপ পবিত্র হৃদয়কে কুরআনে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত হৃদয় বলা হয়েছে *(ফাজর ৮৯/২৭)*। যা অর্জন করার জন্য সকলকেই সচেষ্ট হওয়া উচিত। নবীগণ সবাই ছিলেন উক্ত প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ইউসুফ (আঃ)ও অনুরূপ পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন বাদশাহও তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হৌন।

(৫) **পবিত্রতার অহংকারঃ** বাদশাহ্র দূতকে ফিরিয়ে দেবার মধ্যে ইউসুফের হৃদয়ে পবিত্রতার যে অহংকার জন্মেছিল, তা প্রত্যেক নির্দোষ মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। ইউসুফের এই সাহসী আচরণে অভিভূত হয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الكريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريمِ بنِ الكريمِ: يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ اسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وَلَو لبِثْتُ فى السجن مالبثَ ثم جاءنى الرسولُ لأَجَبْتُ ثم قرأ (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) رواه الترمذى بسند حسن–

'নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র সম্ভ্রান্ত, তার পুত্র সম্ভ্রান্ত, তার পুত্র সম্ভ্রান্ত- (তাঁরা হ'লেন) ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক্ব, তাঁর পুত্র ইয়াকূব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ। যদি আমি অতদিন কারাগারে থাকতাম, যতদিন তিনি ছিলেন, তাহ'লে বাদশাহ্র দূত প্রথমবার আসার সাথে সাথে আমি তার প্রস্তাব কবুল করতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইউসুফ ৫০ আয়াতটি পাঠ করেন'।[১৫৮]

বাদশাহ্র দরবারে ইউসুফ (আঃ):

কারাগার থেকে পাঠানো ইউসুফের দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে বাদশাহ ঘটনার তদন্ত করলেন। আল্লাহ বলেন, বাদশাহ মহিলাদের ডেকে বলল, قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوْسُفَ عَن نَّفْسِهِ 'তোমাদের খবর কি যখন তোমরা ইউসুফকে কুকর্মে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল, حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوْءٍ 'আল্লাহ পবিত্র। আমরা তাঁর (ইউসুফ) সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না'। আযীয পত্নী বলল, الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী' *(ইউসুফ ১২/৫১)*। ইতিপূর্বে একবার শহরের মহিলাদের সম্মুখে যুলায়খা উক্ত স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ 'আমি তাকে ফুসলিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' *(ইউসুফ ১২/৩২)*।

এভাবে আযীয-পত্নী ও নগরীর মহিলারা যখন বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস। কুরআনের ভাষায়-

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ–

'বাদশাহ বলল, তাকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার নিজের জন্য একান্ত সহচর করে নেব। অতঃপর যখন বাদশাহ ইউসুফের সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আজ থেকে আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী' *(ইউসুফ ১২/৫৪)*।

ইউসুফের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ এবং সাথে সাথে বাদশাহীর ক্ষমতা লাভঃ

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসে বাদশাহ্র সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বাদশাহ যখন দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক কোথায় পাবেন বলে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছিলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) নিজেকে এজন্য পেশ করেন। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়-

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ–

'ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ১২/৫৫)*।

তাঁর এই পদ প্রার্থনা ও নিজের যোগ্যতা নিজ মুখে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য ছিল না। বরং কুফরী হুকুমতের অবিশ্বস্ত ও অনভিজ্ঞ মন্ত্রী ও আমলাদের হাত থেকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও তাদের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ততার কারণে ছিল। ইবনু কাছীর বলেন, এর মধ্যে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে আমানতদার ও যোগ্য বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন'।[১৫৯] কুরতুবী বলেন, যখন কেউ নিশ্চিতভাবে মনে

১৫৮. *তিরমিযী হা/৩৩৩২ 'তাফসীর' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ 'সূরা ইউসুফ'; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯০ সনদ হাসান।*

১৫৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৯৬।*

করবেন যে, এ ব্যাপারে তিনি ব্যতীত যোগ্য আর কেউ নেই, তখন তাকে ঐ পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ যোগ্য থাকে, তবে চেয়ে নেওয়া যাবে না। মিসরে ঐ সময় ইউসুফের চাইতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যোগ্য ও আমানতদার কেউ ছিল না বিধায় ইউসুফ উক্ত দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে ছিলেন'।[১৬০] পাপী বা পাপকাজে সাহায্য করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আহলে কিতাবগণের বর্ণনা মতে এই সময় বাদশাহ তাঁকে কেবল খাদ্য মন্ত্রণালয় নয়, বরং পুরা মিসরের উপর শাসন ক্ষমতা অর্পন করেন এবং বলেন, আমি আপনার চাইতে বড় নই, কেবল সিংহাসন ব্যতীত'। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে এ সময় বাদশাহ তাঁর হাতে মুসলমান হন। একথাও বলা হয়েছে যে, এই সময় 'আযীযে মিছর' কিৎফীর মারা যান। ফলে ইউসুফকে উক্ত পদে বসানো হয় এবং তার বিধবা স্ত্রী যুলায়খাকে বাদশাহ ইউসুফের সাথে বিবাহ দেন।[১৬১] জ্ঞান ও যুক্তি একথা মেনে নিলেও কুরআন এ বিষয়ে কিছু বলেনি। যেমন রাণী বিলক্বীসের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে *(নমল ২৭/৪৪)*। যেহেতু কুরআন ও হাদীছ এ বিষয়ে কিছু বলেনি, অতএব আমাদের চুপ থাকা উত্তম। আর আহলে কিতাবগণের বর্ণনা বিষয়ে রাসূলের দেওয়া মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত যে, আমরা তাদের কথা সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না।[১৬২]

নবী হিসাবে সুলায়মান (আঃ)-এর যেমন উদ্দেশ্য ছিল বিলক্বীসের মুসলমান হওয়া ও তার রাজ্য থেকে শিরক উৎখাত হওয়া। অনুরূপভাবে নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বাদশাহ্র মুসলমান হওয়া এবং মিসর থেকে শিরক উৎখাত হওয়া ও সর্বত্র আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বাদশাহ যখন তার ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজের বাদশাহী তাকে সোপর্দ করেছিলেন, তখন ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি শিরকী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে তাওহীদের অনুসারী হয়েছিলেন এবং ইউসুফকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর শরী'আতের অনুসারী হয়ে বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

এভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ) মিসরের সর্বোচ্চ পদে সসম্মানে বরিত হ'লেন এবং অন্ধকূপে হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ পুনরায় দীপ্ত সূর্যের ন্যায় পৃথিবীতে বিকশিত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ– 'এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠা দান করি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমরা আমাদের রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দিয়ে থাকি এবং আমরা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না' *(ইউসুফ ১২/৫৬)*। উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে ইউসুফের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার এবং মিসরের সর্বত্র বিধান জারি করার। ইবনু কাছীর বলেন, এই সময় তিনি দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন'।[১৬৩]

ইউসুফের দক্ষ শাসন ও দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় অপূর্ব ব্যবস্থাপনাঃ

সুদ্দী, ইবনু ইসহাক্ব, ইবনু কাছীর প্রমুখ বিদ্বানগণ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সমূহের ভিত্তিতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সারকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দেশক্রমে উদ্বৃত্ত ফসলের বৃহদাংশ সঞ্চিত রাখা হয়। এতে বুঝা যায় যে, আধুনিক কালের এলএসডি, সিএসডি খাদ্য গুদামের অভিযাত্রা ইউসুফ (আঃ)-এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।

এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশের বাস্তবতা শুরু হয় এবং দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি জানতেন যে, এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হবে এবং আশপাশের রাজ্যসমূহে বিস্তৃত হবে। তাই সংরক্ষিত খাদ্য শস্য খুব সতর্কতার সাথে ব্যয় করা শুরু করলেন। তিনি ফ্রি বিতরণ না করে স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সাথে মাথাপ্রতি খাদ্য বিতরণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। তাঁর আগাম হুঁশিয়ারি মোতাবেক মিসরীয় জনগণের অধিকাংশের বাড়ীতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য মওজূদ ছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যসমূহ থেকে দলে দলে লোকেরা মিসরে আসতে শুরু করে। ইউসুফ (আঃ) তাদের প্রত্যেককে বছরে এক উট বোঝাই খাদ্য-শস্য স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে প্রদানের নির্দেশ দেন।[১৬৪] অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে খাদ্য বিতরণের তদারকি ইউসুফ (আঃ) নিজেই করতেন। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, খাদ্য-শস্যের সরকারী রেশনের প্রথা বিশ্বে প্রথম ইউসুফ (আঃ)-এর হাতেই শুরু হয়।

ভাইদের মিসরে আগমনঃ

মিসরের দুর্ভিক্ষ সে দেশের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্ত এলাকা সমূহে বিস্তৃত হয়। ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও

১৬০. *তাফসীরে কুরতুবী, ইউসুফ ৫৫।*
১৬১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৯৬-১৯৭।*
১৬২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*
১৬৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৯৭।*
১৬৪. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৮-৬২।*

ইয়াকূবের আবাসভূমি কেন'আনও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়। ফলে ইয়াকূবের পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। এ সময় ইয়াকূব (আঃ)-এর কানে এ খবর পৌঁছে যায় যে, মিসরের নতুন বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু। তিনি স্বল্পমূল্যে এক উট পরিমাণ খাদ্যশস্য অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। এ খবর শুনে তিনি পুত্রদের বললেন, তোমরাও মিসরে গিয়ে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো। সেমতে দশ ভাই দশটি উট নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। বৃদ্ধ পিতার খিদমত ও বাড়ী দেখাশুনার জন্য ছোট ভাই বেনিয়ামীন একাকী রয়ে গেল। কেন'আন থেকে মিসরের রাজধানী প্রায় ২৫০ মাইলের ব্যবধান।

যথাসময়ে দশভাই কেন'আন থেকে মিসরে উপস্থিত হ'ল। ইউসুফ (আঃ) শাহী পোষাকে তাদের সামনে এলেন,

ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَجَاء إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ-

'ইউসুফের ভাইয়েরা আগমন করল এবং তার কাছে উপস্থিত হ'ল। ইউসুফ তাদেরকে চিনতে পারল। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি' *(ইউসুফ ১২/৫৮)*।

ইউসুফের কৌশল অবলম্বন ও বেনিয়ামীনের মিসর আগমন

সুদ্দী ও অন্যান্যদের বরাতে কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে দোভাষীর মাধ্যমে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যেমন অচেনা লোকদের করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং পিতা ইয়াকূব ও ছোটভাই বেনিয়ামীনের বর্তমান অবস্থা জানা। যেমন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা ভিন্নভাষী এবং ভিনদেশী। আমরা কিভাবে বুঝব যে, তোমরা শত্রুর গুপ্তচর নও? তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা গুপ্তচর নই। আমরা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তান। তিনি কেন'আনে বসবাস করেন। অভাবের তাড়নায় তাঁর নির্দেশে সুদূর পথ অতিক্রম করে আপনার কাছে এসেছি আপনার সুনাম-সুখ্যাতি শুনে। যদি আপনি আমাদের সন্দেহ বশে গ্রেফতার করেন অথবা শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন, তাহ'লে আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আমাদের দশ ভাইয়ের পরিবার না খেয়ে মারা পড়বে।[১৬৫]

একথা শুনে ইউসুফের হৃদয় উথলে উঠল। কিন্তু অতি কষ্টে বুকে পাষাণ চেপে রেখে বললেন, তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি?

তারা বলল, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে এক ভাই ইউসুফ ছোট বেলায় জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন। অতঃপর তার সহোদর সবার ছোট ভাই বেনিয়ামীন এখন বাড়ীতে আছে পিতাকে দেখাশুনার জন্য। সবকথা শুনে নিশ্চিত হবার পর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখার এবং যথারীতি খাদ্য-শস্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিদায়ের সময় তাদের বললেন, পুনরায় আসার সময় তোমরা তোমাদের ছোট ভাইটিকে সাথে নিয়ে এসো। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِيْ بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيْكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّيْ أُوْفِيْ الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنزِلِيْنَ- فَإِن لَّمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ- قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ-

'অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদ সমূহ প্রস্তুত করে দিল, তখন বলল, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপ পূর্ণভাবে দিয়ে থাকি এবং মেহমানদের উত্তম সমাদর করে থাকি'? *(৫৯)*। 'কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার নিকটে পৌঁছতে পারবে না' *(৬০)*। 'ভাইয়েরা বলল, আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করার চেষ্টা করব এবং আমরা একাজ অবশ্যই করব' *(ইউসুফ ১২/৫৯-৬১)*।

এরপর ইউসুফ (আঃ) কৌশল অবলম্বন করলেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দশটি উটের সমপরিমাণ খাদ্যমূল্য সংগ্রহ করতে ভাইদের সামর্থ্য নাও হ'তে পারে। অথচ ছোট ভাইকে আনা প্রয়োজন। সেকারণ তিনি কর্মচারীদের বলে দিলেন, খাদ্যমূল্য বাবদ তাদের দেওয়া অর্থ তাদের কোন একটি বস্তার মধ্যে ভরে দিতে। যাতে বাড়ী গিয়ে উক্ত টাকা নিয়ে আবার তারা চলে আসতে পারে। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

'ইউসুফ তার কর্মচারীদের বলল, তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও- যাতে গৃহে পৌঁছে তারা তা বুঝতে পারে। সম্ভবতঃ তারা পুনরায় আসবে' *(ইউসুফ ১২/৬২)*।

ইউসুফের ভাইয়েরা যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এল। বস্তা খুলে পণ্যমূল্য ফেরত পেয়ে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

১৬৫. *তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৮-৫৯*।

তারা এটাকে তাদের প্রতি আযীযে মিছরের বিশেষ অনুগ্রহ বলে ধারণা করল। এক্ষণে তারা পিতাকে বলল, আব্বা! আমরা যখন পণ্যমূল্য পেয়ে গেছি, তখন আমরা সত্বর পুনরায় মিসরে যাব। তবে মিসররাজ আমাদেরকে একটি শর্ত দিয়েছেন যে, এবারে যাওয়ার সময় ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে ছেড়ে গেলে খাদ্যশস্য দিবেন না বলে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। অতএব আপনি তাকে আমাদের সাথে যাবার অনুমতি দিন। জবাবে পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ) বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের কিভাবে বিশ্বাস করব? ইতিপূর্বে তোমরা তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করেছ'। অতঃপর পরিবারের অভাব-অনটনের কথা ভেবে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে তিনি বেনিয়ামীনকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন। ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ-

فَلَمَّا رَجِعُوْا إِلَى أَبِيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ- قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ هَـــذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ- قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقاً مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ-

'অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব' *(৬৩)*। 'পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদের সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু' *(৬৪)*। 'অতঃপর যখন তারা পণ্য সম্ভার খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা (আনন্দে) বলে উঠলো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাইতে পারি? এইতো আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব। আমরা আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করব এবং এক উট খাদ্যশস্য বেশী আনতে পারব এবং ঐ বরাদ্দটা খুবই সহজ' *(৬৫)*। 'পিতা বললেন, তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকটে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে। অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় (তবে সেকথা স্বতন্ত্র)। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল, সে ব্যাপারে আল্লাহ মধ্যস্থ রইলেন' *(ইউসুফ ১২/৬৩-৬৬)*।

উপরের আলোচনায় মনে হচ্ছে যে, দশভাই বাড়ী এসেই প্রথমে তাদের পিতার কাছে বেনিয়ামীনকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে দরবার করেছে। অথচ তারা ভাল করেই জানত যে, এ প্রস্তাবে পিতা কখনোই রাযী হবেন না। দীর্ঘদিন পরে বাড়ী ফিরে অভাবের সংসারে প্রথমে খাদ্যশস্যের বস্তা না খুলে বৃদ্ধ পিতার অসন্তুষ্টি উদ্রেককারী বিষয় নিয়ে কথা বলবে, এটা ভাবা যায় না। পণ্যমূল্য ফেরত পাওয়ায় খুশীর মুহূর্তেই বরং এরূপ প্রস্তাব দেওয়াটা যুক্তিসম্মত।

উল্লেখ্য যে, কুরআনী বর্ণনায় আগপিছ হওয়াতে ঘটনার আগপিছ হওয়া যরূরী নয়। যেমন মূসা (আঃ)-এর কওমের গাভী কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা *(বাক্বারাহ ৬৭-৭১)* শেষে ঘটনার কারণ ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ৭২-৭৩)*। এমন বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এখানেও সেটা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে বেনিয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠাবার ব্যাপারে সম্মত হওয়ার পর পিতা ইয়াকূব (আঃ) পরিষ্কারভাবে বলেন, فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً 'আল্লাহ্ই উত্তম হেফাযতকারী' *(ইউসুফ ১২/৬৪)*। অর্থাৎ তিনি বেনিয়ামীনকে আল্লাহ্র হাতেই সোপর্দ করলেন। আল্লাহ তার বান্দার এই আকুতি শুনলেন। অতঃপর ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদেরকে কিছু উপদেশ দেন, যার মধ্যে তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি তাদেরকে একসাথে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। বরং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে বলেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে, একই পিতার সন্তান সুন্দর ও সুঠামদেহী ১১ জন ভিনদেশীকে একত্রে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলে অনেকে মন্দ কিছু সন্দেহ করবে। দ্বিতীয়তঃ প্রথমবার সফরে মিসররাজ তাদের প্রতি যে রাজকীয় মেহমানদারী প্রদর্শন করেছেন, তাতে অনেকের মনে হিংসা জেগে থাকতে পারে এবং তারা তাদের ক্ষতি করতে পারে। তৃতীয়তঃ তাদের প্রতি অন্যদের কুদৃষ্টি লাগতে পারে। বিষয়টি আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيْ عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

'ইয়াকূব বললেন, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তবে আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

অতঃপর পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেনিয়ামীন সহ ১১ ভাই ১১টি উট নিয়ে মিসরের পথে যাত্রা করল। পথিমধ্যে তাদের কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ঘটেনি। মিসরে পৌঁছে তারা পিতার উপদেশ মতে বিভিন্ন দরজা দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবেশ করল। ইয়াকূবের এ পরামর্শ ছিল পিতৃসূলভ স্নেহ-মমতা হ'তে উৎসারিত। যার ফল সন্তানেরা পেয়েছে। তারা কারু হিংসার শিকার হয়নি কিংবা কারু বদনযরে পড়েনি। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর কার্যকর হয়েছে। বেনিয়ামীন চুরির মিথ্যা অপবাদে গ্রেফতার হয়ে যায়। যা ছিল ইয়াকূবের জন্য দ্বিতীয়বার সবচেয়ে বড় আঘাত। কিন্তু এটা ইয়াকূবের দো'আর পরিপন্থী ছিল না। কেননা তিনি বলেছিলেন, وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ 'আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর' *(ইউসুফ ১২/৬৭)*। অতএব পিতার নির্দেশ পালন করলেও তারা আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারণ বা তাক্বদীরকে এড়াতে পারেনি। আর সেই তাক্বদীরের ফলেই ইয়াকূব (আঃ) তার হারানো দু'সন্তানকে একত্রে হাতে পান। ইয়াকূবের গভীর জ্ঞানের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ، 'ইয়াকূব বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যা আমরা তাকে দান করেছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৬৮)*।

বলা বাহুল্য, ইয়াকূবের সেই ইল্ম ছিল আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর ইল্ম, আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতার ইল্ম। আর এটাই হ'ল মা'রেফাত বা দিব্যজ্ঞান, যা সূক্ষ্মদর্শী মুত্তাক্বী আলেমগণ লাভ করে থাকেন। সেজন্যেই তিনি নিজের দেওয়া কৌশলের উপরে নির্ভর না করে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন ও তাঁর উপরেই ছেলেদের ন্যস্ত করেন। সেকারণেই আল্লাহ তাঁর নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে ছেলেদেরকে সসম্মানে পিতার কোলে ফিরিয়ে দেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

উক্ত বিষয়গুলি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে:

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوْكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ-

'তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশনা মতে শহরে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না (অর্থাৎ তাদের সে কৌশল কাজে আসল না এবং বেনিয়ামীন গ্রেফতার হ'ল)। কিন্তু ইয়াকূবের সিদ্ধান্তে (অর্থাৎ ছেলেদের দেওয়া পরামর্শে) তার মনের একটা বাসনা (অর্থাৎ স্নেহ মিশ্রিত তাকীদ) ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন এবং তিনি তো ছিলেন একজন জ্ঞানী, যে জ্ঞান আমরা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না'। 'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হ'ল, তখন সে নিজের ভাই (বেনিয়ামীন)-কে নিজের কাছে রেখে দিল এবং (গোপনে তাকে) বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর ভাই (ইউসুফ)। অতএব তাদের (অর্থাৎ সৎ ভাইদের) কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না' *(ইউসুফ ১২/৬৮-৬৯)*।

বেনিয়ামীনকে আটকে রাখা হ'ল:

সহোদর ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে রেখে দেবার জন্য ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। যখন সকল ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্য-শস্য প্রদান করা হ'ল এবং পৃথক পৃথক বস্তায় পৃথক নামে পৃথক উটের পিঠে চাপানো হ'ল, তখন গোপনে বেনিয়ামীনের বস্তার মধ্যে বাদশাহ্র নিজস্ব ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত ওযন পাত্র, যা ছিল অতীব মূল্যবান, সেটিকে ভরে দেওয়া হ'ল। অতঃপর কাফেলা বের হয়ে কিছু দূর গেলে পিছন থেকে জনৈক রাজকর্মচারী ছুটে এসে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা চোর। দাঁড়াও তোমাদের তল্লাশি করা হবে। ঘটনাটির বর্ণনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ- قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ- قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيْمٌ- قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا

لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ- قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذِبِيْنَ- قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِيْ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ-

'অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের জন্য খাদ্যশস্য প্রস্তুত করে দিচ্ছিল, তখন একটি পাত্র তার (সহোদর) ভাইয়ের বরাদ্দ খাদ্যশস্যের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর' *(৭০)*। 'একথা শুনে তারা ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমাদের কি হারিয়েছে'? *(৭১)*। 'তারা বলল, আমরা বাদশাহ্র ওযনপাত্র হারিয়েছি। যেকেউ এটা এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এটার যামিন রইলাম' *(৭২)*। 'তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমরা তো জানো যে, আমরা এদেশে কোনরূপ অনর্থ ঘটাতে আসিনি এবং আমরা কখনোই চোর নই' *(৭৩)*। বাদশাহ্র লোকেরা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করেছে, তার শাস্তি কি হবে'? *(৭৪)*। 'তারা বলল, (আমাদের নবী ইয়াকূবের শরী'আত অনুযায়ী) এর শাস্তি এই যে, যার খাদ্যশস্যের বস্তা থেকে এটা পাওয়া যাবে, তার শাস্তি স্বরূপ সে (মালিকের) দাসত্ব করবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি' *(ইউসুফ ১২/৭০-৭৫)*।

এভাবে ইউসুফ তার ভাইদের মুখ দিয়েই তাদের শরী'আতের বিধান জেনে নিলেন এবং সভাসদগণ সবাই তা জানলো। যদিও ইউসুফ তার পিতার শরী'আতের বিধান জানতেন এবং নিজেও নবী ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর (ইউসুফের নির্দেশ মোতাবেক) তার ভাইয়ের বস্তার পূর্বে (ঘোষক) অন্য ভাইদের বস্তা তল্লাশি শুরু করল। অবশেষে সেই পাত্রটি তার (সহোদর) ভাইয়ের বস্তা হ'তে বের করল। এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্র (প্রচলিত) আইনে আপন ভাইকে কখনো নিজ দাসত্বে নিতে পারত না আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি এবং (সত্য কথা এই যে,) প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন *(ইউসুফ ১২/৭৬)*।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

(১) আল্লাহ্র উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ভাইদের মর্যাদার চেয়ে ইউসুফের মর্যাদা আল্লাহ অধিক উন্নীত করেছেন (২) এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) নিজ জ্ঞান মোতাবেক বেনিয়ামীনকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার চাইতে ইউসুফের মাধ্যমে আল্লাহ যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা ছিল অনেক ঊর্ধ্বের এবং অনেক সুদূর প্রসারী। কেননা এর ফলেই পরবর্তীতে ইয়াকূব (আঃ) সব ছেলেদের নিয়ে সপরিবারে মিসরে উচ্চ সম্মান সহকারে আগমনের সুযোগ পান।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামীনকে চোর বানিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবার মত নিষ্ঠুর পন্থা বেছে নিলেন কেন? তাছাড়া এর দ্বারা তার বৃদ্ধ পিতা ইয়াকূব (আঃ) যে আরও বেশী মনোকষ্ট পাবেন, তাতো তিনি জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে, তাকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে তার পিতা চোখ হারিয়েছেন। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন যে, 'আমরাই ইউসুফকে এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। নইলে বাদশাহ্র (প্রচলিত) আইনে আপন ভাইকে সে কখনো নিজ দাসত্বে নিতে পারত না' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। অতএব আল্লাহ্র হুকুমে ইউসুফ এ কাজ করেছিলেন। এখানে তার নিজের কিছুই করার ছিল না।

(৩) একটি সাধারণ নীতি এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী রয়েছে। অতএব মানুষ যেন তার জ্ঞানের বড়াই না করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আল্লাহকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী বলে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

বেনিয়ামীনকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ভাইদের প্রচেষ্টা

চোর হিসাবে বিদেশে গ্রেফতার হওয়া ও গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার মত লজ্জাষ্কর ঘটনায় প্রত্যেক ভাই-ই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং বেনিয়ামীনও এজন্য প্রস্তুত ছিল না। তবে তার মনে এতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, সে তার ভাইয়ের কাছে থাকবে। কিন্তু চুরির মত অপবাদ সহ্য করা নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিন রাজ্যে তাদের কিছু করারও ছিল না। অবশেষে সকলে মিলে বাদশাহ্র কাছে গিয়ে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা গিয়ে বাদশাহ্কে বলল, আমাদের যিনি বৃদ্ধ পিতা আছেন, ছোট ছেলেটি তাঁর অতীব প্রিয়। এর বিচ্ছেদের বেদনা তিনি সইতে পারবেন না। তাই আমাদের অনুরোধ, আপনি তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন'। কিন্তু বাদশাহ (ইউসুফ) তাতে রাযী হলেন না। তিনি বললেন, যার কাছে মাল পাওয়া গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে গ্রেফতার করা আইনসিদ্ধ নয়।

শত অনুনয়-বিনয়ে কাজ না হওয়ায় অবেশেষে মনের ক্ষেদ প্রকাশ করে তাদের কেউ বলে ফেলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ওর একটা ভাই ছিল সেও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, আমরা দশভাই ঠিক আছি, ওরা দুই সহোদর ভাই-ই চোর (নাঊযুবিল্লাহ)। ইউসুফকে কাছে রাখার জন্য শৈশবে তার ফুফু যে চুরির ঘটনা সাজিয়েছিল,

সে ঘটনার দিকেই তারা ইঙ্গিত করেছিল, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদিও তারা ভালভাবে জানত যে, সেটা ছিল একেবারেই মিথ্যা এবং সাজানো বিষয়। কিন্তু সেটাকেই সত্যিকার চুরি বলে আখ্যায়িত করল বেনিয়ামীনের প্রতি আক্রোশ বশতঃ। ইউসুফ শুনে ধৈর্য ধারণ করলেন ও মনের দুঃখ মনে চেপে রাখলেন।

এভাবে বাদশাহ্র কাছ থেকে নিরাশ হয়ে বেনিয়ামীনকে ছেড়ে যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন তাদের বড় ভাই ইয়াহূদা অন্য ভাইদের বলল, তোমরা পিতার কাছে ফেরত যাও এবং তাঁকে সব খুলে বল। আমি এখান থেকে ফেরত যাব না, যতক্ষণ না পিতা আমাকে আদেশ দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফায়ছালা করেন। উল্লেখ্য, এই বড় ভাই-ই ইউসুফকে হত্যা না করার জন্য অন্য ভাইদের পরামর্শ দিয়েছিল এবং সেই-ই গোপনে তিনদিন জঙ্গলের সেই অন্ধকূপে ইউসুফের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছিল ও সারাক্ষণ তার তদারকি করত, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি কুরআনে আগপিছ করে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সেখানে ইউসুফের সামনে আগেই ইউসুফের চুরির ঘটনা বলা হয়েছে। অথচ শুরুতেই এটা বলা অযৌক্তিক এবং অসমীচীন। কেননা তাতে বেনিয়ামীন যে আসলেই চোর- সেকথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়। অথচ তারা প্রথমেই সেটা অস্বীকার করেছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

قَالُواْ إِن يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ- قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيْراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ- قَالَ مَعَاذَ اللّهِ أَنْ نَّأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّـــا إِذاً لَّظَالِمُوْنَ-

'তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনের মধ্যে রাখলেন, তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন, তোমরা লোক হিসাবে খুবই মন্দ এবং আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত, যা তোমরা বলছ' *(৭৭)*। 'তারা বলতে লাগল, হে আযীয (অর্থাৎ ইউসুফ)! তার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। অতএব আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীলদের মধ্যকার একজন বলে দেখতে পাচ্ছি' *(৭৮)*। 'তিনি বললেন, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে অন্যকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এমনটি করলে তো আমরা নিশ্চিতভাবে যুলুমকারী হয়ে যাব' *(ইউসুফ ১২/৭৭-৭৯)*।

বেনিয়ামীনকে রেখেই মিসর থেকে ফিরল ভাইয়েরা:

অতঃপর তারা যখন তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য তারা একান্তে বসল। এ সময় তাদের বড় ভাই বলল, তোমরা কি জানো না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার কোন ফায়ছালা করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী'। 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জানি, কেবল তারই সাক্ষ্য দিলাম এবং কোন অদৃশ্য বিষয়ে আমরা হেফাযতকারী ছিলাম না' *(ইউসুফ ১২/৮০-৮১)*।

অর্থাৎ বেনিয়ামীনকে হেফাযতের অঙ্গীকার বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্ত সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে সে কিছু করে থাকলে তাতে আমাদের কিছুই করার ছিল না। অতঃপর তারা কেন'আনে ফিরে এল এবং পিতাকে সব কথা খুলে বলল।

পিতার নিকটে ছেলেদের কৈফিয়ত:

কেন'আনে ফিরে এসে পিতার নিকটে তারা বেনিয়ামীনকে রেখে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে এবং সেই সাথে তারা নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য মিসর প্রত্যাগত অন্যান্য কেন'আনী কাফেলাকে সাক্ষী মানল এবং পিতাকে বলল, '(হে পিতা!) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদের, যেখানে আমরা ছিলাম এবং (জিজ্ঞেস করুন) ঐসব কাফেলাকে যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা নিশ্চিতভাবেই (আপনাকে) সত্য ঘটনা বলছি' *(৮২)*। কিন্তু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত পিতা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَّأْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 'বরং তোমরা মনগড়া একটা কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে (ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে) একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(৮৩)*। 'অতঃপর তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! (আল্লাহ বলেন,) এভাবে দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট' *(৮৪)*। ছেলেরা তখন তাঁকে বলতে লাগল, 'আল্লাহ্র কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত না মরণাপন্ন হন কিংবা মৃত্যুবরণ করেন' *(৮৫)*। ইয়াকূব বললেন,

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِنْ رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ-

'আমি তো আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহ্র কাছেই পেশ করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না' *(৮৬)*। 'হে বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না' *(ইউসুফ ১২/৮২-৮৭)*।

উপরোক্ত ৮৬ ও ৮৭ আয়াতে বর্ণিত ইয়াকূব (আঃ)-এর বক্তব্যে ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। হ'তে পারে ইউসুফকে হারানোর দীর্ঘ বিরহ-বেদনা এবং নতুনভাবে পাওয়া বেনিয়ামীন হারানোর কঠিন মানসিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে অহী মারফত ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন অথবা আল্লাহ তাকে উক্ত মর্মে ওয়াদা দিয়ে থাকবেন। ইয়াকূব (আঃ)-এর বক্তব্য إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ 'আমি আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহ্র কাছে পেশ করছি' *(ইউসুফ ১২/৮৬)*। একথার মধ্যে তাঁর কঠিন ধৈর্যগুণের প্রকাশ ঘটেছে।

পিতার নির্দেশে ছেলেদের পুনরায় মিসরে গমনঃ

ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে খুঁজে বের করার জন্য ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদেরকে এরূপ কঠোর নির্দেশ ইতিপূর্বে কখনো দেননি। তাঁর দৃঢ়তায় ছেলেদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হ'ল। বেনিয়ামীন মিসরে থাকা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ইউসুফের ব্যাপারে কোন আশা ছিল না।

বলা হয়ে থাকে যে, إذا أراد الله أمرًا هيأ له الأسباب 'আল্লাহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন'। বেনিয়ামীনের উদ্দেশ্যে মিসর যাত্রার মধ্যেই ইউসুফ উদ্ধারের বিষয়টি লুকিয়েছিল, সেটা কারু জানা ছিল না। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভাইয়েরা সবাই মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল।

ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা পিতার নির্দেশক্রমে মিসর পৌঁছল এবং 'আযীযে মিছর'-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা তাঁর কাছে নিজেদের সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা নিতান্ত কাতরভাবে পেশ করল। এমনকি পণ্যমূল্য আনার মত সঙ্গতিও তাদের নেই বলে জানাল। তদুপরি পরপর দুই পুত্রকে হারিয়ে অতিবৃদ্ধ পিতার করুণ অবস্থার কথাও জানালো।

যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ-

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার বর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে অনুদান দিন। আল্লাহ দানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন' *(ইউসুফ ১২/৮৮)*। উল্লেখ্য যে, এখানে ছাদাক্বার অর্থ অনুদান এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে পুরোপুরি দান করা।

ইউসুফের আত্মপ্রকাশ এবং ভাইদের ক্ষমা প্রার্থনাঃ

পরিবারের অনটনের কথা শুনে এবং পিতার অন্ধত্ব ও অসহায় অবস্থার কথা শুনে ইউসুফ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন এবং বললেন,

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ- 'তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে' *(৮৯)*। 'তারা বলল,إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ؟ তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـــذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا، আমিই ইউসুফ, আর এ হ'ল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না' *(৯০)*। 'তারা বলল, تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ- আল্লাহ্র কসম! আমাদের উপরে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' *(৯১)*। 'ইউসুফ বললেন, لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ- আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৮৯-৯২)*।

[চলবে]

আমরা হক পাব কোথায়?

*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

আমাদের জ্ঞান সীমিত আর আল্লাহর জ্ঞান অসীম। আমাদের এ সীমিত জ্ঞান দিয়েই নির্ভেজাল ইসলামকে জেনে ও বুঝে সঠিক আমল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। একজন মুসলিম হিসাবে এটিই হচ্ছে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য, আমাদের সমাজে এমন সব রীতি-নীতির প্রচলন ঘটেছে ও ঘটছে যেগুলো আমাদের এক কাতারে শামিল হ'তে বাধা প্রদান করছে। আমরা সকলেই নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করার পরেও কেন এ বিভিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা? অথচ ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম, সঠিক পথের দিক নির্দেশক। আমাদের নবী একজন, কালেমা এক, ক্বিবলা এক, স্রষ্টাও এক। অতএব কোন্ পথ অবলম্বন করলে আমরা একই সঙ্গে চলতে পারব আমাদেরকে তা ভেবে দেখতে হবে।

কোন মাসআলা নিয়ে কথা উঠলে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন মাযহাবের কথা বলি। কিন্তু ইসলামের দাবী কী? একজন মুসলিমের দাবী কি এরূপ হওয়া উচিত? সঙ্গত কারণে এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, চার ইমাম বা অন্যান্য ইমামগণের জন্মের পূর্বের লোকেরা কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হ'ল এগারো হিজরীতে আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জন্ম হ'ল ৮০ হিজরীতে। অতঃপর অন্যান্য ইমামগণ জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যবর্তী সময়ের লোকেরা কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং সে মাযহাবটির নাম কী? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি উত্তর দিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণই ছিল তাদের একমাত্র মাযহাব। তাহ'লে সেই সময় অতীত হয়ে যাওয়ার পরে কিভাবে আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসারী না বলে, আমি অমুক ইমামের অনুসারী আর সে অমুক ইমামের অনুসারী এরূপ কথা বলছি? অথচ ঐ মধ্যবর্তী যুগের মানুষদের সম্পর্কেই রাসূল (ছাঃ) বলে গেলেন, 'আমার যুগের লোকেরা সর্বোত্তম, অতঃপর এদের পরের যুগের লোকেরা, অতঃপর এদের পরের যুগের লোকেরা'।[১৬৬] অতএব বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। আমার একথার দ্বারা পরের যুগের আলেম-ওলামা এবং ইমামগণকে খাটো করা উদ্দেশ্য নয়।

কেউ যদি বলেন, অবশ্যই আমাদের একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা যরূরী, তাহ'লে তাকে বলব, চার মাযহাবের অনুসারীদের দাবী অনুযায়ী তাহ'লে কি হক্ব চারটি হয়ে যায় না? এভাবে একটি মাসআলার ক্ষেত্রে চার মাযহাবের চারজন চার ধরনের মতামত পেশ করলে চারটি মতই কি হক্ব হিসাবে গণ্য হবে? এভাবে ইসলাম কি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে না? এটা হ'তে পারে না; বরং ইসলাম এক ও অবিভাজ্য। কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হ'লে আমাদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে *(নিসা ৫৯)*। আর দলীলের ভিত্তিতে যার মত সঠিক হবে, অন্যদেরকে সে মত মেনে নিতে হবে অবনত মস্তকে। মহান আল্লাহ বলেন وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، 'বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক' *(কাহফ ২৯)*। তাই ছহীহ দলীল ছাড়া কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

হক্বপন্থী দল হবে একটিই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্য একটি দলই হক্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে ...'।[১৬৭] তিনি আরো বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের পথভ্রষ্টকারী (বিদ'আত ও পাপাচারের দিকে আহ্বানকারী) ইমামদের (আলেমদের) ব্যাপারে ভয় করছি'।[১৬৮] এ শ্রেণীর আলেম বর্তমান যুগে বিদ্যমান। এ কারণেই হক্বকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

দুনিয়ার কোন কিছুর ক্ষেত্রে দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'লে, দলীল বা সাক্ষী ছাড়া কাউকে আমরা সত্যবাদী হিসাবে মানি না। শুধু তাই নয়, দলীল যাচাই-বাছাইও করা হয় এবং সাক্ষীকে জেরা করার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়। অতঃপর যার দলীল এবং সাক্ষী বেশী শক্তিশালী হিসাবে প্রমাণিত হয় তার পক্ষেই রায় প্রদান করা হয়। দুনিয়াবী বিষয়ে যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহ'লে ইসলামের ক্ষেত্রে দলীল ছাড়া কারো কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি? দুনিয়ার ব্যাপারে যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় দলীল ও সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, তাহ'লে কোন ইসলামী বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হ'লে সেক্ষেত্রে তো দলীলের প্রয়োজন আরো বেশী হওয়ার কথা। কারণ ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করে তার উপর আমল করা বা না করার উপরেই জান্নাতী ও জাহান্নামী হওয়াটা নির্ভর করে। অতএব আমরা যদি কোন আমল করি তাহ'লে সে আমলের স্বপক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি-না তা অবশ্যই জানতে হবে।

বাজারে গেলে কোন ক্রেতাই পচা মাছ বা অন্য কোন পচা পণ্য ক্রয় করেন না; বরং ঘুরে ঘুরে দেখে ভাল পণ্যই ক্রয় করে থাকেন। তাহ'লে ইসলামের মধ্যে যখন ভেজাল

* *দা'ঈ, সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।*

১৬৬. ছহীহ তিরমিযী হা/৩৮৫৯।

১৬৭. মুসলিম হা/১৯২০; তিরমিযী হা/২২২৯।

১৬৮. তিরমিযী হা/২২২৯; আবূদাঊদ হা/৪২৫২; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৩১৬।

ঢুকেই গেছে তখন বেছে বেছে সঠিক আক্বীদার উপর আমল করেই আমাদেরকে চলতে হবে। এটা আমাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষাও বটে। আমরা যদি কুরআনের বাণীর দিকে তাকাই তাহ'লে দেখব আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বানিয়ে বলতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি সেরূপ কিছু না করে বসেন সেজন্য সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ–

'সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করত (বানিয়ে বলত), তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা' (প্রাণ-শিরা) *(হাক্কাহ ৪৪-৪৬)*। এ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও কোন কিছু বানিয়ে বলার অনুমতি দেয়া হয়নি। আর তিনি যে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়ে বলেননি তার প্রমাণও দিচ্ছে আল্লাহর বাণী,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না, তাঁর কথা শুধুমাত্র অহী যা তার প্রতি প্রেরিত হয়' *(নাজম ৩-৪)*।

আল্লাহর এ বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যা কিছু বলেছেন, সেটা কুরআন হোক কিংবা হাদীছ হোক সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে আসা অহী। এ কথাকে কেউ অস্বীকার করেননি। আমরা জানি যে, অহী দু'প্রকার। অহী মাতলূ বা পঠিত অহী তথা কুরআন। আর অহী গায়র মাতলূ বা অপঠিত অহী তথা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ। এতদুভয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে আমি দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ সে দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত' (হাদীছ)।[১৬৯]

উপরে ছহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীছ সন্ধানের কথা এ কারণে বলেছি যে, মুসলিম সমাজে অনৈসলামিক রীতি-নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ইসলাম বিরোধী ইহূদী ও খ্রীষ্টান চক্র ইসলাম ধর্মে ভেজাল মিশ্রিত করার জন্য যুগে যুগে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, এখনও চালাচ্ছে। আর এর ফলেই জাল ও বানোয়াট হাদীছ সৃষ্টি হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, এ উম্মতের মাঝে এমন বহু লোক আসবে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের অনেকে অনেক কিছু নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলবে। তাই তিনি সতর্ক করে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল'।[১৭০]

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নিকট হ'তে এমন ধরনের হাদীছ বর্ণনা করবে, ধারণা করা যাচ্ছে যে, সেটি মিথ্যা। সে ব্যক্তি মিথ্যুকদের একজন বা দুই মিথ্যুকের একজন'।[১৭১]

অন্যত্র আরো বলেন, 'আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যারোপের মত নয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।[১৭২]

এ হাদীছগুলো প্রমাণ করছে যে, যে কেউ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে কিছু বানিয়ে বলবে সে জাহান্নামী।

হাদীছগুলো আরো প্রমাণ করছে যে, এই উম্মতের মধ্যে জাল ও যঈফ হাদীছের প্রসার ঘটবে। আর বাস্তবেও তা ঘটেছে। যদি জাল ও যঈফ হাদীছের প্রসার না ঘটত তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীগুলো অনর্থক বলে গণ্য হ'ত। অথচ তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেননি। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন অর্থহীন কথা বের হ'তেও পারে না।

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لَتَتْبَعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ، الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ.

'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাতে, এমনকি তারা যদি যব নামক জন্তুর গর্তে প্রবেশ করে, সেক্ষেত্রে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে'। আমরা বললাম, তারা কি ইহূদী ও খ্রীষ্টান হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা'?[১৭৩] অর্থাৎ তারা যেমন দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কার করে ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলো নিজেদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী বানিয়ে নিয়েছিল, মুসলিমদের মাঝেও অনুরূপ লোকদের আবির্ভাব ঘটবে এবং এরাও এক্ষেত্রে তাদের হুবহু অনুসরণ করবে।

অতএব আমাদেরকে বেছে বেছে, দেখেশুনে ছহীহ দলীল-নির্ভর আমল করতে হবে, তাহ'লেই আমরা মুত্তাকী হ'তে পারব এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারব। আমাদের আমল-আক্বীদা ছহীহ দলীলভিত্তিক হ'তে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

১৬৯. ইমাম মালেক, মুওয়াত্ত্বা; মিশকাত হা/১৮৬।
১৭০. *বুখারী ১/২১ পৃঃ 'ইলম' অধ্যায়।*
১৭১. *মুসলিম; মিশকাত হা/১৯৯।*
১৭২. *বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম, পৃঃ ৭।*
১৭৩. বুখারী হা/৭৩২০ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৬৬৯।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(হাশর ৭)*। তিনি কোন ইমাম, আলেম, পীর-মাশায়েখের আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি। উক্ত ব্যক্তিগণ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ছহীহ হাদীছ নির্ভর কথার দিকে দাওয়াত দেন, দিক নির্দেশনা দেন ও সে মুতাবিক চলার জন্য উৎসাহিত করেন তাহ'লে অবশ্যই তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন, 'অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা রাখবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে' *(নিসা ৬৫)*। এখানে দ্বন্দ্বের সময় রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত সমাধানকে যারা মেনে নিবে না এবং মেনে নিতে সংকোচবোধ করবে তারা ঈমানদার হ'তে পারবে না এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

দুনিয়ার কোন আলেম প্রমাণ করতে পারবেন না যে, আল্লাহর বাণী ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে বাদ দিয়ে কোন ইমাম বা আলেমের আনুগত্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ইমামগণের কতিপয় ঐতিহাসিক উক্তি এখানে উপস্থাপন করা হ'ল-

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, 'হাদীছ ছহীহ সাব্যস্ত হ'লে ওটাই আমার মাযহাব'। এ কথাটি প্রত্যেক ইমামই বলেছেন। তিনি আরো বলেন, 'হে হতভাগা ইয়াকূব (আবূ ইউসুফ)! তুমি আমার থেকে যা শুন তাই লিখ না। কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি। আবার আগামীকাল যে মত পোষণ করি পরশু তা পরিত্যাগ করি'। তিনি আরো বলেন, حَرَامٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِيْ. 'যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার জন্য আমার কথার দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা হারাম'।[১৭৪]

১৭৪. *আলবানী, ছিফাতু ছালাতিল নাবী, পৃঃ ৪৬-৪৭।*

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'আমি নিছক একজন মানুষ। আমি ভুলও করি আবার ঠিকও করি। তাই তোমরা আমার অভিমতের প্রতি লক্ষ্য করো। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে মিলে তা গ্রহণ কর, আর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে মিলবে না সেগুলোকে পরিত্যাগ কর'। তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তির কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয়, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যাবতীয় কথা গ্রহণীয়' *(বর্জনীয় নয়)*।[১৭৫]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'মুসলিমগণ এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যার কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্ (হাদীছ) সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে, তার জন্য কারো কথার কারণে তা বর্জন করা অবৈধ'। তিনি আরো বলেন, 'আমার কিতাবে তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কোন কিছু পাও, তাহ'লে তোমরা আমার কথাকে ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে আকড়ে ধর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা সুন্নাতের অনুসরণ কর, অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টিপাত করো না'। তিনি আরো বলেন, 'আমি যা কিছু বলেছি, তার বিপরীতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট কোন মাসআলার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) হ'তে ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হ'লে আমি আমার অভিমত থেকে আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পরেও প্রত্যাবর্তন করছি'। তিনি আরো বলেন, 'প্রত্যেক হাদীছ যেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত হয়েছে সেটিই আমার অভিমত, যদিও আমার নিকট থেকে তোমরা তা শুনে না থাক।[১৭৬]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ. 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করল সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত'। তিনি আরো বলেন, 'তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ কর না, মালেক, শাফেঈ, আওযাঈ ও ছাওরীরও অন্ধ অনুসরণ করো না। বরং তোমরা সেখান থেকেই গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করেছেন'।[১৭৭]

ইমামগণ তাদের ইনছাফভিত্তিক কথার দ্বারা তাদের থেকে সংঘটিত ভুল-ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা অন্ধভাবে তাদের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত দুর্বল কথাগুলোকেও গ্রহণ করে, তাদের উপায় কী হবে? তা একটুখানি ভেবে দেখা দরকার। ইমামগণের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সব হাদীছ সংকলিত হয়নি। ফলে তাঁরা অনেক সময় ইজতিহাদ করে সমাধান দিয়ে গেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কিছু কিছু সমাধান ছহীহ হাদীছ বিরোধী হয়ে গেছে। ফলে তাদের উপরোক্ত বাণীগুলোর

১৭৫. *ঐ, পৃঃ ৪৮-৪৯।*
১৭৬ . *ঐ, পৃঃ ৫০-৫২।*
১৭৭. *ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩।*

কারণে ছহীহ হাদীছকে গ্রহণপূর্বক আমল করাই হচ্ছে ঈমানের প্রকৃত দাবী।

মিক্বদাদ ইবনু মা'দীকারিব আল-কিন্দী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে তার বিছানায় অথবা খাটে ঠেস লাগিয়ে আমার হাদীছ থেকে কোন হাদীছ নিয়ে আলোচনা করবে। আর বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, তাতে যা কিছু হালাল হিসাবে পাব তাকেই হালাল হিসাবে গ্রহণ করব। আর তাতে হারাম হিসাবে যা পাব তাকেই হারাম জানব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাবধান! অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা যে পরিমাণ হারাম করেছেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও সে পরিমাণ হারাম করেছেন'।[১৭৮]

উক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করা হারাম। উভয়কে সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তার পার্শ্বে তার ভাইয়ের ছেলে বসেছিল, সে দু'আংগুলের মাঝে রেখে ছোট পাথর নিক্ষেপ করছিল। তিনি তাকে (ভাতিজাকে) তা করতে নিষেধ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছেন, তা কিছু শিকার করতে পারে না এবং শত্রুকে হত্যা করতেও পারে না; বরং তা দাঁত ভাঙ্গতে পারে আর চোখের ক্ষতি করতে পারে। তিনি বললেন, সে পুনরায় অনুরূপভাবে পাথর নিক্ষেপ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করে শুনাচ্ছি যে, তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, তা সত্ত্বেও তুমি পুনরায় পাথর নিক্ষেপ করছ? তোমার সাথে কখনও কথা বলব না'।[১৭৯] ছাহাবীগণ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কঠোর ছিলেন আলোচ্য হাদীছ থেকে অনুমেয়।

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের গৃহের নিকট এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাদেরকে যখন তাঁর ইবাদত সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হ'ল, তখন তারা যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদতকে সামান্য মনে করল। তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে (তার পরেও যখন তিনি এতো বেশী ইবাদত করেন) তখন তাঁর তুলনায় আমরা কোথায়? তাই তাদের একজন বলল, আমি এখন থেকে সর্বদাই সারা রাত ধরে ছালাত আদায় করব। আরেকজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব, কখনও ভঙ্গ করব না। আরেকজন বলল, আমি স্ত্রীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব, কখনও বিয়ে করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে এসে বললেন, তোমরাই কি এরূপ এরূপ কথা বলছিলে? আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে আমি বেশী পরহেযগার। তা সত্ত্বেও আমি ছিয়াম রাখি, ভঙ্গ করি, (রাতে) ছালাত আদায় করি, আবার নিদ্রাও যাই এবং আমি মহিলাদেরকে বিয়েও করেছি। (এটিই হচ্ছে আমার তরীকা)। অতএব যে আমার এ সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৮০]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভাল মনে করে কোন ইবাদত করলেও সে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ সে ইবাদতের সমর্থনে ছহীহ হাদীছ না মিলবে। কারণ ছিয়াম ও ছালাত শুধু ভাল ইবাদতই নয় বরং সর্বোত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি বিয়েকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তিনিও আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই বিয়েকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। অতএব নিয়ত ভালই ছিল। তারপরেও তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। এজন্য তিনি তাদেরকে সতর্ক করলেন।

পরিশেষে আল্লাহ আমাদেরকে ছহীহ দলীল ভিত্তিক আমল করার এবং হক্ব তথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র পথে চলার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১৭৮. ইবনু মাজাহ হা/১২; তিরমিযী হা/২৬৬৪; দারেমী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/১৬৩, হাদীছ ছহীহ ।

১৭৯. বুখারী হা/৫৪৭৯; মুসলিম হা/১৯৫৪; ইবনু মাজাহ হা/১৭; আহমাদ হা/২০০৩৮।

১৫. *বুখারী হা/৫০৬৩।*

মাসিক আত-তাহরীক-এর গ্রাহক চাঁদা

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-**১১৫**
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা,
রাজশাহী, বাংলাদেশ।

সংকটের আবর্তে মানবজাতি

ড. আবু আমিনা বিলাল ফিলিপস্

*[ড. **আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস** জ্যামাইকায় এক খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটান কানাডাতে। ১৯৭২ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদীনা থেকে আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা করার পর তিনি ১৯৭৯ সালে 'উছূলুদ্দীন' বিভাগ থেকে লিসান্স পাশ করেন। ১৯৮৫ সালে রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'ইসলামী ধর্মতত্ত্বে' মাস্টার্স করেন। ১৯৯৪ সালে ইংল্যান্ডের 'ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস' থেকে পিএইচ.ডি. করেন। বর্তমানে তিনি ফিলিপাইনের 'শরীফ কাবুনসুয়ান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে তিনি দা'ওয়াহ কার্যক্রমে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে ইংরেজী ভাষায় তাঁর লিখিত অনেকগুলো বই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। "The Fundamentals of Tawheed" বইটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, যা বাংলাভাষায় 'তৌহিদের মূল সূত্রাবলী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। মুম্বাই থেকে প্রচারিত 'পীস টিভি'র তিনি একজন খ্যাতনামা বক্তা। তিনি ২০০৪ সালে ইংল্যান্ডে 'সংকটের আবর্তে মানবসমাজ' শিরোনামে তার এই লেকচারটি প্রদান করেন। মুসলিম সমাজের উপর পশ্চিমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য কিভাবে ভূমিকা রাখছে এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা-ই এই লেকচারের আলোচ্য বিষয়। নিম্নে তার অনুদিত সারাংশ উপস্থাপিত হ'ল]*

ইসলামী জীবনদর্শন ও আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার মধ্যকার সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইসলামকে আমরা কিভাবে যুগপৎভাবে জনগণের কাছে আমরা ব্যাখ্যা করব? যখন বলা হচ্ছে, ইসলাম অর্থ শান্তি, আবার বলা হচ্ছে, মুসলমানরাই রয়েছে সারা বিশ্বে বৃহৎ সংঘর্ষসমূহের কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। যখন বলা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর প্রশংসিত উম্মত যার সফলতা নিশ্চিত, তখনই বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, এ উম্মত ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আগামী দিনগুলোতে সফলভাবে মুসলমানদের যাত্রাপথ নির্ণয় করতে সামগ্রিক এই দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি সূত্রবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্ব পরিমণ্ডলে সাংস্কৃতিক সংঘাতের মূল প্রপঞ্চ হ'ল এমন একটি মতাদর্শ, যা ধর্মসম্পর্কিত কিন্তু ধর্মীয় নয়। এ সংঘাতকে সংজ্ঞায়িত করে 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের প্রচারক প্রফেসর স্যামুয়েল পি হান্টিংটন লিখেছেন যে, 'মূলতঃ পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামী মৌলবাদ সমস্যা নয়, সমস্যা স্বয়ং ইসলামই, যা একটি ভিন্ন সভ্যতা, যার অনুসারীগণ তাদের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং তারা ক্ষমতার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে বলে আবেগতাড়িতভাবে সচেতন। সি.আই.এ বা আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ ইসলামের জন্য সমস্যা নয়। ইসলামের মূল সমস্যা হ'ল পাশ্চাত্য সভ্যতা, যা একটি ভিন্ন সভ্যতা, যার জনগণ দৃঢ়প্রত্যয়ী যে, তাদের কৃষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ক্ষমতার প্রাধান্য (যদি তা ক্ষুণ্ন হয়) তাদের উপর এ কর্তব্য আরোপ করে, যেন তারা তাদের কৃষ্টিকে সারাবিশ্বে বিস্তৃত করে দেয়। এসবই হ'ল মৌল উপাদান, যা ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘাতের ইন্ধন যোগায়'। অর্থাৎ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বসূচক পরস্পরবিরোধী অভিঘাতই এ সংঘর্ষের মৌলিক সূত্র। ইসলামের বৈশ্বিক জীবনদর্শনকে পশ্চিমারা নিজেদের জীবনদর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে। নতুনভাবে না হ'লেও পশ্চিমা সরকারগুলো বর্তমানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিষয়টি গ্রহণ করেছে এবং নাৎসিজম, ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজম পরবর্তী বিশ্বে ইসলামকে একই ধারায় বিবেচনা করছে। কেবলমাত্র একটি ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা এরূপ বিরোধাত্মক ভাব প্রকাশ করছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বুরূজে (৮) কারণ উল্লেখ করে বলেছেন, 'তারা (মুমিনদেরকে) শুধুমাত্র এজন্যই হত্যা করেছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল'। অর্থাৎ মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাসভিত্তিক অপরিবর্তনশীল জীবনব্যবস্থাই শত্রুদের শত্রুতার কারণ। এজন্য পশ্চিমাদের দেখা যায় যে, তারা 'মডারেট' বা 'লিবারেল' মুসলিম, যারা ছালাত আদায় করে তবে অনিয়মিতভাবে, অন্যান্য নীতিমালাও পালন করে তবে নিজের ইচ্ছামত- এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে বেশ উৎসাহ দেখায়। আর যারা ধর্মের মৌলিক নীতিমালাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণের চেষ্টা করে তাদেরকে 'ফ্যানাটিক', 'ফাণ্ডামেন্টালিস্ট' 'এক্সট্রিমিস্ট' 'ইনটলারেন্ট' ইত্যাদি নেতিবাচক অভিধায় আখ্যায়িত করে।

ইহুদী সমাজ যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে মুসলিম সমাজে ঠিক একইভাবে তা বাস্তবায়ন না করতে পারাটাই তাদের উদ্বেগের কারণ। প্রফেসর হান্টিংটন এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, মুসলমানরা যে কোন অবস্থার মুখোমুখি হোক না কেন তাদের মাঝে সবসময় নিজেদের 'সর্বোত্তমতা'র ধারণা অক্ষুণ্ন থাকে। প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারিত হওয়ার সময় তারা এ অনুভূতি ঝালিয়ে নেয়। তাই তারা যত লম্বা সময় ধরেই শাসিত হোক না কেন তাদের মাঝ থেকে এই আত্মমর্যাদাবোধ কখনো হরণ করা যায় না। যেমন চেচনিয়ার উদাহরণ দেওয়া যায়। কম্যুনিজমের শতাব্দীকালব্যাপী উত্তাল স্রোতে তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অস্তিত্ব ধুলিস্মাৎ হয়ে গেলেও পুনরায় তারা জাগ্রত হ'ল আর ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবী তুলে বসল। 'ইসলামই সত্যের একমাত্র উৎস' এই বদ্ধমূল বিশ্বাস অন্যকিছু থেকে তাদের আলাদা করে রেখেছে। পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বের স্কুলগুলোর সিলেবাস তাদের নিজস্ব আঙ্গিকে মডারেশন করতে খুব উদগ্রীব। যাতে মুসলিম তরুণরা ভাবতে না শেখে যে তাদের ধর্মই সত্য। তাদের শিক্ষা হ'ল, সমস্ত ধর্মই 'ভাল'র শিক্ষা দেয়। অতএব কারো ভাবা উচিৎ নয় যে, নিজ ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা এটা

মুক্তবুদ্ধি ও পরমতসহিষ্ণুতা পরিপন্থী। কিন্তু ইসলাম তো এ শিক্ষা দেয়নি। আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। তাই পশ্চিমা বিশ্ব চাইলেই এ বিশ্বাস পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষকে হয়ত পরিবর্তন করা সম্ভব, সরকারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাও পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু কুরআনের পরিবর্তন তো সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসে ফাটল ধরানোর জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সফল হ'লেও পরিশেষে তা একটি অনতিক্রম্য প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে।

অন্যদিকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে মূলতঃ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী সমরতন্ত্র সমস্যা নয় বরং পশ্চিমা সভ্যতা এবং তার জীবনদর্শনই এ সংঘাতের মূল কারণ। এ সভ্যতার মৌলিক উপাদান হ'ল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র। পশ্চিমারা যেটা সবসময়ই উল্লেখ করে। তারা বলে যে, আমাদের প্রতি যারা ঘৃণা ও ঈর্ষা পোষণ করে তারা মূলতঃ আমাদের মহান গণতন্ত্রের প্রতিই ঈর্ষা পোষণ করে। তাদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রই সমগ্র বিশ্বের জীবনব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। কারণ এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা সকল ধর্ম-বর্ণের সমাজকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসতে পারে।

তাদের এ ধারণার পিছনে ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরী। এ থিওরী অনুযায়ী যোগ্যতমেরই কেবল বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে (Survival of the fittest) এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিবলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য বিশ্ব। আর এই শ্রেষ্ঠ জাতির জন্য একটা শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা থাকতেই হবে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রই হ'ল সেই ব্যবস্থা। যাকে কেন্দ্র করে তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি প্রবর্তিত হচ্ছে। এ ধারাতে ডারউইনিয়ান থিওরী অনুযায়ী সবচেয়ে যোগ্যতম জাতি হিসাবে পিরামিডের উপরাংশে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করার পর তারা বাকি বিশ্বকে 'তৃতীয় বিশ্ব' অভিহিত করে তারা তাদের প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা যৌক্তিকভাবেই চাপিয়ে দিতে চায়। কেননা এটাই তাদের চিন্তাধারায় সার্বজনীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীর সকল দেশে তারা ইতিবাচক সাড়া পেলেও কেবল মুসলিম দেশগুলোতে এ আদর্শের পূর্ণ প্রবর্তন করতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলিম দেশগুলো নিয়ে এটাই তাদের মাথাব্যথার মূল কারণ।

এখানে ধর্মনিরপেক্ষতাই বেশী প্রযোজ্য গণতন্ত্রের চেয়ে। কেননা গণতন্ত্র মূলতঃ কেকের উপরস্থিত ক্রীম। মূল অংশ তথা কেকটি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ কারণেই দেখা যায় কোন মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সামরিক বা স্বৈরাচারী সরকার থাকলেও যদি সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতি প্রতিফলিত হয়, তবে পাশ্চাত্যে সে সরকারকে খারাপ চোখে দেখা হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হ'ল রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা থেকে ধর্মকে বিদূরিত করা। অর্থাৎ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক জীবনব্যবস্থার কোন প্রাক্টিস থাকবে না। যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যে কোন ধর্মকে যে যেভাবে খুশী পালন করতে পারে। এজন্য আমেরিকার সেনাবাহিনীতে শয়তানের পূজা পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ধর্ম কেবলই ব্যক্তিগত ব্যাপার যাতে রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম মানুষের কিছু অবাস্তব অতীন্দ্রীয় কল্পনার সমষ্টি। অতএব আচার বিভিন্ন হ'লেও সকল ধর্ম মূলতঃ একই গোড়া তথা মানবীয় কল্পনা থেকে উৎসারিত। মৌলিকভাবে সবগুলোই মানুষের তৈরী বিশ্বাস বা কুসংস্কার। অন্যকথায় যেগুলোকে বলা যায়, লোকজ বা অন্ত্যজ সংস্কৃতি। ব্যক্তিগতক্ষেত্রে কিছু মূল্য আরোপই তার কাজ। তাই পাশ্চাত্য যে যা বিশ্বাস করুক না কেন তাকে সে ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে 'ধর্মপালনের স্বাধীনতা'র নামে তাদের পরিতুষ্ট করে। আর এতে অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ সব 'কুসংস্কারে'র অনুপ্রবেশ ঘটছে না বলে তারা আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের ফলেই তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে একে অযৌক্তিক মনে করে। কেননা সকল ধর্মবিশ্বাস একই উৎসে মূলীভূত। কোন্ যুক্তিতে একটা অপরটার উপর প্রাধান্য পাবে? এটি যুক্তি, সাম্য, উদারতা, সহিষ্ণুতার নীতি বহির্ভূত। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রনীতি গণতন্ত্র আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে। যাকে আধুনিক দুনিয়ার জন্য একমাত্র সমাধান এবং 'সুপিরিয়র মরালিটি' মনে করা হয়। আধুনিক বিশ্বে যে ব্যক্তি যত সেক্যুলার সে ব্যক্তিকে ততই সভ্য বিবেচনা করা হয়। আর এভাবেই ডারউইনী থিওরী অনুযায়ী পশ্চিমারা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য এবং তাদের প্রবর্তিত নীতি-আদর্শই সবচেয়ে বেশী উন্নত ও প্রগতিশীল। সুতরাং বাকী বিশ্বে এটা প্রতিষ্ঠা করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম হিসাবে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, কোন সিস্টেম তা যদি ধর্মনিরপেক্ষতা নির্দেশক হয় তবে তা সরাসরি ইসলামবিরোধী। এখানে মধ্যবর্তী কিছুর অস্তিত্ব নেই। একজন মুসলমানের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ কোন ক্ষেত্র নেই। কেননা ইবাদতের সাধারণ অর্থই হ'ল যা কিছুই করা হবে তা শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই। এটা যেমন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে প্রযোজ্য। এখন অনেকে নতুন করে বলা শুরু করেছেন, মানুষের ধর্মীয় জীবন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি ব্যক্তিগত আচার-আচরণে সীমাবদ্ধ। শিক্ষা, সরকার, প্রশাসন ইত্যাদি নীতিমালার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের এ কথা কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা দ্বারা সমর্থিত নয়। কেননা স্রষ্টার ইবাদতের অর্থ কেবল ছালাত আদায় করা নয় বরং

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে দ্বীনের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করাই ইবাদত।

ইদানীং 'মডারেট' ইসলামপন্থীরা 'ইসলামী গণতন্ত্র' কথাটি উল্লেখ করছেন। মূলতঃ এটা অসম্ভব। কেননা গণতন্ত্রের অর্থ হ'ল জনগণের শাসন। অর্থাৎ জনগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবকিছু চলবে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জনগণের। আর ইসলামে এক্ষেত্রে মূল ক্ষমতাধর হ'লেন আল্লাহ এবং তার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের নিকট পথপ্রদর্শক হ'লেন রাসূল (ছাঃ)। আর পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হওয়া গ্রহণযোগ্য হ'লেও ইসলামের নীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। কারণ এটি সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর এটি নির্ভরশীল নয়। সৃষ্টির ইচ্ছার পরিবর্তনে স্রষ্টার ইচ্ছা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি নিজস্ব সামাজিক আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা বলা হয়, তাহ'লে পরিষ্কারভাবে ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। যেমন দেখা যায় পশ্চিমাদের বর্তমান আইন-সংবিধান ও তাদের আইনের মূলনীতিগুলো তাওরাতের 'দশ নির্দেশ' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যভিচারকে তারা আইনসিদ্ধ করেছে। বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, নীতি হিসাবে বাইবেলের গণতান্ত্রিক গুরুত্ব নেই। কেননা গণতন্ত্রে প্রচলিত ধর্ম কেবল আনুষ্ঠানিক আচার ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের নাম। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রবর্তিত বা গৃহীত নীতিই মূলতঃ ধর্ম।

অনেকে আপত্তি তোলেন যে, ইসলাম ধর্ম খুবই রক্ষণশীল। এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন আনা যায় না। অথচ ধর্ম তো মানবকল্যাণের জন্যই। তাহ'লে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজনে এতে পরিবর্তন আনা যাবে না কেন? যেমনভাবে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী ধর্মে বহু পরিবর্তন আনা হয়েছে? এটা তো প্রগতি ও আধুনিকতা বিরুদ্ধ ব্যবস্থা। ১৪ শত বছর পূর্বের নীতিমালা আজও কিভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হ'তে পারে? হ্যাঁ বাস্তবতা হ'ল এই যে, যদি এই নীতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয় তাতে পরিবর্তনের ক্ষমতা মানুষের নেই। যদি মানুষের ইচ্ছায় তা পরিবর্তন করা যায়, তবে তা আর স্রষ্টার ধর্ম থাকে না, মানুষের ধর্ম হয়ে যায়। মানুষ কখনো নির্ভুল ও সর্বোপযোগী ব্যবস্থাপনা তৈরী করতে পারে না বলেই সর্বদা তার নীতি পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু স্রষ্টার নীতি নির্ভুল ও অপরিবর্তনীয়।

গণতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের যে সূচক তা হ'ল- গণতন্ত্রে (Human System) সুনির্দিষ্ট বা বিধিবদ্ধ কোন ব্যবস্থা স্বীকৃত নয়; হোক তা কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বা সাধারণ নীতি; বরং আইন সবসময়ই সেখানে পরিবর্তনযোগ্য। প্রাপ্তবয়স্ক অধিকাংশের ইচ্ছাই (consenting adults) গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি। অন্যদিকে ইসলামে (Devine System) ধর্মই মানুষের সমগ্র জীবন পরিচালনা করে এবং ধর্মকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মনে করা হয়। কুরআন ও হাদীছ এর মৌলিক ভিত্তি। সুতরাং এ দু'টোর মধ্যে কোন সমঝোতামূলক নীতি (Compromising principle) অবলম্বনের অবকাশ নেই। এটাই ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সভ্যতার সাংঘর্ষিক অবস্থানের মূল কারণ।

বাস্তবতা হ'ল তাত্ত্বিকভাবে এই সংঘাত পূর্বকাল থেকেই বর্তমান। এটা রয়েছে তার কারণ কুরআন হ'ল অপরিবর্তনীয়, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছও সংরক্ষিত। একইভাবে মুসলিম বিদ্বানরাও সর্বযুগে বিদ্যমান, যারা জ্ঞানের এই উৎসগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। যদিওবা সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম জাতি আজ ভিন্নধর্মীদের দ্বারা শাসিত। পশ্চিমা কালচার অধিকাংশ মুসলিম দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। বহু ক্ষেত্রে তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে পরিণত হয়ে পড়েছে। তারপরও মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় এই ভিত্তির কারণে পাশ্চাত্য মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা অব্যাহত রেখেছে।

এখানে প্রশ্ন আসে, ইসলাম এবং তার নীতিমালা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকা স্বত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমারা কিভাবে আধিপত্য চাপিয়ে দিতে সক্ষম হ'ল? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আজ সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে এ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, কাশ্মীর বা ইরাক প্রভৃতি মুসলিম দেশ পশ্চিমাদের হাতে চলে যাওয়া এটা মূলতঃ কোন সমস্যা নয়, বরং আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা তা হ'ল, মুসলমানদের নিকট থেকে ইসলাম হারিয়ে যাওয়া। ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা আজ বড় করুণ। আপন রাষ্ট্র ও সমাজে অবস্থান করেও স্বেচ্ছায় মুসলমানরা আজ ভিন্নধর্মীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। ইসলামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পূর্বপুরুষের কালচারকে বা স্ব স্ব দেশীয় কালচারকে চর্চা করতেই তারা উৎসাহবোধ করছে। জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। নিজেদের মুসলমান বলার চেয়ে সোমালী, পাকিস্তানী, লেবাননী বলে পরিচয় দিতেই তারা বেশী গর্ববোধ করছে। এতসব বিভক্তিকে জারি রেখে আমরা কিভাবে একক মুসলিম উম্মাহ হিসাবে পরিচয় দিব? অপরদিকে এ সুযোগে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো মুসলমানদের এই অধঃপতনের ন্যক্কারজনক দিকগুলো বেশী করে ফোকাস করছে। এভাবে সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক আক্রমণের শিকার হয়ে মুসলমানরা দিনে দিনে পরিচয়শূন্য হয়ে পড়ছে।

সুতরাং **মুসলমানদের আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল সবকিছু পরিত্যাগ করে প্রকৃতরূপে ইসলামের কাছে ফিরে আসা।** তবেই তারা গ্লোবাল ওয়েস্টার্ন কালচার তথা বিশ্বব্যাপী পশ্চিমাদের সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করার নৈতিক যোগ্যতা লাভ করবে। এ ব্যতীত এই হীনকর

অবস্থা থেকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। অর্থনৈতিক, সামরিক বা টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতি এ পথে কোন সাহায্য করতে পারবে না যতক্ষণ না তারা ইসলামিক্যালী সম্মুখে অগ্রসর না হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَئِنْ أَنْتُمُ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِيْ أَعْنَاقِكُمْ ثُمَّ لَا تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوْنَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ وَتَتُوْبُوْنَ إِلَى اللَّهِ–

'যদি তোমরা 'ঈনা' বিক্রয় কর, ষাড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তওবা করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না' *(আবূদাঊদ হা/৩০০৩; আহমাদ হা/৫৩০৪)*। বর্তমানে জিহাদের নামে মুসলমানরা অনেক কিছুই করছে। কিন্তু তা মূলতঃ আল্লাহর কালিমাকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা দানের জন্য নয়। বরং তাদের জিহাদ হচ্ছে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা এমন পথ ও পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে যার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত আদর্শ তথা সুন্নাতের কোন সম্পর্ক নেই।

এজন্য ইসলামের দিকে ফিরে আসার মাঝেই আজকের দিনে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত। নিজেদেরকে দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর উত্তম রূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সফল হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের কেবল বস্তুবাদী উপায়-উপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করা নয়; বরং ঈমানের ভিত্তিতে মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। এ পথই কেবলমাত্র আমাদেরকে পুনরায় একক উম্মাহ (أمة واحدة) হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করতে পারে।

কারো অপেক্ষা না করে আমাদের নিজ থেকেই এই প্রাকটিস্ শুরু করতে হবে। আমরা কি চাইলেই ইরাক, আফগানিস্তানকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব? না। কিন্তু আমরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলেই পারব আমাদের নিজ নিজ পরিবার ও সমাজ পরিমণ্ডলে লোকদেরকে ভ্রষ্টতার পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ঈমানের পথে পরিচালিত করতে। এজন্য আমাদের ধর্ম-বর্ণ-জাতীয়তা ইত্যাদি কাল্পনিক বাধাগুলোকে দূরে ঠেলে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হ'তে হবে।

এভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই এ ক্ষেত্রে অবদান রাখার সমান সুযোগ রয়েছে। এ পথেই আমরা আমাদের সামষ্টিক প্রচেষ্টার (কালেকটিভ ইফোর্ট) মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন (কালেকটিভ চেঞ্জ) আনতে সমর্থ হব ইনশাআল্লাহ। *(সংক্ষেপায়িত)*

ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জনের আবশ্যকতা

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

[১৩৫০ হিজরী মোতাবেক ১৯৩০ সালে সিরিয়ার প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান, সমাজ সংস্কারক, ইসলামী চিন্তাবিদ আহমাদ মাযহার আল-আযমাহ (১৯১১-১৯৮২) সহ কয়েকজন উদ্যমী যুবক সমাজ সংস্কার ও সালাফী দাওয়াত প্রচার-প্রসারের মহান ব্রত নিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা বের করার মনস্থ করেন। ১৯৩৫ সালে 'আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী' (التمدن الإسلامى) নামে পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রকাশের সাথে সাথেই সিরিয়ায় তা ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ পত্রিকায় (১৯ বর্ষ, পৃঃ ৫২৯-৩০) ১৩৭২ হিজরীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯) وجوب التفقه فى الحديث শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির কলেবর সংক্ষিপ্ত হ'লেও এর ইলমী মূল্য অপরিসীম। সেকারণ বাংলাভাষী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটির অনুবাদ পত্রস্থ করা হ'ল।- অনুবাদক]

ইসলামী পত্রিকার অনেক লেখককে আমরা হাদীছের গ্রন্থাবলী থেকে সূত্র উল্লেখ না করেই (তাদের প্রবন্ধে) হাদীছ উদ্ধৃত করে সেগুলিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতে দেখি। অধিকন্তু তারা ঐ সকল হাদীছকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। অথচ দেখা যায় তা কখনো যঈফ আবার কখনো মওযূ' (জাল) হয়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সকল যঈফ ও জাল হাদীছের ব্যাখ্যায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খরচ করেন। কেউ কেউ নিজের মতের বিরোধী হ'লে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের নিকট অকাট্যভাবে বাতিল ও জাল হাদীছ দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকেন। যেমনটি পত্রিকাটির সাম্প্রতিক কিছু সংখ্যায় ঘটেছে।

আমি (আলবানী) সেই সকল সম্মানিত প্রবন্ধকার, লেখক, খতীব, বক্তা ও শিক্ষাগুরুর উদ্দেশ্যে নছীহত স্বরূপ বলব, মুহাদ্দিছগণের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কোন হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সেটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণী:

اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّيْ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'তোমরা না জেনে আমার পক্ষ থেকে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক হও। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে

নিল'। হাদীছটি ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি 'ফায়যুল কাদীর' গ্রন্থে এসেছে।

হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমঃ হাদীছ ছহীহ-যঈফ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা বিদ্বানের তাক্বলীদ না করে এক্ষেত্রে উছূলে হাদীছের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হাদীছের সনদ ও বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে গবেষণা করে হুকুম সাব্যস্ত করতে হবে। এ যুগে এটি বিরল ব্যাপার। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, নগণ্যসংখ্যক ব্যক্তিই বর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করছেন।

দ্বিতীয়ঃ হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে এমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করবে যে গ্রন্থের সংকলক কেবল ছহীহ হাদীছ সংকলন করেছেন। যেমন ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য। অথবা মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মুহাক্কিকগণের বক্তব্যের উপর নির্ভর করবে। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন, আবূ হাতিম আর-রাযী ও তদ্রুপ পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ এবং ইমাম নববী, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, যায়লাঈ, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও তদ্রুপ পরবর্তী বিদ্বানগণ।

এ (দ্বিতীয়) পদ্ধতিটি প্রত্যেক সত্যান্বেষীর জন্য আয়াসসাধ্য। তবে হাদীছ পর্যালোচনা ও তাহকীক করার ক্ষেত্রে তাকে একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হবে। এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। যে ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিষয় দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে সজাগ, তার এথেকে বিমুখ হওয়া অনুচিত।

যেই খতীব প্রত্যেক জুম'আয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য হাদীছ বর্ণনা করেন, কিন্তু হাদীছ সংকলক ও বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেন না তার সম্পর্কে ফক্বীহ ইবনু হাজার আল-হায়ছামীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,

ماذكره من الأحاديث فى خطبته من غير أن يبين رواتها أومن ذكرها، فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث، أو ينقلها من (كتاب) مؤلفه من أهل الحديث، أو من خطب ليس مؤلفها كذلك، فلايحل ذلك! ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد، وهذا حال أكثر الخطباء، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا، فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك.

'ঐ খতীব হাদীছের বর্ণনাকারী ও সংকলকদের নাম উল্লেখ ব্যতীত যে সকল হাদীছ তার খুতবায় উল্লেখ করেন তা এ শর্তে জায়েয যে, তিনি হাদীছ বিশেষজ্ঞ। অথবা তিনি এমন গ্রন্থ থেকে হাদীছ উদ্ধৃত করেন যার সংকলক আহলুল হাদীছ। আর যদি এমন খুতবাসমূহ থেকে হাদীছ উদ্ধৃত করেন যার রচয়িতা এমনটি (আহলুল হাদীছ) নন, তাহ'লে তার জন্য তা বৈধ হবে না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাকে কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে হবে। অধিকাংশ খতীবের অবস্থাই এরূপ। তারা কোন গৎবাধা খুতবায় হাদীছ দেখে তা মুখস্থ করে ঐ সকল হাদীছের ভিত্তি আছে কি-না তা অবগত না হয়েই তার দ্বারা খুতবা দেন। প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তার উচিত খতীবগণকে এথেকে সতর্ক করা'। এরপর তিনি বলেন,

فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده فى روايته، فإن كان مستندا صحيحا، فلا اعتراض عليه، وإلا ساغ الاعتراض عليه، بل وجاز لولى الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق.

'সুতরাং এ ধরনের খতীবের উচিত তার বর্ণনার সনদ তথা সূত্র উল্লেখ করা। যদি তার সূত্র ছহীহ হয় তাহ'লে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। নতুবা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন যুক্তিযুক্ত হবে। এমনকি অন্যায়ভাবে এই সম্মানজনক পদে আসীন হওয়ার দুঃসাহস দেখানো থেকে সতর্ক করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান তাকে খতীবের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন' *(আল-ফাতাওয়া আল-মাদীনিইয়াহ, পৃঃ ৩২)*।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত

-আব্দুল ওয়াদূদ*

(২য় কিস্তি)

দাওয়াতের ভিত্তি :

দাওয়াতের মোট ৪টি খুঁটি বা ভিত্তি রয়েছে। যথা- (ক) ডাকা (الدعوة)। (খ) আহ্বানকারী (الداعى)। (গ) (المدعو) আহূত ব্যক্তি। (ঘ) দাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি (أساليب الدعوة)। নিম্নে এগুলির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হ'ল-

(ক) ডাকা (الدعوة) :

আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটি প্রত্যেক নবীর বৈশিষ্ট্য হ'লেও মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তাঁর অবর্তমানে এ মহান কাজ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

দাওয়াতের বিষয় :

দাওয়াতের বিষয় হ'ল ইসলাম, যা আল্লাহ তা'আলা অহি-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি হালাল বিষয় মানার জন্য আদেশ ও হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য নিষেধ করতে হবে।

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণীয় :

১. দাঈ যে বিষয়ের দিকে ডাকবে সে বিষয়ের উপর তাকে পূর্ণ বিশ্বাসী হ'তে হবে। প্রত্যেক নবী-রাসূলই দাওয়াতের পূর্বে দাওয়াতের বিষয়ের উপর নিজেরা পূর্ণবিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহ বলেন, آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ– 'রাসূলের উপর তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তিনি নিজে এবং মুমিনগণ তার উপর ঈমান এনেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*।

২. দাঈকে ঈমান আনার পাশাপাশি ঈমান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

৩. দাঈর বিশ্বাসকে যে কোন প্রকারের জাতিগত বা গোত্রগত গোঁড়ামী থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যে দ্বীনে হক্বের দিকে দাঈ মানুষকে ডাকবে সে হক্ব থেকে দাঈকে যেন কোন জাতির শত্রুতা অথবা মিত্রতা বিচ্যুত করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى–

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র জন্য সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান থাক এবং ইনছাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে, তোমরা ইনছাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার কর। এটা তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী' *(মায়েদা ৫/৮)*।

অনুরূপভাবে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পিতা এবং নিজেদের কোন অভ্যাসও যেন দাঈকে তার দাওয়াত দেওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনছাফের ধারক হও এবং আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর অথবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের উপরে পড়লেও। আর সাক্ষীদ্বয় গরীব অথবা ধনী হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহ্‌র এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার থেকে বিরত থেক না' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

৪. দাঈ প্রয়োজনে সত্যকে প্রচার করার জন্য ও মিথ্যাকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

৫. দাওয়াতকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভংগিতে, বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করতে হবে। কখনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে, কখনো শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, কখনো বাস্তব কাহিনী বর্ণনা করতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বিভিন্নভাবে সঠিক, সত্য দাওয়াত পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'এমনিভাবে আমরা দলীল সমূহ বিভিন্ন ঢং-এ বর্ণনা করে থাকি, যাতে তারা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে এবং বলে উঠে, তুমি শুনিয়ে দেয়ার হক্ব আদায় করেছ। আর যে সব লোক জ্ঞান অর্জন করার ইচ্ছা রাখে তাদের জন্যও আমার দলীল সমূহ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে দেই' *(আন'আম ৬/১০৫)*।

৬. দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে। কেননা ইসলামের প্রতিটি বিধান যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ কোন নবীকে জোর করে মানুষের উপরে দাওয়াত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেননি। আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ– 'অতএব, আপনি উপদেশ প্রদান

* তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া), সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

করুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন' *(গাশিয়া ৮৮/২১-২২)*।

(খ) আহ্বানকারী (الداعى) :

যে ব্যক্তি মানুষকে খারাপ, মন্দ ও ধর্মের নামে অধর্মের কাজ থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে আহ্বান করে তাকে 'দাঈ' বা আহ্বানকারী বলে। একজন দাঈ সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিবে ও শিরক থেকে বিরত রাখবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِىْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা সেটাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত করাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে ছাদাক্বাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে'।[১৮১]

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত মানুষ তাওহীদের উপর ছিল। আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে তার কওমের নিকট প্রেরণ করলেন এবং প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـــهٍ غَيْرُهُ-

'আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯)*। শুধু নূহ (আঃ)-কে নয় প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

'(হে নবী!) আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*।

দাঈর প্রস্তুতি :

দাঈ দাওয়াত দেওয়ার আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে:

(১) الفهم الدقيق বা সূক্ষ্ম বুঝ :

দাওয়াত দেওয়ার আগে উক্ত বিষয়ে ইলম অর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'তুমি জান যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং তোমার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা আমলের আগে ইলম অর্জনের কথা বলেছেন। অন্য আয়াতে তিনি জ্ঞানীদেরকে সাধারণ মানুষের উপর মর্যাদাশীল গণ্য করেছেন। যেমন তিনি বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ- 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

মানুষের প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হয় কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুধাবন ও গবেষণার মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ- 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ঐ আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا 'তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

(২) الإيمان الوثيق বা গভীর ঈমান :

একজন দাঈ দাওয়াত দেওয়ার আগে নিজের ঈমানকে ঠিক করবে। দাঈ যে দিকে লোকদেরকে ডাকবে সে বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে ও ঈমান আনতে হবে। আর সে ঈমান হবে গভীর ঈমান, যে দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষদেরকে ডেকেছেন এবং ছাহাবীগণ ঈমান এনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন।

১৮১. *বুখারী হা/১৩৯৫ 'যাকাত' অধ্যায়।*

(৩) الإتصال الوثيق বা মযবুত সম্পর্ক গড়া :

দাঈ সব সময় আল্লাহ্র সাথে সর্ম্পক মযবুত রাখবে। কারণ আল্লাহই একমাত্র মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন। আর আল্লাহ যা চান তাই ঘটে এবং যা চান না তা ঘটে না। এজন্য আল্লাহ্র পথের দাঈকে আল্লাহ্র সাথে মযবুত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট' *(তালাক ৬৫/৩)*। বিশেষ করে দাঈ যদি আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে তাহ'লে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَّطْغَى، قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى–

'তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের প্রতি যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি' *(ত্বাহা ২০/৪৫-৪৬)*।

দাঈ বা আহ্বানকারীর চরিত্রঃ

দাঈকে নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হ'তে হবে:

১. ইখলাছ ও বিশুদ্ধ নিয়ত (الإخلاص والنية الصحيحة):

আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতসহ যে কোন নেক আমল করার জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হ'ল নিয়তকে খালেছ করা ও সকল কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، 'তাদেরকে তো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা শুধু খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তারই জন্য দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে' *(বাইয়্যিনাহ ৯৮/৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اخلص دينك يكفيك العمل القليل، 'তুমি তোমার দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে পালন কর, তাহ'লে অল্প আমলই তোমার (নাজাতের) জন্য যথেষ্ট হবে'।[১৮২]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يايها الناس اخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالي لاتقبل من الأعمال إما خلصله، 'তোমরা তোমাদের আমলগুলি খালেছভাবে সম্পন্ন কর, কারণ আল্লাহ তা'আলা ইখলাছ বিহীন কোন আমলই কবুল করেন না'।[১৮৩]

ইখলাছের সাথে সামান্য আমলও দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক উপকারে আসবে। পক্ষান্তরে ইখলাছশূন্য আমল দ্বারা দুনিয়াতেও লাভ হয় না এবং আখেরাতেও এর কোন প্রতিদান বা বদলা পাওয়া যাবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পেশ করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় প্রদত্ত নে'মত স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই নে'মতের বিনিময়ে দুনিয়াতে তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বীর-বাহাদুর বলা হয়। আর তোমার উদ্দেশ্য অনুসারে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন তাকে উপুড় করে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর উপস্থিত করা হবে একজন আলেমকে। যে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে ও সে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছে। আল্লাহ পাক তাকে প্রথমে তার প্রতি প্রদত্ত নে'মত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি নিজে ইলম অর্জন করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ বরং তুমি এই জন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যেন তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন মজীদ এজন্য অধ্যয়ন করছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। তোমার অভিপ্রায় অনুসারে দুনিয়াতে তোমাকে আলেম ও ক্বারী বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর বিচারের জন্য আরেক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যাকে আল্লাহ পাক বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথমে তার প্রতি প্রদত্ত নে'মত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও সমস্ত নে'মতের কথা অকপটে স্বীকার করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া স্বরূপ তুমি কি করেছ? সে তখন বলবে, আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা পসন্দ করতেন আমি এর একটিও হাতছাড়া করিনি, বরং সেই সকল পথেই তোমার সন্তুষ্টির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি ধন-সম্পদ

১৮২. *হাকিম, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫৪*।
১৮৩. *বায়হাকী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৫৫*।

খরচ করনি। বরং এর পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন তোমাকে একজন দানবীর বলা হয়। আর তোমার উদ্দেশ্য অনুসারে তা বলাও হয়েছে। সুতরাং ফিরিশতাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে, তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য'।[১৮৪]

২. ইলম বা জ্ঞান (العلم) :

জ্ঞানার্জন করা দাঈর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। কেননা দাঈ বা আহ্বানকারী মানুষকে যে পথের দিকে ডাকবে সে পথ সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি প্রথম অহী ছিল জ্ঞানার্জন সম্পর্কে। সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতে আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، 'পড়ুন! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *('আলাক ৯৬/১)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 'আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। তাই জ্ঞানার্জন ব্যতীত আল্লাহ্র দিকে ডাকলে সে নিজে বিপদে পড়বে এবং যারা তার ডাকে সাড়া দিবে তারাও বিপদে পড়বে।

নবী করীম (ছাঃ) ইলমবিহীন ফৎওয়া দেওয়া ও ইলমবিহীন লোক থেকে ফৎওয়া নেওয়াকে গুমরাহী বলেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ ইলম এমনভাবে উঠিয়ে নিবেন না যাতে লোকদের থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হয় বরং ওলামায়ে কিরামের ইন্তিকালের মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। এমনকি শেষে একজন আলিমও বেঁচে থাকবে না। তখন লোকেরা জাহিলদেরকে নিজেদের ইমাম বা নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ইলম ছাড়াই ফৎওয়া দিবে। এভাবে তারা নিজেরা গুমরাহ হবে এবং লোকদেরকেও গুমরাহ করবে'।[১৮৫]

৩. সত্যবাদিতা (الصدق) :

দাঈকে অবশ্যই কথা ও কাজে সত্যবাদী হ'তে হবে। কুরআন ও হাদীছে সত্যবাদিতার অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে সত্যবাদীদের সাথী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُوْنُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

ক্বিয়ামতের দিন সত্যবাদিতার অসীলায় বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন,

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

'আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে, তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা' *(মায়েদাহ ৫/১১৯)*।

দাঈ সত্যবাদিতা অর্জন করবে কথা ও কাজে। কথায় সত্যবাদিতা হ'ল: মুখে সত্য কথা বলা, কোনরূপ মিথ্যা বা ধোকাপূর্ণ কথা না বলা। আমলে সত্যবাদিতা হ'ল: পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী শিরক বিদ'আতমুক্ত ছহীহ আমল করা।

৪. ধৈর্য বা (الصبر) :

দাঈ বা মুবাল্লিগের আরেকটি প্রধান গুণ হ'ল ধৈর্যধারণ করা। কারণ আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিলে বিপদ আসবে, লোকে পাগল বলবে, সহজে গ্রহণ করবে না। তাই এ অবস্থায় যদি দাঈ ধৈর্যধারণ না করে তাহ'লে সে দাওয়াত দিতে পারবে না। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় পৃথিবীর যে স্থানে যে-ই হক্বের দাওয়াত দিয়েছেন লোকজন তার দাওয়াত সহজভাবে গ্রহণ করেনি বরং দাঈদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে।

নূহ (আঃ)-কে প্রথম রাসূল হিসাবে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৯৫০ বছর আল্লাহ্র পথে লোকদেরকে ডাকলেন কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তারপরও নূহ (আঃ) ধৈর্য সহকারে দিনে-রাত্রে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। শুধু নূহ (আঃ) নন বরং সকল নবী-রাসূলই ধৈর্যধারণ করেছেন। ইবরাহীম (আঃ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও ধৈর্যহারা হননি, মূসা (আঃ) দেশ ছেড়েও ধৈর্য হারাননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ যখন মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন, মক্কার লোকেরা সহজে তা গ্রহণ করেনি, বরং তারা নানাভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ খাব্বাব বিন আরত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মক্কার কাফিরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন চাদর মাথার নিচে রেখে কা'বা শরীফের ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চান না? আর

১৮৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬১৭।*
১৮৫. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৯২।*

আমাদের জন্য দো'আও করেন না? তিনি বললেন, তোমাদের আগের যামানার মানুষকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে দাড় করানো হ'ত। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হ'ত এবং তাকে টুকরা করে দেওয়া হ'ত, কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে শরীরের গোশত ও হাড় ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হ'ত। তবুও কোন কিছু তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম! এ দ্বীন পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করেই দিবেন ইনশাআল্লাহ। এমনকি সে সময় একজন সাওয়ার সানয়া থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তার নিজের মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় রাখবেন না। কিন্তু তোমরা তাড়াতাড়ি করছ'।[১৮৬]

ছবর ঈমানের অর্ধেক, কুরআনের ৮০টিরও অধিক স্থানে ছবর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দাকে ধৈর্যের আদেশ দিয়ে বলেন, اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। ধৈর্যহারা হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা করে আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তাড়াতাড়ি করো না' *(আহকাফ ৪৬/৩৫)*।

ধৈর্যশীলদের জন্য পরকালে রয়েছে অসংখ্য পুরস্কার। আল্লাহ্র বাণী, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـــا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. 'আপনি ছবরকারীদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা কোন বিপদের সম্মুখীন হ'লে বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তার দিকেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ 'তাদের ধৈর্যধারণের কারণে তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে তারা মন্দের জবাবে ভাল করে' *(ক্বাছাছ ৫৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'যারা ছবরকারী তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত' *(যুমার ৩৯/১০)*।

উল্লেখ্য যে, ছবর বা ধৈর্য তিন প্রকার। যথা: (ক) আল্লাহ্র আনুগত্যে ছবর (খ) আল্লাহ্র নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বিরত থাকার ছবর ও (গ) বিপদ-আপদে ছবর করা।

[চলবে]

১৮৬. *বুখারী, হা/৩৬১২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪১।*

আর কতদূর!

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না; তারা পরস্পরের বন্ধু এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে তাদেরই একজন হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*।

শয়তান আল্লাহর নাফরমানী করার কারণে অভিশপ্ত। ইহুদী-খৃষ্টানরা এই শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় না চলে চলছে শয়তানের রাস্তায়। তাই মুমিন-মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, যাতে তারা কাফিরদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। কেননা কাফিররা শয়তানের মতই দাগাবাজ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের পর আরবের কাফিররা অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী হুকুমত। জনৈক অমুসলিম পণ্ডিতের উক্তি- Hazrat Muhammad (sm.) was the threefold founder of a state, a nation and a religion. অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুর্দান্ত অধর্মাচারী আরব-বেদুঈনদের দেশে একটি অভিনব শক্তিশালী রাষ্ট্র, জাতি এবং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা বিস্ময়কর বৈকি! আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে তা সম্ভব হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তিকালের পরেও খলীফা চতুষ্টয়ের শাসনামলে খেলাফতের বিস্তৃতি ঘটে। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াযীদ খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন। এখান থেকেই ইসলামী খেলাফতে শুরু হয় বিরোধ। এ বংশের নাম উমাইয়া। এদের শাসনামলে রাজধানী ছিল সিরিয়ার দামিশক নগরী। উমাইয়া বংশের পতনের পর ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় বংশ খেলাফত লাভ করে। এদের শাসনামলে রাজধানী ছিল ইরাকের বাগদাদ নগরী। কালক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনতা অস্বীকার করায় খেলাফত বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রায় অর্ধজগৎ মুসলমানদের শাসনাধীন থাকলেও আত্মকলহের

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

ফলে ইসলামী খেলাফত ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মুসলমান শাসকগণও কিছু কিছু ইসলামবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

মুসলমানদের দুশমন খৃষ্টান নরপতিরা ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করে। এ ক্রুসেড চলে ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছর। ক্রুসেড মুসলিম খেলাফতকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলে। মূসা এবং তারিক স্পেনকে খেলাফতের অধীন করে নেয়। এই বিজয়ে ইউরোপীয় ভূখণ্ডে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাড়ে সাতশত বছর তা স্থায়ীত্ব লাভ করে। খেলাফত দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং মুসলমান শাসকবর্গের অনৈক্যের কারণে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড দেশটি দখল করে নিয়ে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চালায়। একবার প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে মসজিদে একত্রিত করে। তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তারপর সমবেত মুসলমানদেরকে মসজিদে বন্দী করে আগুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারা হয়। সেটা ছিল এপ্রিল মাসের ১ তারিখের ঘটনা। সেই থেকে অদ্যাবধি খৃষ্টানরা মুসলমানদের বোকামী ও শোচনীয় পরিণতির স্মরণার্থে এপ্রিল ফুল (April Fool) নামের উৎসব উদযাপন করে আসছে। বর্তমান সময়ে আহম্মক মুসলমানরাও এই উৎসবটি পালন করে থাকে। তারা এ উৎসবের উৎস খুঁজতে যায় না। বর্তমান সময়ের মুসলমানরা আত্মবিস্মৃত। তারা নিজেদের মান-অপমানের কথা ভেবে দেখে না। পাশ্চাত্যের খৃষ্টগজৎকে অনুসরণ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধ বলতে গেলে, বিশ্বের মুসলিম শাসনের মূলোৎপাটন করে ফেলে। খৃষ্টানদের অধীন হয়ে গিয়ে মুসলিম খেলাফত কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুসলিম দেশগুলি খৃষ্টান প্রশাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু খেলাফত চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশই গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়। অবশ্য কয়েকটি দেশে রাজতন্ত্রও বহাল থাকে। মুসলিম দেশসমূহ কিছুকাল খৃষ্টানদের শাসনে থাকার ফলে সেখানে একদল বর্ণসংকর জন্মভাল করে মন-মানসিকতায়, আচার-আচরণে। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের কিছু কিছু মুসলমান খৃষ্টীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই মুসলিম দেশসমূহে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে।

ভারতবর্ষ পৌত্তলিকদের দেশ। এদেশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়। এখানে ছয়শত নব্বই বছর মুসলিম শাসন কায়েম থাকলেও মুসলমান শাসকেরা ইসলাম প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। বরং ইসলামী অনুশাসনের কিছু কিছু খেলাফ করেও চাইতেন ভারতীয় হিন্দুদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য। এ লক্ষ্যে বাদশাহ আকবর মসজিদের পরিবর্তে ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। ইসলামের স্থলে তার উদ্ভাবিত দ্বীন-ই-ইলাহী প্রচার করতে চাইলেন। হিন্দু রমণীকে ইসলামে দীক্ষিতা না করেই বেগম হিসাবে হারেমে স্থান দিলেন। বাদশাহ শাহজাহান পুত্র দারাশিকো তো বেদ-উপনিষদ-গীতা অধ্যয়ন করে ফার্সী ভাষায় তা অনুবাদ করেন। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে জপ-তপও করতেন। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় সকল হিন্দুদের প্রিয়পাত্র হ'তে সক্ষম হননি মুসলমান শাসকবর্গ। মুখ্যতঃ হিন্দুদের ষড়যন্ত্র এবং কতিপয় মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় সংঘটিত হয় পলাশী ট্রাজেডী। ভারতে ব্রিটিশ খৃষ্টানদের রাজত্বের সূত্রপাত এখান থেকেই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত একশো বছর ব্রিটিশ কোম্পানীর শাসন। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ রাজের শাসন কায়েম হয় মীর জাফরের পতনের মধ্য দিয়ে।

ইসলাম তথা মুসলমানদের দুশমনরা ভারতের শাসন ক্ষমতায় এসে তাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা চাপিয়ে দিতে থাকে এদেশের অধিবাসীদের উপর। হিন্দুরা যত সহজে তা গ্রহণ করে, মুসলমানরা সেভাবে নিতে চায়নি। ফলতঃ রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা হিন্দুদের ভাগ্যে জুটলেও মুসলমানরা থাকে বঞ্চিত। অবশেষে বাধ্য হয়েই কিছু কিছু মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করে রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। এভাবেই মুসলমানরা পাশ্চাত্য ভাবধারার আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের পর খুব একটা সময় লাগেনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু হ'তে। মুসলমানদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তারা দাবী তুলল খেলাফতের। হিন্দুরা দাবী তুলল রামরাজত্বের। আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হ'ল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের ঢাকায় গঠিত হয় মুসলিম লীগ নামের রাজনৈতিক দল। পরে তা সর্বভারতীয় হয়ে যায়। ইতিপূর্বেই কপিতয় মুসলমান নেতা রামরাজত্বের দাবীদার কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হন। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাকামী। হিন্দু-মুসলমানে কয়েকবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায় মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ সহ কতিপয় মুসলমান নেতা কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। দাবী ওঠে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ভারত বিভক্ত হয়ে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হ'ল, কিন্তু মুসলমানদের দ্বীনী রাষ্ট্র হ'ল না। পাকিস্তান হবার পর দেশে কিছু উর্দূ-আরবী শব্দের প্রচলন হ'লেও সরকারীভাবে কোন দ্বীনী আইন প্রণীত হয়নি। দেশ চলছিল ব্রিটিশ শাসনামলের নিয়মেই। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা

হ'লেও দেশে কোন ইসলামী আইনের প্রচলন হয়নি। কেমন করে হবে? শাসনরজ্জু যাদের হাতে তারাতো নামের মুসলমান। তারা পাশ্চাত্যের খৃষ্টানী শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতায় অভ্যস্ত। তাই ইসলামের প্রতি তাদের প্রাণের টান ছিল না।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশ ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অন্যতম আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হবার কারণে আরবী-উর্দূ শব্দ বর্জন করে তদস্থলে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের হিড়িক পড়ে যায়। এমনকি মুসলমানদের সর্বকর্মে ব্যবহার্য 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' বাক্যটিরও বঙ্গানুবাদ ব্যবহৃত হ'তে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার সাফাই গাওয়া হ'ল এই বলে যে, যার যার ধর্ম পালনে কারো বাধা থাকবে না- এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রশ্ন রাখা যায় যে, ইসলাম ধর্ম কি দেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম-কর্মে কখনও বাধা দিয়েছে? ইসলামী খেলাফত এবং মুসলমান নবাব-বাদশাহদের শাসনামলে মুসলিম দেশে অমুসলিমদের বসবাস ছিল। তখনও কোন মুসলিম শাসক ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকাজ এবং তাদের সামাজিক রীতি-নীতির উপর হস্তক্ষেপ করেননি। কোন মুসলমানও তার প্রতিবেশীর ধর্মীয় এবং সামাজিক কাজে বাধার সৃষ্টি করেনি। কুরআন মাজীদে আল্লাহর ঘোষণা- لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। মহানবী (ছাঃ)ও পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলে গেছেন। ইহুদী-খৃষ্টান-মুশরিকরাই বরং অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে পরধর্মের প্রতি। তারা অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রতি। আজও সমগ্র খৃষ্টান বিশ্বে বসবাসরত মুসলমানরা নিগ্রহের শিকার। বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, ফিলিস্তীন প্রভৃতি দেশে মুসলিম নির্যাতন চালিয়েও তাদের খায়েশ মেটেনি। ইরাক, আফগানিস্তানের মত শক্তিশালী মুসলিম দেশ কবজা করে নেওয়ার পরেও তারা অন্যান্য মুসলিম দেশের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। মুসলমান তাদের দুশমন। দুশমনদের দেশে তারা অন্ততঃ অবাধ বাণিজ্য এবং লুটপাট চালাবেই।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমান। মুসলমানের ধর্ম ইসলাম। এ দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ইসলাম নিরপেক্ষ রাখার কারণ কি? এটা কার স্বার্থে? প্রতিবেশী দেশ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতা হ'লেও দেশটা হিন্দুধর্ম নিরপেক্ষ করবার জন্য সেখানে কারো মাথা ব্যথা নেই। আর বাংলাদেশে ইসলাম শব্দটাই কোন কোন ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবদর কাছে অসহ্য। এই মতাবলম্বীরাই মাঝে মধ্যে অভিমত প্রকাশ করে যে, দেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক দল করা চলবে না। কেউ কেউ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসার প্রতিও কটাক্ষ করে কথা বলে। এক সময়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সংবিধান শীর্ষে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' যোগ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করে একটা মুসলিম আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পান। তার পরে জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণা করেন। এতসবের পরেও দেশের আইন-কাঠামোতে কোন ইসলামী বিধান স্থান পায়নি। বরং ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড বেড়েছে রাষ্ট্রে এবং সমাজে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, সত্যিকারের ইসলাম বলতে যা বুঝায়, তা দেশ এবং মুসলমানদের সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে বিদায় নেবে। তার আলামত সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেছিল, 'অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বর্জন আবশ্যক। মুসলমানের নামের পূর্বে আলহাজ্জ, মুহাম্মাদ লেখায়ও তারা আপত্তি তুলেছিল। এসব না করলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক হয় না। ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমানদেরও পসন্দনীয় কথাই তারা বলেছিল। বস্তুতঃ দ্বীনদার মুসলমানদেরও সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকায় খুশির কোন কারণ নেই। ব্রিটিশ শাসনামলে সূদ ছিল শুধু ব্যাংকে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে কেউ সূদের ব্যবসা করলেও তা অতিগোপনে করত। বর্তমানে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে সূদের লেনদেন সমিতি না আছে। এনজিও আগ্রাসনের ফলে এর ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। ব্রিটিশ যুগেও দু'চারজন মুসলমান নারী যে চাকুরী করতেন না, তা নয়। তবে সকল ক্ষেত্রে নয় এবং মোটামুটি কিছুটা আব্রু-পর্দা বজায় রেখেই করতেন। এখন এনজিও-র মহিলাকর্মীরা পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কিস্তি আদায়ের প্রয়োজনে সময়ে-অসময়ে যত্রতত্র টইটই করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইসলাম নিষিদ্ধ সহশিক্ষা এখন দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসাতেও চালু হয়ে গেছে। পর্দার খেলাফ হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মায়েদের হাতে দেবার নিয়মের কারণে। এমতাবস্থায় নারীদের পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদানে আর বাধা কিসের? আবার সন্তানের পরিচয়ে পিতার নামের সঙ্গে মায়ের নাম লেখা হচ্ছে, যা বিজাতীয় প্রথা। বর্তমানে জন্ম নিবন্ধন এবং ভোটার তালিকায় ধর্মীয় পরিচয় বর্জন-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী লোকদের পক্ষে উত্তম বটে। তাদের মধ্যে তো ইতিপূর্বেই ধর্মীয় পরিচয় বর্জন করে হিন্দু-মুসলমানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে কিতাবে আর কিছু দ্বীনদার আমলকারী মুসলমানদের মধ্যেই কেবল ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে: আমাদের দেশে এইসব খৃষ্টানী হালচাল আর কতদূর গড়াবে? কে দিবে এ প্রশ্নের জবাব? আল্লাহ দ্বীনদার মুসলমানদের সহায় হউন। আমীন!!

Contents

নবীনদের পাতা

মি‘রাজ : প্রাসঙ্গিক আলোচনা

*আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক**

উপস্থাপনা : যুগে যুগে আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নবীকে মু‘জিযা দান করেছেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর কথোপকথন ও তাঁকে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা, ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া ও তাঁর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি কাউকেই আখেরাতের পরিস্থিতি তথা জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখার সুযোগ দেননি। শুধু আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে স্বসম্মানে স্বশরীরে আখেরাতে কি ঘটবে তা স্বচক্ষে দেখিয়েছেন। এছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নবীকে তাঁর দয়া ও রহমতের বদৌলতে বহু মু‘জিযা দান করেছেন। মাত্র এক রাতেই এই অধুনা পৃথিবীর মাটি হ’তে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া এবং জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন সহ নবীদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে এসে এক বিস্ময়কর ও অকল্পনীয় ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। এ ঘটনা যেন বিজ্ঞানের এই যুগে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানকেও চ্যালেঞ্জ করছে। বস্তুত: এটাকে আল্লাহ তাঁর একটি ছোট নিদর্শন হিসাবে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন।

মি‘রাজের পরিচয় :

শাব্দিক বিশ্লেষণ: মি‘রাজ (معــراج) শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থঃ আরোহণের বড় যন্ত্র বা আরোহণের জন্য বড় যানবাহন। قاموس المحيط গ্রন্থকার বলেন, المِعْراجُ والمِعْرَجُ الــسُّلَّمُ والمِــصْعد ‘মি‘রাজ অর্থ হচ্ছে সিঁড়ি বা উপরে আরোহণের যন্ত্র।[১৮৭]

লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন, ‘মি‘রাজ অর্থ হচ্ছে সিঁড়ির অনুরূপ কিছু বা কোন স্তর অথবা ধাপ, যা দ্বারা কবযকৃত রূহ উপরে উঠানো হয়। মি‘রাজ বলতে একটি সিঁড়িকে বুঝায়। আর এখান থেকেই লায়লাতুল মি‘রাজ বলা হয়।[১৮৮]

পরিভাষায় হিজরতের পূর্বে একটি বিশেষ রাতের শেষ প্রহরে বায়তুল্লাহ হ’তে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত বোরাক্বে ভ্রমণ অতঃপর সেখান থেকে অলৌকিক সিঁড়ির মাধ্যমে সপ্ত আসমান পেরিয়ে আরশে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন ও পুনরায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস হয়ে বোরাক্বে আরোহণ করে প্রভাতের আগেই মক্কায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের ঘটনাকে মি‘রাজ বলা হয়।

মি‘রাজের বিবরণ : মি‘রাজের পূর্ণ বিবরণ পবিত্র কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়নি, তবে হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এর পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বিবরণ এসেছে। নিম্নে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনা তুলে ধরা হ’ল।-

বক্ষ বিদীর্ণকরণ : রাসূল (ছাঃ)-কে মি‘রাজ ভ্রমণ করানোর পূর্বে তাঁর বক্ষকে বিদীর্ণ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فُرِجَ عَنِّيْ سَقْفُ بَيْتِيْ، وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ، فَفَرَجَ صَدْرِيْ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَعُرِجَ بِيْ إِلَى السَّمَاءِ.

‘আমি মক্কায় থাকাকালীন এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হ’ল। অতঃপর জিবরীল (আঃ) অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর উহাকে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ-পাত্র এনে তা বক্ষে ঢেলে দিলেন। অতঃপর উহাকে বন্ধ করে দিলেন। তারপর জিবরীল আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন।[১৮৯]

বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস: এরপর আল্লাহ্র নবীকে বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ‘মহাপবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে এক রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বছায় নিয়ে গিয়েছিলেন’ (*বনী ইসরাঈল ১*)।

নবীদের ছালাতে ইমামতি : মাত্র ২৩ বছরে একটি নিষ্কলুষ সমাজ গঠনের মহাবিপ্লবের মহানায়ক মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে আসলেই পৃথিবীতে সর্বকালে আগত নবীদের সরদার তার একটি প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলা মি‘রাজের ঘটনায় প্রদান করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে- وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ... فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَــأَمَمْتُهُمْ ‘আমি আমাকে নবীদের এক জামা‘আতের মাঝে খুঁজে পেলাম। ... তারপর ছালাতের সময় হয়ে গেল এবং আমি তাদের ইমামতি করলাম’।[১৯০] সকল নবীর সামনে ইমামতির মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এখন ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল নবীর সকল ধর্ম বাতিল। এখন একমাত্র অনুসরণীয়

---

* *আলিম (২য় বর্ষ), নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।*

১৮৭. *ফিরোযাবাদী, কামূসুল মুহীত, ১/১৮৮ পৃঃ।*

১৮৮. ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব, ২/৩২০।

১৮৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; *মিশকাত হা/৫৮৬৪*, ‘ফাযায়েল’ অধ্যায় ও মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

১৯০. ছহীহ মুসলিম হা/১৭২; *মিশকাত হা/৫৮৬৬, ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।*

ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এজন্যই তো আল্লাহ তা'আলা বলছেন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীন অন্বেষণ করবে তা কবুল করা হবে না' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

দুধ গ্রহণ : মি'রাজের ঐতিহাসিক রাতে রাসূল (ছাঃ)-কে দুধ ও মদ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য প্রদান করা হয়েছিল। যেমন তিনি বলেন, ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَ اِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ 'অতঃপর আমি মসজিদ হ'তে বের হ'লাম, তখন জিবরীল আমার নিকট মদ ও দুধের দু'টি পাত্র নিয়ে আসলেন। আমি দুধকে পসন্দ করলাম। জিবরীল বললেন, আপনি ফিতরাত বা মানবতার স্বভাবকেই গ্রহণ করেছেন'।[১৯১]

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুধ গ্রহণের ঘটনাকে কোন কোন বর্ণনায় মি'রাজ সফরের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন বর্ণনায় মি'রাজ সফরের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা উপরোক্ত হাদীছে প্রথমে এবং অন্য হাদীছে দুধ গ্রহণের ঘটনাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯২]

আরো উল্লেখ্য যে, অন্য বর্ণনা মতে দুধ ও মদের সাথে মধুও দেয়া হয়েছিল।[১৯৩]

আকাশের পথে যাত্রা : এরপর আল্লাহ্র নবী বুরাক্ব নামক এক বিশেষ যানবাহনে করে ঊর্ধ্বাকাশ যাত্রা শুরু করেন। এই বুরাক্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, أُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيْلٌ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ 'আমার নিকট বুরাক্ব নিয়ে আসা হ'ল। ইহা একটি সাদা লম্বা পিঠওয়ালা প্রাণী, যে তার পা রাখে তার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে'।[১৯৪] অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ 'এটা সাদা প্রাণী যা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চাইতে ছোট।[১৯৫] অতি দ্রুতগামী এই বিশেষ যানবাহনে আরোহণ করে আল্লাহ্র নবী তার আকাশ যাত্রা শুরু করলেন'।

নবীদের সাথে সাক্ষাৎ : মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সকল নবী ও রাসূলগণ তাকে এই বলে সম্ভাষণ জানান, مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ 'নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ'। কিন্তু শুধু আদম ও ইবরাহীম (আঃ) বলেছেন, । مَرْحَبًا بِالْإِبْنِ الصَّالِحِ وَ النَّبِيِّ الصَّالِحِ 'নেককার সন্তান ও সৎ নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ'।[১৯৬]

মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রথম আসমানে আদম, দ্বিতীয় আসমানে ঈসা ও ইয়াহইয়া, তৃতীয় আসমানে ইউসুফ, চতুর্থ আসমানে ইদ্রীস, ৫ম আসমানে হারূন, ৬ষ্ঠ আসমানে মূসা ও সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল (ছাঃ) যখন মূসা (আঃ)-কে অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি ক্রন্দন করলে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হ'ল। উত্তরে তিনি বললেন, أَبْكِيْ لِأَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِيْ أَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَّدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِيْ 'আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে একজন যুবককে প্রেরণ করা হয়েছে, যার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১৯৭]

মানব জাতির প্রতি পরম করুণাময়ের উপহার : মি'রাজের রাত্রিতে মহান আল্লাহ প্রদত্ত মহা নি'য়ামত হচ্ছে ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِيْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً 'তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন'।[১৯৮] কিন্তু এরপর মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তাঁকে ছালাতের পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য বলেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَ بَيْنَ مُوْسَى حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَوةٍ عَشْرٌ فَذَالِكَ خَمْسُوْنَ صَلَوةً.

'এভাবে আমি আমার রব ও মূসা (আঃ)-এর মাঝে যাতায়াত করতেই থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তোমার ও তোমার উম্মতের জন্য ৫ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করলাম এবং প্রতি ওয়াক্ত সমান ১০ ওয়াক্ত ছালাতের নেকী। এভাবে ৫ ওয়াক্ত ছালাত সমান ৫০ ওয়াক্ত ছালাতের নেকী হবে'।[১৯৯]

অন্যান্য উপহার : মি'রাজের এই অকল্পনীয় রাতে আল্লাহ তা'আলা শুধু ৫ ওয়াক্ত ছালাত নয়; বরং আরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দান করেছেন। হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله رضى الله عنه ... فَأُعْطِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا–

১৯১. মুসলিম; *মিশকাত হা/৫৮৬৩।*
১৯২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত ৫৮৬২।*
১৯৩. বুখারী হা/৩৩৯৩, ৩২০৭; মুসলিম, হা/১৬৪; মুসনাদে আহমাদ, ৪/২০৮; মিশকাত হা/৫৮৬২।
১৯৪. সিলসিলা ছহীহাহ, *হা/৮৭৪, ২/৫৩০, মুসনাদে অহমাদ ৫/৩৯২, ৩৯৪।*
১৯৫. *মুসলিম হা/১৬২; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩১৪৮।*
১৯৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৫৮৬৮।*
১৯৭. ছহীহ বুখারী *হা/৩৫৯৮; মিশকাত হা/৫৮৬২।*
১৯৮. *বুখারী হা/৩৪৯,১৬৩৬,৩৩৪২; মুসলিম হা/২৬৩।*
১৯৯. মুসলিম; *মিশকাত হা/৫৮৬৩।*

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি বস্তু প্রদান করা হয়। যথা:- (১) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত (২) সূরা বাক্বারার শেষ অংশটুকু (৩) উম্মতে মুহাম্মাদীর শিরক না করা ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা।[২০০]

জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন : মি'রাজের এই সফরে রাসূল (ছাঃ) স্বচক্ষে মানব জাতির পরম কাংখিত জান্নাত ও চরম ভীতিকর স্থান জাহান্নাম দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে স্বশরীরে জান্নাত-জাহান্নাম ঘুরে ঘুরে দেখেন। যেমন হাদীসে এসেছে, فَفُتِحَتْ لَنَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ 'অতপর আমার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হ'ল এবং আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম'।[২০১]

মি'রাজ ও বিজ্ঞান : মি'রাজের রাতে আল্লাহর নবী বিস্ময়করভাবে মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র ভেদ করে সাত আসমান পেরিয়ে মাত্র এক রাতের মধ্যেই এই বিশ্বের প্রতিপালক মহাশক্তিধর আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন এবং জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন, নবীদের সাথে সাক্ষাৎ ইত্যাদি পর্ব শেষে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসেন। বিজ্ঞান তাই আজ হতভম্ব হয়ে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে আছে মি'রাজের এই ঘটনার দিকে। তাদের মনে হাযারো প্রশ্ন বাসা বেঁধেছে। তাদের প্রশ্ন: এটা কি করে সম্ভব যে, মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করে হাযার হাযার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে ছেদ করে মহাশূন্য পেরিয়ে রাসূল (ছাঃ) সপ্তম আসমানে চলে গেলেন। অথচ এগুলো অতিক্রম করার সময় আবর্তিত নক্ষত্রের সাথে ধাক্কা লেগে অগ্নির লেলিহান শিখায় নিমিষের মধ্যে পুড়ে ভস্মিভূত হ'লেন না। তাই তারা মি'রাজকে মেনে নিতে পারছেন না। আসলে কথা হচ্ছে আধুনিক এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মহাকাশযান পাথফাইন্ডার পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করে মহাশূন্য বিজয় করেছে। মানুষ চাঁদের বুকে পা রেখেছে। মঙ্গল গ্রহেও পা রাখার সকল প্রস্তুতি প্রায় শেষের পথে। কিছুদিন পূর্বেই ফিনিক্স মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া ও ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি সহ ফিরে এসেছে। যেই আল্লাহ তাদেরকে এরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষমতা দান করেছেন সেই মহাপরাপক্রমাশালী আল্লাহই তাঁর প্রিয় বান্দাকে তাদের চেয়ে হাযার হাযার গুণ বেশী গতিসম্পন্ন বুরাক্বের মাধ্যমে গ্রহ-উপগ্রহকে ভেদ করে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিলন।

অন্যদিকে আজকে বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা মুহূর্তে টেলিভিশনে স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের খবর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আজকের এই আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের বহু পূর্বে মুসলিম জাতির নেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সামনে আল্লাহ তা'আলা হাযার হাযার মাইল দূরের সেই ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের পুরো ছবি উত্থাপন করেছিলেন মুহূর্তে। রাসূল (ছাঃ) বলেন

لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ حِيْنَ أُسْرِيَ بِيْ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَّى اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ–

'যখন কুরাইশরা মি'রাজের ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল, তখন আমি কাবার হাতীমে দাঁড়ালাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস আমার সামনে প্রকাশ করে দিলেন। ফলে আমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে তাকিয়ে উহার নিদর্শনগুলোর বর্ণনা তাদেরকে দিতে লাগলাম'।[২০২] এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সে যুগের কাফের কুরাইশদের গর্বিত মস্তককে যেভাবে অপমানিত করেছেন, তেমনিভাবে আজকের যুগের এই সমস্ত দাম্ভিক ইসলাম বিদ্বেষী ও রব বিদ্বেষী পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকের দম্ভকেও চূর্ণ করেছেন।

মি'রাজে প্রচলিত বিদ'আত : বাংলার জনগণ মি'রাজের রাতে বিভিন্ন অনৈসলামিক বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। ২৭ রজবকে শবে মি'রাজ ধারণা করে ঐ রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা, উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা, যিকর-আযকার, শাবীনা খতম ও দো'আর অনুষ্ঠান করা, মীলাদ ও ওয়ায মাহফিল করা, ঐ রাতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, সরকারী ছুটি ঘোষণা করা ও তার ফলে জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংকের ক্ষতি করা, ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে মি'রাজের নামে উদ্ভট সব গল্পবাজি করা, ঐদিন আতশবাজি, আলোকসজ্জা, কবর যিয়ারত করা এবং দান-খায়রাতসহ বিশেষ ফযীলত লাভের আশায় এই মাসে ওমরা পালন করা প্রভৃতি আমল বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত। এভাবে ইসলামের অবিমিশ্র আদর্শ আজ বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিতে বসেছে। অথচ কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিঘোষিত হয়েছে- وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'রাসূল (ছাঃ) তোমাদের নিকটে যা নিয়ে আসেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা হ'তে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*।

উপসংহার : আরবী ১২ মাসের অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রজব মাস। এটি ৪টি সম্মানিত মাসের অন্যতম। বাকী ৩টি হ'ল যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম। এ চার মাসে মারামারি, খুনাখুনি নিষিদ্ধ। জাহেলী আরবরাও এ চার মাসের সম্মানে আপোষে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখত। ইসলামেও তা বহাল রাখা হয়েছে *(তওবা ৩৬)*। সুতরাং এই মাসগুলোতে ফেতনা-ফাসাদ থেকে নিজেকে ও নিজ পরিবারসহ পুরো রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখা উচিৎ। অতএব সম্মানিত পাঠক আসুন! শবে মি'রাজের দিনে প্রচলিত সকল বিদ'আতকে এড়িয়ে চলি এবং সমাজকে এই ধরনের বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালাই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

---

২০০. *ছহীহ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় হা/২৭৯।*
২০১. *সিলসিলা ছহীহাহ,হা/৮৭৪, ২/৫৩০; মুসনাদে অহমাদ ৫/৩৯২, ৩৯৪।*
২০২. *বুখারী হা/৩৮৮৬, 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৭৬, তিরমিযী, হা/৩১৩৩; মিশকাত হা/৫৮৬৭; মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৭৭।*

কবিতা

দো'আ

-আমীরুল ইসলাম (মাস্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে
তোমরা সবাই করছ দো'আ
আযাব-গযব বালা-মুছীবত
আরতো ভবে যায় না সওয়া।
হায় আল্লাহ রহমানুর রাহীম
তুমি বড় দয়াবান
আযাব-গযব তুলে নিয়ে
জীব-জগতের বাঁচাও প্রাণ।
তুমিই স্রষ্টা এই পৃথিবীর
সকল সৃষ্টির প্রতিপালক
হায়াত-মউত রিযিক-দাওলাত
তোমার হাতে হে বিশ্ব চালক!
এমনি কতই করছ দো'আ
এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে
মসজিদে আর মাহফিলেতে
গযব হ'তে নাজাত তরে।
তবুও দো'আ হয় না কবুল
আযাব-গযব আসে ধেয়ে
দুঃখানলে পুড়ে মানুষ
বাঁচে কতই কষ্ট সয়ে।
আল্লাহ তা'আলা করবেন কবুল
বান্দা তাহার করলে দো'আ
শর্ত কেবল তাহার কাছে
মুমিন হয়ে চাই যে চাওয়া।
আল্লাহ্‌র হুকুম সকল কাজে
মানলে পরে হবেন রাযী
নইলে যাবে সব বিফলে
নাফরমানের ধান্দাবাজী।
আল্লাহ্‌র হুকুম মানছে না কেউ
ষোল আনা কোন খানে
তাইতো আসে আযাব-গযব
বান্দাদেরই নাফরমানে।
বিশ্ব মুসলিম নাইকো বুঝি
দ্বীনের পথে আজকে কেহ
হয়েছে যে আজকে সবাই
বেদ্বীনদেরই আজ্ঞাবহ।
যিকির ফিকির যতই কর
ছদ্মবেশে হদ্দ করে
মা'বূদ তিনি জানেন সবই
কি কথা কয় কার অন্তরে।
বিশ্ব মুসলিম আয় ফিরে আয়
দ্বীনের পথে আজকে সবে
নাজাত পাবি দু'জাহানে
সকল দো'আ কবুল হবে।

***

নেশা

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অপরূপ সৌন্দর্যের চেহারাখানি
নেশায় করেছি ক্ষয়,
মরণব্যাধি দেহে জড়িয়ে
এখন করছি ভয়।
আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
নেশায় করছি শেষ,
এখন আমার করুণ দশা
যায় যায় নিঃশ্বেস।
অকালে যৌবনে প্রৌঢ়ত্ব এসেছে
বার্ধক্য দিচ্ছে হাতছানি,
নেশায় আমাকে ধ্বংস করেছে
মৃত্যু এনেছে টানি।
তিলে তিলে আমার সোনার দেহ
নেশায় করেছে ক্ষয়,
নেশার কারণে সাধের পৃথিবী
অকালে ছেড়ে যেতে হয়।
জেনে শুনে বিষ করেছি পান
এ ভুলের ক্ষমা নাই,
ধূমপানে অকাল মৃত্যু ঘটায়
জেনে রাখ সবাই।

***

আইলার আতঙ্ক

-আতিয়ার রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

নিশ্ছিদ্র রজনীর ব্যালকনি পেরিয়ে,
আমার আধা ঘুমের সিঁড়ি ভেঙ্গে,
শুনি অশান্ত সমুদ্রের গর্জন।
মার্তণ্ড বিদগ্ধ তাণ্ডবতায়
ক্ষণিকে ভেঙ্গে যায় সুখের স্বপন।
লাশের স্তূপে বসে আমি চিৎকার করি,
কত বিভৎস চেহারা মানুষ গুলোর!
আমার দিকে নিস্পলক তাকিয়ে থাকা চোখ।
লাশের মিছিলে খুঁজতে থাকি
হারিয়ে যাওয়া আমার আব্বা আম্মাকে,
আর ছোট ভাই টুটুলকে।
সে তো আমার কোলে ঘুমিয়ে ছিল,
মুহূর্তে সর্বগ্রাসী আইলা
কোথায় নিয়ে গেল তাকে?
আমি চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকি,
আর খুঁজতে থাকি আমার প্রিয়জনদের।
কিন্তু দেখতে পাই উন্মত্ত জলস্রোত
বাঁধন হারা পাগলা হাতীর মত
ছুটে চলে ধ্বংসের কারখানা গড়তে।
শুধু একা শুধু একা বসে আমি
পৃথিবী কাঁপানো ভূমিকম্পের মত
আইলার আতঙ্কে শিউরে উঠি।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। ২. ৩১৫ জন।
৩. আদম (আঃ)। ৪. ২৫ জন।
৫. সূরা আন'আমের ৮৩-৮৬ নং আয়াতে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণীবিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. বর্ণহীন।
২. কুমির (ছয় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে)।
৩. ইঁদুর।
৪. ডিফথেরিয়া।
৫. চারটি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের যেলা কোনটি?
২. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের যেলা কোনটি?
৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চিমের যেলা কোনটি?
৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের যেলা কোনটি?
৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের উপযেলা কোনটি?

** সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ আবু সাঈদ*
সহ-পরিচালক, সোনামণি, সিরাজগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. পাঁচ অক্ষরে একটি শহরের নাম। নামটির মধ্যস্থলে B আছে। B -এর স্থলে T করা হ'লে আরেকটি শহরের নাম হয়। শহর দু'টি কি কি?
২. এমন একটি ইংরেজী শব্দ, যা শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই বলেন ও বুঝেন। কিন্তু তার বাংলা অর্থ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও জানেন না, শব্দটি কি?
৩. ছয় অক্ষরের একটি শব্দের শেষ অক্ষর E। E-কে পঞ্চম অবস্থানে দিলে এবং পঞ্চম অবস্থানের R-কে শেষ অবস্থানে দিলে উচ্চারণ ও অর্থের কোনই পার্থক্য হয় না, শব্দটি কি?
৪. একটি প্রাণীর দু'টি ইংরেজী নাম আছে, নাম দু'টি কি কি?
৫. এমন পাঁচটি Verb-এর নাম চাই, যাদের প্রথম অক্ষর বাদ দিলে Noun-এ পরিণত হয়।

** সংগ্রহেঃ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি প্রশিক্ষণ

মে '০৯ মাসে অনুষ্ঠিত সোনামণি প্রশিক্ষণ সমূহ: শিশু-কিশোরদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলার নিমিত্তে কেন্দ্রীয় 'সোনামণি' সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সোনামণিদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মে '০৯ মাসে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ সমূহ নিম্নরূপ:

১৩ মে বুধবার: হাট গাংগোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাগমারা রাজশাহী। ১৬ মে: বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পবা, রাজশাহী। ১৭ মে: ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পবা, রাজশাহী। ২২মে: রহনপুর ডাকবাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ; জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মান্দা, নওগাঁ; পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রংপুর। ২৪ মে: ভোলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পবা, রাজশাহী; সঠিবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রংপুর। ২৫ মে: রামচন্দ্রপুর রহমানিয়া মাদরাসা, গাইবান্ধা। ৩১ মে: মজোপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস সহ সংশ্লিষ্ট শাখা ও এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বামুন্দী, মেহেরপুর ৫ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় মেহেরপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ ও সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার সাবেক সভাপতি জনাব তরীকুযযামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সোনামণি মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক রেযাউর রহমান।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ৯ জুন মঙ্গলবার: অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় সমসপুর রেজিঃ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আফতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দেওয়ান শাসসুল আলম।

আলাইপুর, বাঘা, রাজশাহী ১১ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় আলাইপুর গাবতলীপাড়া ইসলামিয়াহ মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সোনামণি উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আবু তালেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুর রাকীব ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব তাজুদ্দীন।

মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী ১১ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় মণিগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আবুল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আবু তালেব, অধ্যাপক আব্দুর রাকীব, নিজামুদ্দীন, নওদাপাড়া মারকায শাখার সোনামণি আব্দুর রাকীব ও হাদীউল ইসলাম প্রমুখ।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সেন্টমার্টিনের নারীরা

'এই দ্বীপে কি কোন মহিলা থাকে না? দুই দিন হ'ল এখানে আছি কিন্তু কোন স্থানীয় নারী দেখা গেল না। ছোট শিশু, পুরুষ সবই আছে; তাহ'লে মহিলারা কোথায়'? এমন প্রশ্ন সেন্টমার্টিনে আসা এক পর্যটকের। কক্সবাজার যেলার টেকনাফ থানার সেন্টমার্টিন দ্বীপটি দেশের অন্যতম পর্যটন স্পটে পরিণত হয়েছে। এই দ্বীপে বসবাসকারীর সংখ্যা প্রায় আট হাযার। প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিনের অপর নাম 'নারিকেল জিঞ্জিরা'। এখানকার জনগোষ্ঠীর সবাই মুসলমান। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে বেড়ে ওঠায় এ দ্বীপের নারীরা পর্দানশীন। পর্যটন মৌসুমে পর্যটকদের যাতায়াত থাকায় এ সময় নারীরা বাড়ির বাইরে বের হন খুব কম। এছাড়া অন্য সময় একান্ত প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে চলাফেরা করলেও বোরক্বা পরিধান করেন সবাই। সেন্টমার্টিনে আগত পর্যটকদের ধারণা, সারাদেশের তুলনায় এই দ্বীপের মানুষ ইসলামী আদর্শে বেশী উজ্জীবিত। এখানে একটি প্রাইমারী স্কুল, একটি হাইস্কুল এবং একটি মাদরাসা রয়েছে।

দুই লক্ষাধিক মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিবছর

উন্নত বিশ্বে ক্যান্সার আক্রান্তের হার কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে। দেশে প্রতিবছর প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। এর মধ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় প্রায় ৫০ হাযার এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য যায় প্রায় এক লাখ লোক। বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় পনের লাখ। মারা যাচ্ছে বছরে প্রায় দেড় লাখ।

ভারতের মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা রিপোর্ট

টিপাইমুখ বাঁধ হ'লে সিলেটে ভূমিকম্প

টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হ'লে ভারতের মণিপুর এবং বাংলাদেশের সিলেটসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প হ'তে পারে। এতে ড্যামের পার্শ্ববর্তী ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। প্রাণহানি ঘটবে ব্যাপক। সম্ভাব্য ভূমিকম্পের মাত্রা ৭ রিখটার স্কেলের হ'তে পারে। ভারতের মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা রিপোর্টে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত বাঁধ নির্মিত হ'লে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ২ লাখ ১০ হাযার কোটি টাকার (৩০ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

প্রসূতি মা ও নবজাতক শিশু মৃত্যুর বাৎসরিক হার

দেশে প্রতিবছর ১ লাখ ২০ হাযার নবজাতক শিশু ও ১২ হাযার প্রসূতি মায়ের প্রসবকালীন মৃত্যু ঘটে। একই সঙ্গে ৭০ হাযার মা মাতৃকালীন স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। গত ২৮মে 'নারীর অধিকার: নিরাপদ মাতৃত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

দুধে ফরমালিন ও নদীর পানি

গরুর দুধে দেয়া হচ্ছে ফরমালিন, মেশানো হচ্ছে নদীর পানি। নদী থেকে কচুরিপানা ও নলখাগড়া তুলে সেগুলোও দেয়া হচ্ছে দুধে। বাস-ট্রাক বা ট্রলারের ঝাঁকুনিতে দুধ যাতে পড়ে না যায় সেজন্য দেয়া হয় খড়কুটো। দুধ পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে গোয়ালাদের দেয়া 'ফোঁটা'ই যে ফরমালিন এটিও জানে না অনেক গোয়ালা। তাদের এসব কাণ্ড স্বচক্ষে দেখলে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি অনেকেরই অনীহা তৈরি হবে। মুন্সীগঞ্জ যেলার সিরাজদীখান উপযেলা থেকে প্রতিদিন গরুর হাযার হাযার লিটার দুধ আসে ঢাকায়। এসব দুধ বিক্রি হয় বিভিন্ন অভিজাত মিষ্টির দোকান ও প্যাকেট দুগ্ধজাত কোম্পানির কাছে। অথচ এ দুধেই মেশানো হচ্ছে ফরমালিন ও নদীর পানি।

গ্রামীণ জনপদে সূদের ঋণের মরণ ছোবল

ঝালকাঠীর রাজাপুরে এনজিওগুলোর চড়া সূদের ব্যবসা অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে উপযেলার গরীব জনগোষ্ঠীকে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর নামে এরা যেন কাবলীওয়ালাদেরও হার মানিয়েছে। ফলে এক এনজিওর ঋণ শোধ করতে অপর এনজিওর সাথে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে তাদের। আর একাধিক এনজিওর কিস্তির টাকা যোগাড় করতে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে অনেকে, কেউ আবার ভিটাবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এনজিও গ্রাহক রিয়ায খান ২-৩টি এনজিওর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ঠিকমত পরিশোধ করতে না পেরে নিজের ভিটামাটি ছেড়ে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিস্তির মাত্র ৪৫০ টাকার জন্য দরিদ্র শাহজাহানের পরিবার খোলা আকাশের নীচে রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে বাস করে।

আইলায় পরিবারের ১২ সদস্যকে হারিয়ে নির্বাক ঈমান আলী

আইলার ছোবলে পরিবারের ১২ সদস্যকে হারিয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের সোরা গ্রামের ঈমান আলী (৬০) এখন সব হারানোর বেদনায় নিথর। বেড়িবাঁধের কয়েকটি স্থান ভেঙ্গে প্রবল বেগে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়ীতেই আটকা পড়েন তিনি। চতুর্দিকের বাধ ভেঙ্গে ৮/১০ ফুট উঁচু হয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়া জোয়ারের পানি বসতঘর ছাপিয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় ঈমান আলী ও ভাতিজা আশরাফুল সাঁতরে একটি নৌকা এনে সেটাতে করেই নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য পরিবারবর্গ এবং তার বাড়ীতে আশ্রয়ের জন্য আসা অপর কয়েকজনসহ ২১ জনকে নিয়ে নৌকা ছেড়ে কিছুটা পথ এগোতেই তুফানের ঝাপটায় নৌকা উল্টে যায়। এ সময় নারী-শিশুসহ ২১ জনই স্রোতে ভেসে যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন ভেসে যাওয়ার সময় একটি বাঁশঝাড়ের সঙ্গে আটকে গেলেও ৭ শিশুসহ ১২ জন নিখোঁজ হয়। ঈমান আলী একে একে পরিবারের ৭ জনের মৃতদেহ কুড়িয়ে আনেন। পরবর্তী ২ দিনে আরো ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আইলার আঘাত হানার ৪ দিন পর তার স্ত্রীর লাশ পাওয়া যায়।

দেশের ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা ৪৪ লাখ ৮০ হাযার

দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বেড়েছে গরীব মানুষের আয় বৈষম্য। আঞ্চলিক বৈষম্যের হারও উদ্বেগজনক। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা এখন ৪৮ লাখ ৮ হাযার। ১৯৯৬ সালে যেখানে গ্রাম এলাকায় ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ১০ দশমিক ১৮ শতাংশ; সেটা এখন দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

রাবি ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা

ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত, বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৫ জুন এর মনিটরিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

বিদেশ

মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশ্যে ওবামার ঐতিহাসিক ভাষণ

গত ৪ জুন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে মুসলিম বিশ্বের সাথে সমঝোতামূলক এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সালাম দিয়ে ওবামা তার বক্তৃতায় বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করতে আমি এখানে এসেছি, পারস্পরিক স্বার্থ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে এই দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসাবে আমি জানি যে, ইসলামের কাছে সভ্যতা ঋণী। ইসলামই আল-আযহারের মত স্থান সমূহে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষার আলোকবর্তিকা বহন করেছে, যার ফলে ইউরোপের রেনেসাঁ ও আলোকিত হওয়ার পথ সুগম হয়েছে। ইসলামই মুসলিম সমাজে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়েছে। ওবামা বলেন, আমেরিকা এবং ইসলামের মধ্যে অংশীদারিত্বকে অবশ্যই ইসলাম যা নয় তার উপর নয়; বরং আসলেই ইসলাম যা সেটার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। আমরা একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে পৃথিবীর বুকে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছি। সব মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধার স্বপ্ন প্রত্যেক আমেরিকানের জন্য সত্যি হয়নি। কিন্তু আমাদের দেশে যারা আসবে তাদের সবার জন্য ঐ প্রতিশ্রুতি বহাল থাকবে। আর তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৭০ লাখ আমেরিকান মুসলিম, যারা গড়পড়তা আমেরিকান স্তরের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে আয় করছে এবং শিক্ষা লাভে সক্ষম হচ্ছে। উপরন্তু আমেরিকায় ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব পসন্দের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এ কারণে আমাদের দেশের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে একটি করে মসজিদ রয়েছে। আমাদের দেশের সীমানার মধ্যে ১২ সহস্রাধিক মসজিদ রয়েছে। ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কোন একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, আর সেটা হচ্ছে ইহুদী ও ফিলিস্তীনীদের জন্য দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া। এই রাষ্ট্র দু'টি হবে এমন রাষ্ট্র যেখানে ফিলিস্তীনী ও ইসরাঈলী জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে। আমরা দেখতে চাই, ইতিহাসের মতো আবারো সকল আদম সন্তান জেরুজালেমে শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করবে। ওবামার কায়রো বক্তৃতাকে সমালোচকগণ ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আরব তথা মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার খৃষ্টান জনপুঞ্জের আদান-প্রদানের যে প্রাচীন সেতুটি জর্জ বুশ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, সেই সেতু জোড়া লাগানোয় ওবামার এই পদক্ষেপের গুরুত্ব ব্যাপক বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। তবে একথা সত্য যে, তাঁর ভাষণ আলংকারিকভাবে যতটা সুন্দর ও আবেগ সৃষ্টিকারী, অশান্তির কারণগুলো দূর করার সুস্পষ্ট রূপরেখা ঘোষণায় ততটা সফল নয়। স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জেরুজালেমকে যৌথ রাজধানী করার বিষয়ে ওবামার অবস্থান স্পষ্ট নয়। ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার, আফগানিস্তানে যুদ্ধের সমাপ্তি, ইরানের সঙ্গে মীমাংসার মতো যরূরী প্রসঙ্গে ওবামা নতুন কিছু বলেননি।

বিভিন্ন দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার

দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্র। আর এ পাওনাদারের মধ্যে অনেক গরীব দেশও রয়েছে। পাওনার পরিমাণও একেবারে কম নয়। উদ্বেগজনক এ তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়। সর্বশেষ গত মার্চে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রিজার্ভ ফান্ডে দেনার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে প্রায় ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার পাবে বিদেশীরা। সরকারী সূত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জাপানের পাওনা রয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং তা হচ্ছে ৬৮৬.৭ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় বৃহত্তম পাওনাদার হচ্ছে চীন ৭৬৭.৯ বিলিয়ন ডলার।

যৌন নির্যাতনের বিচার পাচ্ছে না জাতিসংঘ কর্মীরা

সারাবিশ্বের মানবাধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন সেই জাতিসংঘের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানবাধিকার লংঘনের বিচার হচ্ছে না বলে গুরুতর একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল। গত ২১ মে 'সেক্সুয়াল-হ্যারেজমেন্ট কেইসেস প্ল্যাগ ইউএন' শিরোনামে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, যৌন হয়রানির বিচার চাইলে এমন ব্যক্তিকে তদন্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয় যিনি অভিযুক্ত অফিসারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অথবা একই চরিত্রের লোক। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। আবার এমনও কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলোর তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্ত কর্মকর্তা অবসরে যাচ্ছেন বা চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে না।

চলতি বছর বিশ্বের ২৪ কোটি লোক চাকরি হারাতে পারে

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গত ২৮ মে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, শ্রমবাজারের অবনতিশীল পরিস্থিতির কারণে চলতি বছর বিশ্বের ২৩ কোটি ৯০ লাখ লোক চাকরি হারাতে পারে। 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন' (আইএলও)-এর মহাপরিচালক কুয়ান সোমাভিয়া বলেন, মার্চ মাসে আমরা ধারণা করেছিলাম, ২০০৭ সালের তুলনায় ২০০৯ সালে বিশ্বে বেকারত্ব বেড়ে ২ কোটি ৪০ লাখ থেকে ৫ কোটি ২০ লাখ দাঁড়াবে।

উষ্ণতা পরিবর্তনে বিশ্বে বছরে প্রাণ হারাচ্ছে ৩ লাখ মানুষ

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বাধীন গ্লোবাল হিউমেলিটারিয়ান ফোরামের এক গবেষণা জরিপে বলা হয়েছে, বিশ্বে উষ্ণতা পরিবর্তনের কারণে বছরে ৩ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ হচ্ছে ১২৫ বিলিয়ন ডলার। চিকিৎসা, দুর্যোগ, জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে চালানো হয় এ গবেষণা। ঐ জরিপে দেখা যায়, মানুষের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অতিবৃষ্টি বা বন্যা এবং খরা দেখা দিয়েছে দেশে দেশে। এ থেকে অপুষ্টি, ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া সহ তাপবাহিত নানা রোগের প্রকোপ বেড়ে চলেছে। ঐ জরিপে আরো বলা হয়েছে, গরীব দেশগুলোর ৩২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া না হয়, তাহ'লে ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

ব্রিটিশ কেবিনেটের প্রথম মুসলিম মন্ত্রী হ'লেন ছাদিক খান

ব্রিটেনের রাজনীতিতে ইতিহাস গড়লেন ছাদিক খান। তিনি হ'লেন ব্রিটেনের প্রথম মুসলিম কেবিনেট মিনিস্টার। প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন তার মন্ত্রীসভা পরিবর্তনের অংশ হিসাবে ছাদিক খানকে প্রমোশন দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের দায়িত্ব দিয়ে দেন। ছাদিক খানের বাবা ২৫ বছর আগে ব্রিটেনের ওয়ানডসওয়ার্থের রাস্তায় ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্টের বাস চালাতেন। সেই বাস ড্রাইভারের ছেলে আজ ব্রিটিশ ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার। উল্লেখ্য, পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ছাদিক খান ২০০৫ সালে ব্রিটেন পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হন। এতো অল্প সময়ে কেবিনেট মিনিস্টার হওয়াটাও ব্রিটেনের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

মুসলিম জাহান

আহমাদিনেজাদ দ্বিতীয়বারের মতো ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদ বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করেছেন। চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী আহমাদিনেজাদ ২ কোটি ৪৫ লাখ ২৭ হাযার ৫১৬ ভোট পান। তিনি মোট ৬২ দশমিক ৬৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মীর হোসেন মুসাভি পেয়েছেন ১ কোটি ৩২ লাখ ১৬ হাযার ৪১১ ভোট, যা মোট ভোটের ৩৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এছাড়া অপর দুই প্রার্থী মুহসিন রেযায়ী ও মাহদী কাররুবি যথাক্রমে ১ দশমিক ৭৩ শতাংশ ও ০ দশমিক ৮৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। নির্বাচনে ৮৫ শতাংশ ভোটার অংশ নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ইরানে ৪ কোটি ১২ লাখ ভোটার রয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের গত ২৪ বছরের ইতিহাসে মাহমূদ আহমাদিনেজাদই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি কোন ধর্মীয় অঙ্গন থেকে আসেননি। ২০০৫ সালে তিনি প্রথম ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আহমাদিনেজাদ পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাঈলের আধিপত্যবাদী নীতির কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং রাশিয়া, ভেনেজুয়েলা, সিরিয়া ও উপসাগরীয় অন্যান্য আরব রাষ্ট্রর সঙ্গে সম্পর্কের নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী নতুন গতিলাভ করে।

মৌরিতানিয়ায় সামরিক শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় একটি মতৈক্যের ভিত্তিতে মৌরিতানিয়ার সামরিক শাসক ও বিরোধী নেতারা গত ৪ জুন রাজনৈতিক সংকট নিরসনে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির মধ্যে অন্তর্গত বিষয়গুলো হ'ল- গত বছর ৬ আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে অপসারিত প্রেসিডেন্ট সিদি ওল্ড শেখ আব্দুল্লাহ-এর পদত্যাগ, একটি জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন এবং ১৮ জুলাই নির্বাচন দেয়া ইত্যাদি। এই চুক্তির ফলে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকারের পরিকল্পিত ৬ জুনের নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়।

লেবাননে পশ্চিমা সমর্থিত জোট জয়ী

লেবাননে গত ৭ জুন অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমা সমর্থিত ক্ষমতাসীন জোট জয়ী হয়েছে। পরাজয় মেনে নিয়েছে হিযবুল্লাহ নেতৃত্বাধীন জোট। কয়েক বছরের যুদ্ধ, জাতিগত সংঘাত এবং অস্থিতিশীলতার মধ্যে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়া দেশকে ঐক্যবদ্ধ করাই ক্ষমতাসীন জোটের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ। ১২৮ আসনের পার্লামেন্টে সা'দ হারীরির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট পেয়েছে ৭১টি আসন। উল্লেখ্য যে, সা'দ মরহূম প্রেসিডেন্ট রফীক হারীরির ছেলে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী হিযবুল্লাহ ও তাদের মিত্ররা পেয়েছে ৫৭টি আসন।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাতাসে ব্যাটারি চার্জ!

ব্যাটারির চার্জ নিয়ে দুশ্চিন্তার দিন শেষ হয়ে আসছে। বাতাসের সাহায্যে চার্যযোগ্য বিশ্বের প্রথম ব্যাটারি তৈরির কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা। এ প্রযুক্তিতে ব্যাটারি চার্জ করায় বর্তমানের তুলনায় ১০ গুণ এনার্জি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের ব্যাটারি বাতাসে চার্জ করা যাবে। ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট এনড্রুজের বিজ্ঞানীরা জানান, স্টেয়ার (সেন্ট এনড্রুজ এয়ার) ব্যাটারি স্বাভাবিক নিয়মেই চার্জ হবে। ব্যবহারের ফলে চার্জ কমে গেলে বাতাসের সাহায্যেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার্জ হবে এ বৈপ্লবিক ব্যাটারি। ব্যাটারির উন্মুক্ত একটি অংশ বাতাস থেকে অক্সিজেন সূক্ষ্ম কার্বনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ব্যাটারির ভেতর এনার্জি উৎপাদন করবে। আর এ এনার্জি ব্যাটারিকে নিয়মিত চার্জ দিতে সহায়তা করবে।

তুলসী পাতা সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে সক্ষম

আয়ুর্বেদ গবেষকগণ দাবী করেছেন, তুলসী পাতা সোয়াইন ফ্লুর জন্য দায়ী এইচ-১ এন-১ ভাইরাসের সংক্রমণ তো কার্যকরভাবে ঠেকাবেই, উপরন্তু ঐ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকেও সারিয়ে তুলবে। ভারতের উত্তর প্রদেশের ভেষজ চিকিৎসক ইউ কে তিওয়ারি বলেন, জাপানে এনকেফালাইটিস (মস্তিষ্কপ্রদাহ) রোগের বিরুদ্ধে তুলসী পাতা ব্যবহার করে সফলতা পাওয়া গেছে। একই তত্ত্ব সোয়াইন ফ্লুর বিরুদ্ধেও কাজে লাগানো হয়।

গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভুপেশ প্যাটেল বলেন, সোয়াইন ফ্লু নিয়ন্ত্রণে তুলসী পাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে সতেজ পাতা খেতে হবে। কমপক্ষে ২০-২৫টি মাঝারি আকৃতির পাতা রস করে দিনে দুইবার করে খালি পেটে খেলে খুবই কাজে আসবে।

বিকল্প জ্বালানির গাড়ি আবিষ্কার

জ্বালানি তেলের বিকল্প হিসাবে বিদ্যুৎকে ব্যবহারের এক অনন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন সিলেটের এক তরুণ উদ্ভাবক। তিনি ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে চালাতে সক্ষম হয়েছেন যাত্রীবাহী গাড়ি। মাত্র ৮ টাকার বিদ্যুৎ খরচ করে ঐ গাড়ি যেতে সক্ষম ১০০ কিলোমিটারেরও বেশী পথ। জিপ, প্রাইভেট কার কিংবা অটোরিক্সা যেকোন মডেলেই এই গাড়ি প্রস্তুত করা সম্ভব মাত্র এক লাখ টাকা খরচ করে। এই গাড়িতে থাকবে সহজ পদ্ধতির একটি ইঞ্জিন। সেই ইঞ্জিন থেকে বেরুবে না কোন ধোঁয়া। গাড়ির মূল কাঠামো ধাতু নির্মিত হ'লেও গাড়ির বহিরাবরণ বা খোল থাকবে ফাইবার নির্মিত। ফলে এটি হবে ধাতব গাড়ির চেয়ে মজবুত।

'ভেহিকল-২১' নামের উক্ত গাড়ির নির্মাতা সিলেটের বাসিন্দা মীযান আযীয চৌধুরী জানান, তার তৈরি করা গাড়িগুলো শব্দবিহীন, ধোঁয়াবিহীন ও পরিবেশবান্ধব। এটি চালাতে কোন তেল ও গ্যাস লাগে না। মাত্র ১২ ভোল্টের ৪টি ব্যাটারির সাহায্যে চলবে এই গাড়ি। ২২০ ভোল্টে ব্যাটারিতে মাত্র ৬ ঘণ্টা চার্জ দিলে চলবে কমপক্ষে ১০৫ কিলোমিটার অর্থাৎ সারাদিন। সারাদিন চললে খরচ হবে মাত্র দুই ইউনিট অর্থাৎ বর্তমান মূল্যে মাত্র ৮ টাকার বিদ্যুৎ। উল্লেখ্য, সুইট এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতিমধ্যে ৫টি মডেলের গাড়ি তৈরী করেছেন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

'আইলা' দুর্গতদের পাশে আমীরে জামা'আত

গত ২৫ মে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র তাণ্ডবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অসহায় মানুষের কাছে যরূরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। গত ১লা জুন সোমবার খুলনা যেলার দাকোপ থানা এবং ২রা জুন মঙ্গলবার সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি থানার বিভিন্ন এলাকায় দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। দুই দিন ব্যাপী এই ত্রাণ সাহায্য কর্মসূচীতে রাজশাহী থেকে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

খুলনা, ১ জুন সোমবার : সকাল ৯-টায় খুলনা শহরের রূপসা ফেরীঘাট থেকে ট্রলার যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে ত্রাণ সামগ্রী সহ দেশের সর্ব দক্ষিণের থানা দাকোপ এর দক্ষিণ কালাবগী, উত্তর কালাবগী ও সুতারখালী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময়ে তিনি সাথীদের উদ্দেশ্যে এই সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর তারা খুলনা যেলার দাকোপ উপযেলার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং দেশের সর্ব দক্ষিণের সুন্দরবন ঘেঁসে দক্ষিণ কালাবগী গ্রামে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে স্থানীয় মুরব্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় প্রবীণরা অত্র অঞ্চলে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিত্ব আমীরে জামা'আতের পিতা মরহুম মাওলানা আহমাদ আলীর (রহঃ) স্মৃতিচারণ করেন। আমীরে জামা'আত দুর্গত মানুষের প্রতি সমবেদনা জানান এবং সকলকে ধৈর্যধারণ করার ও আল্লাহভীতি অর্জন করার আহ্বান জানান। অতঃপর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে তিনি ত্রাণের প্যাকেট সমূহ তুলে দেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে মানুষের থাকার জায়গা নেই, খাবার নেই, বিশুদ্ধ পানি নেই। ডায়রিয়া সহ নানা অসুখে জর্জরিত অসহায় এই মানুষগুলো। পানির তোড়ে ঘর-বাড়ী সহ সর্বস্ব খুইয়ে অনেকে আশ্রয় নিয়েছে ভাঙ্গাচোরা ভেড়ি বাঁধের উপরে। ভেড়ি বাঁধও ভেঙ্গে নদীতে মিশে গেছে জায়গায় জায়গায়। অবশিষ্ট এই বাঁধই এখন তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইউসুফ আলী (৮০) জানান, আমার জীবনে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র মত এত ভয়ংকর ও তীব্র জলোচ্ছ্বাস আর কোনটি দেখিনি। শুকুর আলীরও (৯০) একই কথা। মাঝে মধ্যে ঝড়-ঝঞ্ঝা আসে, কিন্তু এরকম পানি কখনো হয়নি আর এত ভাঙনও কখনো দেখেনি তারা। চিড়া-মুড়ি বা এ জাতীয় শুকনা খাবার খেয়ে কোন রকমে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছে। সিরাজুল ইসলাম (৪০) জানান, আল্লাহ পাকের মেহেরবানী যে, বিকাল বেলা জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। দিনের আলোতে জান বাঁচানোর চেষ্টা করার সুযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি রাতের অন্ধকারে এই জলোচ্ছ্বাস হ'ত তাহ'লে শত শত মানুষের প্রাণহানি ঘটত। স্থানীয় সমাজকর্মী জনাব আব্দুল মালেক-এর তত্ত্বাবধানে প্রায় আড়াই হাযার লোক স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বাঁধ নির্মাণ করছে দেখে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের জন্য দো'আ করেন।

দক্ষিণ কালাবগীতে ত্রাণ বিতরণ শেষে আমীরে জামা'আত ও তার সফরসঙ্গীগণ উত্তর কালাবগী পৌঁছেন এবং সেখানে উপস্থিত দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি সুতারখালী গ্রামে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেন। অতঃপর বিকাল ৫-টায় রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে ৯-টায় তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে খুলনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

উল্লেখ্য যে, ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে বিতরণ করা হয় চাউল, ডাল, আলু, শুকনা মরিচ, খাবার স্যালাইন, গ্যাসলাইট, মোমবাতি, ফিটকারী, বিশুদ্ধ খাবার পানি ইত্যাদি। উক্ত সফরে খুলনা থেকে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, 'আন্দোলন'-এর খুলনা মহানগরীর আহ্বায়ক জনাব বদরুল আনাম, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দূস, মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক রূহুল আমীনসহ ২০ জন নেতা-কর্মীর একটি দল।

সাতক্ষীরা ২ জুন মঙ্গলবার : অদ্য ভোর সাড়ে ছয়টায় আমীরে জামা'আত সাতক্ষীরা যেলার আইলা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের জন্য খুলনা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর সকাল ৯-টায় যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দসহ ৩০ জনের একটি টিম নিয়ে ত্রাণ সামগ্রী সহ যেলার আশাশুনি ও শ্যামনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে নেওয়া হয় চাউল, ডাল, আলু, চিড়া, পেঁয়াজ, লবণ, মরিচ, খাবার স্যালাইন, পাউরুটি, গ্যাসলাইট, মোমবাতি, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি। বেলা সোয়া ১১-টায় তিনি আশাশুনি থানার মাড়িয়ালা বাজারে পৌঁছেন। বেলা ১২-টায় তিনি লাঙ্গলদাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন দুর্গতদের মাঝে ত্রাণের প্যাকেট বিতরণ করেন। অতঃপর বেলা পৌনে একটায় তিনি খোলপেটুয়া নদী পার হয়ে সাথীদের নিয়ে বিছট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। অতঃপর সেখান থেকে বেলা ৩-টায় তিনি পার্শ্ববর্তী গরালী গ্রামে যান। তিনি সেখানে অপেক্ষমান ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এখানকার মরব্বীগণ বারবার আমীরে জামা'আতের মরহুম পিতার কথা স্মরণ করেন এবং এতদঞ্চলের আহলেহাদীছ গ্রামগুলি তাঁরই প্রচেষ্টার ফল বলে শুকরিয়া আদায় করেন। উল্লেখ্য যে, গরালী, বিছট, লাঙ্গলদাড়িয়া প্রভৃতি মসজিদগুলি আমীরে জামা'আতের উদ্যোগে বিদেশী অর্থায়নে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গরালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমীরে জামা'আত বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গযব হিসাবে মানুষকে সাবধান করার জন্য। মানুষের অন্যায় কর্মই এর জন্য দায়ী। এই দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের হুঁশিয়ার হ'তে হবে। তিনি সকলকে আখেরাতের পথে ফিরে আসার এবং এই চরম বিপদে ধৈর্যধারণ করার আহ্বান জানান।

সেখান থেকে বিকাল পৌনে চারটায় আমীরে জামা'আত রাজাপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে গমন করেন এবং দুর্গতদের হাতে ত্রাণের প্যাকেট তুলে দেন। অতঃপর সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় তিনি শ্যামনগরের আটুলিয়া বাজারে পৌঁছেন। সেখান থেকে নৌকা যোগে তিনি সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় আটুলিয়া সরদারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল শুধু ধ্বংসের লীলা। অধিকাংশ বাড়ীই ধ্বসে গেছে। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। রাস্তার উপর দিয়ে চলছে নৌকা। সেখানে পৌঁছে মাগরিব ও এশার ছালাত শেষে স্থানীয় মুছল্লী ও পর্দার আড়ালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ভাই-বোনদেরকে ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকটে সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন যেমন মানুষ একে অপরকে ভুলে যাবে, সাম্প্রতিক এই আইলাতেও একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। স্ত্রী, সন্তান পরিজনের খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত হয়নি। আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর শক্তির কাছে কোন শক্তিই টিকে না। তিনি কিছু লোকের বক্তব্য- 'প্রকৃতির খেয়ালিপনাই এর জন্য দায়ী, শাশ্বত লৌহ বিধানের মাধ্যমেই সবকিছু চলে'-এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ক্রিয়া আছে অথচ কর্তা নেই এটা কেমন কথা? এর চেয়ে জঘন্য মূর্খতা আর কি হ'তে পারে? তিনি বলেন, সিডর, নার্গিস, আইলা ইত্যাদি এমনিতেই আসে নাই। নিশ্চয়ই এর পিছনে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে। তিনি সকলকে আল্লাহ্র উপর ইয়াক্বীন ও তাওয়াক্কুল করার এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

উক্ত ত্রাণ বিতরণে সাতক্ষীরা থেকে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী হিসাবে যোগদান করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মোযাফফর রহমানসহ 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণে আশাশুনিতে সাহায্য করেন গরালী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুবকর ছিদ্দীক্ব, বিছট আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আসাদুযযামান ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। শ্যামনগর এলাকায় সহযোগিতা করেন আটুলিয়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মতীউর রহমান ও তাঁর সাথীবৃন্দ।

২য় দফা ত্রাণ বিতরণ :

আশাশুনি ১৭ জুন শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে আশাশুনি থানার আইলা দুর্গতদের মাঝে ২য় দফা ত্রাণ বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশে সাতক্ষীরা যেলা সংগঠন গত ১৭ জুন থানার হাজরাখালি, বিছট, গরালী, নাকনা, রাজাপুর, লাঙ্গলদাড়িয়া, নাকতারা ও কলিমাখালী গ্রামের দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করে। এ সময়ে মোট তিনশ' পরিবারের মধ্যে অর্থ বিতরণ করা হয়। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামনগর ২৩ জুন সোমবার : আইলার আঘাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর থানাধীন গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়ন সহ আটুলিয়া, চরের বিল প্রভৃতি এলাকার দুর্গতদের মাঝে ২য় দফা ত্রাণ বিতরণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠনের নির্দেশে যেলা সংগঠন গত ২৩ জুন সোমবার এই ত্রাণ বিতরণ করেন। প্রতি প্যাকেটে চাউল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু, সরিষার তেল, সাবান, খাবার স্যালাইন দেয়া হয়। এছাড়া বিশুদ্ধ খাবার পানি এবং যরূরী ঔষধপত্রও প্রদান করা হয়। যেলার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মাস্টার আব্দুর রহমান, যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় স্থানে অগভীর নলকূপ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আশাশুনি ও শ্যামনগর এলাকায় দুই দফা ত্রাণ বিতরণে এসে দেখা যায় যে, এলাকাবাসীর এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশুদ্ধ খাবার পানি ও ব্যবহারযোগ্য পানি। এজন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং তাদের বিধ্বস্ত বাড়ী-ঘর পুনর্নির্মাণ আশু প্রয়োজন। তাছাড়া ভেঙ্গে যাওয়া ভেড়ি বাঁধগুলি কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে দ্রুত বেঁধে ফেলা অত্যাবশ্যক। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ জনগণের কষ্ট লাঘবে সহায়ক হবে বলে ভুক্তভোগীগণ মনে করেন।

দায়িত্বশীল বৈঠক

যশোর, ২৯ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বৈঠকে উভয় সংগঠনের যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ২৯ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার মৌগাছি এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী ১৯ জুন শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে অদ্য বাদ মাগরিব যেলার গোছা উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী উত্তর যেলার 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক মাওলানা আফাযযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইমামুদ্দীন।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

ঢাকা, বংশাল ২৯ মে শুক্রবার : গত ২৯ মে শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে নিয়মিত মাসিক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পর্দার অন্তরালে সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ও দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয মাওলানা শামসুর রহমান আযাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, অর্থ সম্পাদক কাজী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক সুরুজ্জামান, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ জহুরুল হক জায়েদসহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

জনমত কলাম

নেতৃত্ব ও আনুগত্য

*সরদার আশরাফ হোসাইন**

আল্লাহপাক বলেন, ‘বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ’লে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আলে ইমরান ৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমার সকল উম্মতই জান্নাতে যাবে, তবে যে অসম্মত সে ব্যতীত। জিজ্ঞেস করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অসম্মত কে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করেছে সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে-ই অসম্মত’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩)*।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা ও ছহীহ হাদীছ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়া ও জান্নাতে প্রবেশের পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করা।

ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর শর্তহীন আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন বলেই তাঁরা মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ পেয়েছিলেন এবং বিশ্ববাসীর সামনে এক অতুলনীয় ও অনুপম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু উক্ত অনুপম রাষ্ট্র ব্যবস্থা মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপর পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান বসবাস করলেও অদ্যাবধি তারা দ্বিতীয়বার সেই সুমহান খেলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুফল ভোগ করার সুযোগ পায়নি, কিন্তু কেন? ইসলামের আদিরূপ থেকে বিচ্যুত হওয়া ও জাহেলিয়াতের সাথে সর্বোতভাবে আপোসকামিতাই কি এর জন্য দায়ী নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জাহেলিয়াতের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তির ছালাত, ছিয়াম কিছুই কবুল হবে না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৭৪)*।

তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে এখনই উঠে দাঁড়াতে হবে এবং সে লক্ষ্যে এক হাতে কুরআন অন্য হাতে ছহীহ হাদীছ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী নেতৃত্বের কাছে আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। পূর্ণাঙ্গ কথাটি এজন্য প্রযোজ্য যে, জীবন যতটা ব্যাপক ইসলাম ততটা ব্যাপক এবং সংগত কারণেই দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাপকতা নিয়েই হবে ইসলামী নেতৃত্ব। খণ্ডিত দ্বীনের এবং খণ্ডিত নেতৃত্বের আনুগত্য করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।

এ প্রসঙ্গে ওমর (রাঃ)-এর বাণী সচেতনভাবে স্মরণে রাখতে হবে। তিনি বলেন, ‘ইসলাম হয় না জামা‘আত ছাড়া, জামা‘আত হয় না ইমারত ছাড়া আর ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া’ *(দারেমী)*। অর্থাৎ নীতি, নেতা এবং আনুগত্য, এটাই ইসলাম।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলামী আদর্শে দলীয় শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের কী সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এখন যদি আমরা উক্ত আনুগত্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে চাই তাহ’লে প্রথমেই আমাদেরকে জাহেলিয়াতের তিনটি অভিশাপ থেকে মুক্ত হ’তে হবে। সেই তিনটি অভিশাপ হচ্ছে অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা এবং হিংসা। সারা বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মুসলিম উক্ত তিনটি অভিশাপে অভিশপ্ত, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর এ কারণেই আমাদের এত অধঃপতন।

এক্ষণে জাহেলিয়াতের উক্ত তিনটি অভিশাপ থেকে নিজেকে, পরিবারকে এবং দেশবাসীকে যদি বাঁচাতে না পারি এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ তিনটি বৈশিষ্ট্য যেমন- নীতি, নেতা ও আনুগত্যের শৃঙ্খল মনে-মগজে জড়িয়ে নিতে না পারি, তাহ’লে দুনিয়াতে আমরা ছালাত আদায়কারী, ছিয়াম পালনকারী ও পরেহেযগার হিসাবে পরিচিত হ’লেও ক্বিয়ামতের ময়দানে আমাদের নাজাতের কোনই সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে না।

অতএব আসুন! অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা এবং হিংসার মত জাহেলিয়াতিকে পরিহার করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অবলম্বন করে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন অবলম্বন করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাধ্যতা স্বীকার করি এবং জান্নাতের পথ প্রশস্ত করি। আল্লাহপাক আমাদের প্রত্যেককে তাওফীক দান করুন। আমীন!!

‘আইলা’ দুর্গতদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড
হিসাব নম্বর ০০৭১০২০০৮৫২২
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।

* *পালপাড়া, বাসাবাটি, বাগেরহাট।*

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১) তাবীয ও ঝাড়ফুঁক দেন এমন ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?

-আবুল কাসেম
কাযী আলাউদ্দীন রোড
নাজিরা বাজার, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ তাবীয দেওয়া শিরক। অনুরূপ শিরকী কলেমা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করাও শিরক *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। তবে কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েয *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। এক্ষণে উক্ত ইমাম যদি তাবীয দেন অথবা শিরকী কলেমা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করেন তাহ'লে ইমাম গোনাহগার হবেন। কিন্তু মুক্তাদীর ছালাত হয়ে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। এ ধরনের ইমামদের সংশোধনের জন্য বলতে হবে। সংশোধিত না হ'লে ইমাম পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২) ওযূ করার সময় মুখে ও নাকে এক সঙ্গে পানি দিতে হবে, না পৃথক পৃথকভাবে পানি দিতে হবে?

-ডাঃ ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুখে এবং নাকে একই সঙ্গে পানি দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩) যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের স্থলে নিয়মিতভাবে দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি? তাছাড়া উক্ত চার রাক'আত সুন্নাত দুই দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হামীদুল ইসলাম
সদর, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত কিংবা দুই রাক'আত উভয় আমলের কথা হাদীছে এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০, ১১৫৯)*। উক্ত চার রাক'আত ছালাত এক সালামেও পড়া যায় দুই সালামেও পড়া যায় *(ইবনু মাজাহ হা/১১৬১; নাসাঈ হা/৮৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪) অনেকে সূরা কাওছারের ২ নং আয়াতের অর্থ করেছেন, 'আপনি ছালাত পড়ুন এবং বুকের উপর হাত বাঁধুন'। উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মুহাম্মাদ কামীরুল ইসলাম
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ হ'ল, 'আপনি ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন'। এতদ্ব্যতীত ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকে রাখা, তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করা, রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি অর্থ সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, 'এ সমস্ত অর্থের কোনটিই সঠিক নয়। সঠিক অর্থ প্রথমটিই অর্থাৎ কুরবানী করা' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫) ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি 'আস্তাগফিরুল্লাহালাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম ওয়া আতূবু ইলাইহি' এই দো'আ তিনবার পড়বে তার সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয়, গাছের পাতা, একত্রিত বালি ও দুনিয়ার দিনগুলোর সমানও হয়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ তিরমিযীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৯৭; যঈফুল জামে হা/৫৭২৮; মিশকাত হা/২৩০৪)*। তবে যেকোন সময় উক্ত দো'আ পড়া যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬) মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করা এবং পথে তিনবার খাটিয়া নামানো যাবে কি?

-লীনা খাতুন
পীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযার খাটিয়া বহন করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে তিনবার খাটিয়া নামানোর অভ্যাস সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। বিনা প্রয়োজনে খাটিয়া নামানো ঠিক নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৭-২৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭) আক্বীক্বা করার সময় পঠিতব্য কোন দো'আ আছে কি? এ সময় 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা' বলতে হবে কি এবং বাচ্চার নাম উলেখ করতে হবে কি?

-ডা: মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আক্বীক্বা করার জন্য পৃথক কোন দো'আ পাওয়া যায় না। অন্যান্য পশু যবহ করার সময় পঠিতব্য দো'আ 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতে হবে *(সূরা আন'আম ৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩, ১৪৭২; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৬)*। এ সময় বাচ্চার নাম উলেখ করার প্রয়োজন নেই *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩, সনদ ছহীহ)*। উলেখ্য, প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আর প্রমাণে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮) সুসন্তান দো'আ করলে মৃত পিতা-মাতার সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?

-আবুল হুসাইন মিয়া
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়গঞ্জ।

উত্তরঃ নেক সন্তান মৃত মাতা-পিতার জন্য খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহ'লে পাপ ক্ষমা করতে পারেন *(সূরা ইবরাহীম ৪১; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯) জনৈক শিক্ষক আরবী ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাদীছে এসেছে, তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস। আমি আরবী, কুরআন আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবু সাঈদ
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি জাল হাদীছ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬০)*। আজ থেকে হাযার বছর পূর্বে মুহাদ্দিছগণ উক্ত বর্ণনাকে জাল আখ্যায়িত করে জাল হাদীছের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০) ওযূ করা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া যাবে কি? একটি ইসলামী পত্রিকায় বলা হয়েছে, জুম'আর খুৎবার পূর্বে যে আযান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ ও মাকরূহ। এ কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আবু যিয়াদ আল-ফারূক
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ওযূ করা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া যায়। অনুরূপ জুম'আর খুৎবার আযানেরও জবাব দেওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। উল্লেখ্য, ওযূর সময় কথা বলা যায় না এবং ফেরেশতাগণ ওযূকারী ব্যক্তির মাথার উপর রুমাল ধরে থাকেন, কথা বললে তারা রুমাল নিয়ে চলে যান এ সমস্ত কথাবার্তা গালগল্প মাত্র। এগুলোর শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া খুৎবার আযানের সময় জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ একথাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১) সূরা তাকাছুর একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৯১; মিশকাত হা/২১৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২) অধিকাংশ মুছল্লী ছালাতে দাঁড়ানোর সময় পরস্পরের মাঝে অনেক ফাঁক রেখে দাঁড়ায়। এর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? দু'জনের ফাঁকে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে একথা কি সত্য?

-আবু ছালেহ মাহমূদ
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় পরস্পরের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানোর পক্ষে শরী'আতে কোন বিধান নেই। বরং পরস্পরের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে হবে এ মর্মে হাদীছে কঠোর নির্দেশ এসেছে। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাহু স্পর্শ করে কাতার মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, পৃথক হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ পৃথক হয়ে যাবে। ...আবু মাসঊদ বলেন, দুঃখজনক হ'ল, তোমরা আজকে চরমভাবে বিভক্ত হয়ে গেছ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*। অন্য হাদীছে পায়ে পা কিংবা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/২৪৭, হা/৬৮৩)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে বহু হাদীছ রয়েছে।

দু'জনের ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে একথা সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩) মসজিদের জায়গা সংকুলান না হ'লে উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? অনেকে বলেন, মসজিদ স্থানান্তর করা বা এর জমি বিক্রি করা যায় না। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ মনছুর
সোনাদহ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদ স্থানান্তর করা যায় এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ স্থানান্তরিত মসজিদে ব্যয় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর দেওয়া ভিত্তির উপর ভিত দিতে চেয়েছিলেন। কারণ কুরাইশরা কা'বা ঘর নির্মাণের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত ছাড়াই ছোট করে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তারা নতুন মুসলিম হওয়ায় বিরোধের আশংকায় রাসূল (ছাঃ) তা করেননি *(মুসলিম হা/২৩৬৭; বুখারী হা/১২৩)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। তাছাড়া ওমর (রাঃ) কূফার একটি মসজিদ স্থানান্তর করেছিলেন এবং পূর্বের স্থানটিকে খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত করেছিলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪) জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলেন এবং পুনরায় মৃত্যুবরণ করলেন। উক্ত হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আল-আমীন
কুমিল্লা।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল *(আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫) তাওরাত, যবূর, ইঞ্জীল কি অহী-র অন্তর্ভুক্ত?

মীযানুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের ন্যায় তাওরাত, যবূর ইঞ্জীলও অহি-র অর্ন্তভুক্ত। নবী-রাসূলগণের প্রতি যে অহি করা হয়েছিল তা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *(ত্বা-হা ৭৭; নিসা ১৬৩; আলে ইমরান ৩)*। এরূপ অনেক আয়াতে নবীগণের প্রতি অহী নাযিল সম্পর্কে বিধৃত করা হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) উবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কি পসন্দ করো যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিব যার মত (সূরা) তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূরেও নাযিল করা হয়নি' *(তিরমিযী হা/২৮৭৫; আহমাদ হা/৮৪৬৭; দারেমী হা/২৩৭৩)*। এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত গ্রন্থগুলো আসমানী গ্রন্থ। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একমাত্র কুরআন ব্যতীত অন্য আসমানী গ্রন্থগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬) গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাউল তুলে। সেই চাউল দিয়ে খিচুড়ী বা ক্ষীর রান্না করে। তারা গ্রামের ছোট ছোট নগ্ন বাচ্চাদেরকে কাদামাটিতে গড়াগড়ি করায় ও খিচুড়ী খাওয়ায়। আর মনে করে বৃষ্টি হবে। আবার ইমামগণ জনগণকে সাথে নিয়ে মাঠে গিয়ে দো'আ করেন। বৃষ্টি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি জনতে চাই।

-আবুল হুসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের প্রথমাংশটি সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয় অংশটি হ'ল, 'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' বা বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত। যা খরা ও অনাবৃষ্টির সময় আদায় করা সুন্নাত। এর পদ্ধতি হ'লঃ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সবাই চাদর গায়ে দিয়ে ময়দানে যাবে। অতঃপর হাম্দ ও দরূদ পাঠের পর ইমাম সবাইকে ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে ঈমান বর্ধক কিছু বক্তব্য রাখবেন। অতঃপর দো'আ করবেন। দো'আর সময় দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে খাড়া রাখবেন যেন বগল খুলে যায়। ক্বিবলামুখী হবেন ও চাদর এপাশ-ওপাশ করবেন। অর্থাৎ চাদরের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবেন। অতঃপর সবাই একত্রে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫০৮ 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭) ফরয গোসল করার সময় মাথা মাসাহ করতে হবে কি?

-আবুবকর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মাথা মাসাহ করতে হবে। কারণ ফরয গোসলের ওযূ ও ছালাতের ওযূ একই। উক্ত ওযূতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮) 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' অথবা 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাকতানা ওয়াক্বিনা আযা-বান্নার' বলে খাওয়া শুরু করা এবং শেষে 'শুকুর আল-হামদুলিল্লাহ' বলা কি শরী'আত সম্মত?

-হুসাইন
বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' বলা যাবে না। অনুরূপ 'আল্লাহুম্মা বারিকলানা...' দো'আও বলা যাবে না। কারণ এর সনদ

যঈফ *(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৪৫৬)*। খাওয়ার শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। শেষে 'শুকুর আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে না। শুধু 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতে হবে অথবা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত অন্য দো'আ পড়তে হবে *(তিরমিযী, বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯ ও ৪২৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯) 'আইসিসি' (ICC) কর্তৃক আয়োজিত শর্ট ভার্সনের T20 ক্রিকেট খেলা সহ বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকাপ ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা যাবে কি?

মুফীদুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এই সব খেলা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলো স্রেফ অর্থ ও সময়ের অপচয় মাত্র। সারাদিন ব্যাপী এই খেলাগুলো বিনোদনের নামে সাধারণ মানুষের পকেট ছাফ করার একটা ফাঁদ মাত্র। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ নেই। অহেতুক অর্থ ও সময়ের অপচয়ের জন্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও দর্শক সবাইকে আল্লাহ্র কাছে দায়ী হ'তে হবে। বর্তমানে এই খেলাগুলোর সাথে জুয়া সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে আরো কঠিন হারামে পরিণত হয়েছে *(মায়েদাহ ৯০)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০) তামাক চাষ করা যাবে কি? তামাকের টাকা মসজিদে লাগানো যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মামূনুর রশীদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তামাক হারাম এবং অপবিত্র বস্তু *(আ'রাফ ১৫৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। এর পয়সা মসজিদে লাগানো যাবে না। তবে কেউ যদি এ পয়সা মসজিদে লাগায় তবে সেখানে ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু দাতার নেকী হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৪৩ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ নিজে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১) ব্যবহার্য ৫ ভরি স্বর্ণ ও কম-বেশী ২০ ভরি রূপা ও নগদ টাকা থাকলে যাকাত দিতে হবে কি?

আমীর হামযাহ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ যার নিকট নেছাব পরিমাণ সম্পদ যেমন স্বর্ণ, রূপা ও নগদ টাকা অতিরিক্ত হিসাবে এক বছর গচ্ছিত থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে। নেছাব হচ্ছে, স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ মিছকাল বা বিশ দীনার অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম আর রূপার ক্ষেত্রে দু'শ দিরহাম অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম। আর টাকার হিসাব করতে হবে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের হিসাব অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্যের হিসাবে। প্রশ্নমতে উক্ত স্বর্ণ এবং রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়নি *(আবূদাঊদ হা/১৫৭২ ও ১৫৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯১, ১৭৯২ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২) লাল টিপ কাদের জন্য প্রযোজ্য। টিপ ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাফীযুর
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ টিপের কোন প্রকার বা ধরণ নেই। সব টিপই হারাম। কারণ টিপ হচ্ছে হিন্দুদের রীতি। হিন্দু মেয়েদের বিবাহের একটি পদ্ধতি হচ্ছে- মেয়ের পিতা কন্যাদানে সম্মত না হ'লে ছেলে জোর করে কপালে টিপ দিয়ে মেয়েকে বিবাহ করবে। একে বলা হয় রাক্ষস বিবাহ। কোন মুসলমান এ ধরনের সামাজিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অনুকরণ করলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩) ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তোফায়েল
বাগহাট, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ লাভ-লোকসানের শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের শেষে লাভ-লোকসান হিসাব করে বণ্টন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যবসায়ের আগে হিসাব করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক এজন্য করযে হাসানাহ প্রকল্প চালু করতে পারে, যাতে কোন লাভ নেওয়া যায় না। উক্ত প্রকল্প ভারত ও শ্রীলংকার মত দেশে চালু আছে। বাংলাদেশেও চালু করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪) স্বামী স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে। তারা আবার ঘর সংসার করতে চায়। হানাফী আলেম বলেছেন, 'হিল্লা বিবাহ' দিতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাই।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হয়। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন মাসের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি তাকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; বুলূগুল মারাম হা/৯৯৫)*। আবু রোকানা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ফেরত নাও। তিনি বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই এ খবর জানি। তুমি তাকে ফেরত নাও *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬)*।

হানাফী মাযহাবে একত্রে তিন তালাককে 'বেদ'ঈ তালাক' বলা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫)*। কিন্তু মুসলমান সুন্নাত মানতে পারে, কোন অবস্থায় বিদ'আত মানতে পারে না। কেননা দ্বীনের নামে সকল বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। আর বিদ'আতের পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। বলা বাহুল্য যে, এই বিদ'আতী তালাক আইন সিদ্ধ করার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে হিল্লার ন্যায় জাহেলী যুগের কুপ্রথাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার অসহায় শিকার হচ্ছে সরলসিধা মুসলিম নারী সমাজ। ইসলামে হিল্লা-র কোন বিধান নেই। এটি জাহেলী যুগের প্রথা। রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারীকে লা'নত করেছেন ও ভাড়াটে ষাঁড় বলেছেন' *(নাসাঈ, ইবনু মাজা বিস্তারিত দেখুন: 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫) কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা দেয়া কি জায়েয? অনেকেই বলেন, এভাবে আক্বীক্বা দিলে পুনরায় আবার আক্বীক্বা দিতে হবে।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা করার কোন দলীল নেই। অতএব তা জায়েয নয়। কেউ দিলে তা শরী'আত সম্মত হবে না। আক্বীক্বা সাত দিনে করাই সুন্নাত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে করার ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬) পেশাব পায়খানায় বসে কথা বলা যায় কি? ঢিলা নিয়ে হাঁটা-হাঁটি এবং কথাবার্তা বলা যায় কি?

-আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বসে সালামের উত্তর দিতেন না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*। সুতরাং এ অবস্থায় কথা বলা যাবে না। আর ঢিলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করাও কথা বলা চরম বে-আদবী। ইসলামী শিষ্টাচারে এসবের কোন স্থান নেই।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭) অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তির দু'বার-তিন বার জানাযার ছালাত হয়। একই ব্যক্তি দু'বার তিন বার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
ঘণ্টাঘর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন যাকে রাতে কবর দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, কখন কবর দেয়া হয়েছে? ছাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বলনি কেন? তারা বললেন, আমরা রাতের অন্ধকারে কবর দিয়েছি; আপনাকে জানানো অপসন্দ মনে করেছি। অতঃপর তিনি কবরকে সামনে রেখে ছালাতে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হ'লাম। তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৮, 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ১৩/১৫৫-১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮) প্রত্যেক সালাম ফিরানোর পর 'আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা' পড়া যাবে কি?

-মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর উক্ত দো'আ পড়ার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯) সিজদা শুকর কিভাবে দিতে হয়। যে কোন দিকে মুখ করে সিজদা দেয়া যাবে কি?

-ডাঃ মাহমূদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সিজদায়ে শুকর-এর জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। 'আল্লাহ আকবার' বলে সিজদায় পড়ে ইচ্ছামত দো'আ করবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০) পর্দা বজায় রেখে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শুধু বোরক্বা পরার নাম পর্দা নয়। সাথী পরপুরুষের দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব কি-না মুসলিম মহিলা সেটা ভেবে দেখবেন। চোখের যেনা, কথার যেনা, অন্তরের যেনা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/৮৬)* থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবেন সে দায়িত্ব তার। রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী জাতিকে 'আওরৎ' (عورة) অর্থাৎ গোপনীয় বলেছেন। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছে ধায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১) শ্বশুর বাড়ী গিয়ে লজ্জায় ফরয গোসল না করেই ফজরের ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত হবে কি?

-ডাঃ ওমর ফারূক
দিনাজপুর।

উত্তরঃ এ কাজে নারী-পুরুষ কারো লজ্জা করা ঠিক নয়। কোন অসুখ না থাকলে গোসল করতেই হবে। গোসল

বিহীন ছালাত হবে না। সুতরাং গোসল করে আবার ছালাত আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২) জানাযা বহন করার সময় মৃত ব্যক্তিকে যে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাতে 'আয়াতুল কুরসী' সহ বিভিন্ন দো'আ ও আয়াত লেখা থাকে। এগুলো মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসে কি?

-অহীদুযযামান
সদর, নরসিংদী।

উত্তরঃ মৃতকে কেন্দ্র করে সমাজে যত বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। এতে মৃতের কোন উপকার হয় না। এগুলোর বর্জন করা আবশ্যক *(ছালাতুর রাছূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩) আল্লাহ্র সৃষ্টির ভিতরে মানুষ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহ'লে ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু সবাই কি শ্রেষ্ঠ?

-তাজুল্লাহিল বাকী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সৃষ্টির দিক দিয়ে সবাই সমান। তবে কর্মগতভাবে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ আবার সর্বনিম্ন *(সূরা ত্বীন ৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪) মুওয়াযযিন আযান দেয়ার পর ইমামতি করতে পারে কি?

-ডাঃ হাফীযুদ্দীন
আতা নারায়ণপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুওয়াযযিন ইমামতি করতে পারে। মালিক ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি এবং আমার চাচাত ভাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা দু'জন যখন সফর করবে তখন আযান দিবে এবং ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের বড় জন ইমামতি করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮২)*। অত্র হাদীছে একজন আযান অপরজন ইমামতির কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যেকোন একজন আযান দিবে। তবে বড় জন ইমামতি করবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫) জনৈক লেখক দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে বসে পেশাদার আরব গায়িকাদের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীতবাদ্য উপভোগ করেছেন'। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

ছাদেক
সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ লেখকের উক্ত দাবী সত্য নয়। তিনি হয়ত হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(লোকমান ৬-৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৯৪)*। তবে ক্ষেত্র বিশেষে একমুখ বিশিষ্ট ছোট ঢোল জাতীয় দুফ বাজানোর কথা এসেছে। সেগুলো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে ছিল। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৪০, ৩১৩৯-৪০)*। ঈদের দিন এবং যুদ্ধ বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে ফিরলে নবীকে অভিনন্দন সূচক কবিতা দুফ বাজিয়ে শুনাবার মানতের কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৯)*। এসব হাদীছে কোন গায়িকার কথা নেই। বরং ছোট মেয়ের কথা এসেছে। তাছাড়া সেগুলো কোন বাদ্য-বাজনা ছিল না, বরং একমুখো ছোট ঢোল জাতীয় বস্তু ছিল, যাকে দুফ বলা হয়। বাদ্য-বাজনা মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে। অতএব ইসলামে তা সিদ্ধ হবার প্রশ্নই আসে না। লেখক হয়তবা অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা বিদ্বেষবশতঃ অনুরূপ কথা লিখেছেন। আল্লাহ তাকে হেদায়াত করুন।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬) ১০ মুহাররম ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে বলে কোন হাদীছ আছে কি?

ফযলে এলাহী রাহাত
পশ্চিম গাটিয়াডাঙ্গা
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ দশই মুহার্‌রম ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে শুক্রবারে এ মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭) মহিলাদের পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখতে হবে এবং কতটুকু খোলা রাখা যাবে?

আব্দুর রহীম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা নূরের ৩০ আয়াতে পুরুষের দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দানের পর ৩১ আয়াতে নারীর দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ এসেছে। অতএব পর্দা পুরুষের ও নারীর পরস্পরের জন্য ফরয। কোন পুরুষ গায়ের মাহরাম নারীর দিকে একবারের বেশী তাকাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪)*। এক্ষণে নারীর পর্দার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়'। পরেই বলা হয়েছে, তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের গোপন

সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে'। এতে বুঝা যায় যে, নারীর সর্বাঙ্গ সতর। এমনকি তার কণ্ঠস্বর ও চলনভঙ্গি সবই তার সতরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নারীর সবটুকুই গোপনীয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯)*। বিশেষ ক্ষেত্রে নারী তার দু'হাত কবজি পর্যন্ত ও মুখ প্রকাশ করতে পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ঈমানদার নারী তার বিবেচনা অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে তার দু'হাত ও মুখ খুলতে পারবেন।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮) জুম'আর দিনে দুই আযান দেওয়া কি জায়েয? কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে? মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

মাহমূদুল হাসান
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর দিনে মূল আযানের পূর্বে আরো একটি আযান দেয়ার নিয়ম ওছমান (রাঃ) চালু করেছিলেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে নববীর অদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে তিনি এ আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে উক্ত আযান শুনে লোকেরা যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হ'তে পারে। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিন রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর-এর যুগে যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হ'ত। অতঃপর যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন ওছমান যাওরাতে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন *(বুখারী হা/৯১২, 'জুম'আহ' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৫১৬)*।

খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। সেকারণ মক্কা, কূফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান তখন চালু হয়নি। হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। তাই সর্বদা সর্বত্র চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

অতএব তিনি যে কারণে তৃতীয় আযান যাওরাতে চালু করেছিলেন সে কারণ এখনও থাকলে তাকে না-জায়েয কিংবা বিদ'আত বলা যাবে না। কিন্তু উক্ত কারণ যদি না থাকে তাহ'লে বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। বর্তমানে সে কারণ না থাকায় ওছমানী আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৬)*।

আযান মিম্বরের নিকটে দেয়া সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদের বাইরে যেকোন স্থান থেকে আযান দেওয়া সুন্নাত *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী 'আল আজবেবাতুন নাফি'আহ')*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯) জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মক্কায় চার মাযহাবের চার মুছাল্লা চালু আছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

হাফেয শফীকুল ইসলাম
ধুরইল মাদরাসা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক নয়। ১৩৪৩ হিজরীতে চার মুছাল্লা ভেঙ্গে এক মুছাল্লা কায়েম করা হয়েছে। বিখ্যাত পর্যটক ইবনু জুবায়ের ৫৭৮ হিজরীতে মক্কা অতিক্রম করার সময় চার মাযহাবের চারজন ইমামের ইমামতি করার অস্তিত্ব পান। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করত *(রিহলাতু ইবনু জুবায়ের ১/২৯)*। অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে ১৩৪৩ হিজরীতে সঊদী শাসক আব্দুল আযীয আলে সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে অদ্যাবধি একজন ইমাম ইমামতি করে আসছেন।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০) ছালাতের পর আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করলে হিসাবে ভুল হয়। কতবার হ'ল তাতে সন্দেহ হয়। এ অবস্থায় করণীয় কী?

-আহমাদ
বিরোল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তাসবীহ গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে কোন দোষ নেই। সম্ভবপর সঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। আঙ্গুলেই তাবসীহ গণনা করতে হবে। কারণ আঙ্গুল বিচারের মাঠে তার পক্ষে কথা বলবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩১৬)*। তাসবীহ দানায় তাসবীহ গণনা করা যাবে না। এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/২৩১১)*।

নিম্নোক্ত তথ্যবহুল বইগুলো পড়ুন!

১। যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি
নির্ধারিত মূল্যঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

২। শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত
নির্ধারিত মূল্যঃ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

৩। তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
নির্ধারিত মূল্যঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

৪। ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর
নির্ধারিত মূল্যঃ ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

লেখকঃ মুযাফফর বিন মুহসিন।

সার্বিক যোগাযোগ
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
মোবাইলঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০, ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪